**Hitesranjan Sanyal Memorial Collection**
**Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Record No. | CSS 2000/126 | Place of Publication: | Calcutta |
| | | Year: | 1873 |
| | | Language | Bangla |
| Collection: | Indranath Majumder | Publisher: | Printed by Ishwarchandra Basu & Co. at Stanhope Press, 249 Bowbazaar Road. |
| Author/ Editor: | ? | Size: | 13.5x21cms. |
| | | Condition: | Brittle |
| Title: | Tarabati: Upakshyan | Remarks: | Fiction. "Not for public circulation." |

# তারাবতী।

উপাখ্যান।

[ প্রকাশার্থে মুদ্রিত নহে। ]

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

কলিকাতা
ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেস, নং ২৪৯ বহুবাজার রোড।
সন ১২৮০। ইং ১৮৭৩।

# ভূমিকা।

একদা কোন রমণী রজনীযোগে আপন বালক ক্রোড়ে লইয়া চন্দ্র দেখাইতেছিলেন, সেই বালক ঐ চন্দ্র ধরিবার জন্য অতিশয় রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহার জননী, তাহাকে কোনমতেই সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না, যখন একান্ত শান্ত না হইল তখন একখানি প্রশস্ত পাত্র জলপূর্ণ করিয়া সেই বালকের নিকটে সংস্থাপন করিলেন, বালক জল-মধ্যে চন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে অতি হৃষ্ট হইয়া মনে করিল যে আমি চন্দ্র ধরিলাম। এইক্ষণে আমিও বালিকাগণের অনুরোধে এবং তাহাদিগের সন্তোষার্থে "তারাবতী" নামক একখানি (গল্পরূপ চন্দ্র ধরিবার জন্য মনে মানস করিয়া) গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোকের গ্রন্থরচনা বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া সুদূর পরাহত। তবে বালিকা রঞ্জনার্থ কোমল বঙ্গভাষাতে যে কিঞ্চিৎ রচনা করিলাম ইহার দ্বারা যদি পাঠকগণের চিত্তে কিছু কালের জন্য সন্তোষ জন্মে, তাহা হইলে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ইতি।

গ্রন্থকারিণ্যাঃ।

GOPEE MOHUN MULLICK,
32, DURGA CHARAN TAGORE'S ST.
CALCUTTA.

# তারাবতী।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশে সুবিস্তীর্ণ মগধ রাজ্য আছে। তথায় দয়াসিন্ধু নামক একজন প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী গন্ধ-বণিক্ বাস করিতেন। তাঁহার অতুল বৈভব ছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে ধনপতিও বলিত, এবং অলোক-সামান্য রূপবতী ও সদ্গুণভূষিতা তারাবতীনাম্নী তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। ধনপতি ও তারাবতীর অপত্যাভাব জন্য মনের মালিন্য দূরীভূত না হওয়াতে অহরহ জগদীশ্বরের সমীপে অপত্যলাভের প্রার্থনা করি-তেন, এবং তদুদ্দেশে কখন দেবার্চ্চনা, কখন বা দৈব-স্বস্ত্যয়ন ও ব্রতানুষ্ঠানাদি নানা প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম করি-তেন। একদা অষ্টমীর ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক চণ্ডিকার পূজাদি সমাপনানন্তর রজনীতে পৃথক্ নূতন শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, রাত্রি তৃতীয় প্রহর গতে এক মনোহর অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন একটী অলোক-সামান্যা, নিরুপমা রূপবতী, গৌরাঙ্গী, সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা, রক্ত-পট্টবস্ত্রপরীধানা, সহাস্যবদনা, অষ্টবর্ষীয়া

বালিকা তারাবতীর শয্যাতে বসিয়া মধুরস্বরে কহিতেছেন, "তারাবতি! তুমি পতিপরায়ণা, সাধ্বী রমণী, আমি তোমার ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারা পরিতুষ্টা হইয়া তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর, এই গ্রামের পূর্ব্বদিকে যে অশ্বত্থবৃক্ষ আছে, তাহার ঈশান কোণে পঞ্চহস্ত পরিমিত মৃত্তিকার নিম্নে অষ্টধাতু-নির্ম্মিত এক ঘট এবং সিংহবাহিনীর প্রতিমূর্ত্তি আছে, রাত্রি প্রভাত না হইতে পতির সহিত তথায় গমন করিয়া ভক্তিসহকারে তাহা উত্তোলনপূর্ব্বক গ্রহণ কর, পরে সেই স্থানে প্রশস্ত মন্দির প্রস্তুত করিয়া ঐ মূর্ত্তি সংস্থাপনানন্তর যথানিয়মে সেবা করিলে অচিরকাল মধ্যে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত সন্তান এবং সদ্গুণশীলা সন্ততি লাভ করিবে।" এই কথা শ্রবণে পুলকিত হইয়া তারাবতী বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক যেমন ক্রোড়ে করিতে যাইবেন অমনি সেই বালিকা ঈষৎ হাস্য করত অন্তর্ধ্যান হইলেন। তৎক্ষণাৎ তারাবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় পুনরায় দৈববাণী হইল, "তারাবতি! তুমি আর বিলম্ব করিও না, অতি সত্বর পতির সহিত তথায় গমন কর। রজনী প্রভাত হইলে সেই স্থান লোকাকীর্ণ হইবে।" তখন তারাবতী অমানুষী বাণী শ্রবণ করিয়া শীঘ্র দয়াসিন্ধুর পর্য্যঙ্ক নিকটে গমনানন্তর পতিকে নিদ্রিত



দেখিয়া মনে করিতে লাগিলেন, যে নিদ্রাভঙ্গ করিলে মহাপাপ, কিন্তু দৈবাজ্ঞাও অলঙ্ঘনীয়; অতএব নিদ্রাভঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া যেমন পতির চরণে হস্তার্পণ করিলেন অমনি তারাবতীর করস্পর্শ মাত্রে দয়াসিন্ধু ত্যক্তনিদ্র হইয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তারাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে! রজনী কি প্রভাত হইয়াছে? তারাবতী কহিলেন, প্রাণবল্লভ! সম্যক্ প্রভাত হয় নাই, কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন ও দৈববাণী শ্রবণ করিয়া আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি, আপনি শ্রবণ করুন্। তখন দয়াসিন্ধু শ্রবণোৎসুক হইলে তারাবতী আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বর্ণন করিলেন। এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করিয়া দয়াসিন্ধু কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে তুমি পুণ্যবতী এবং তোমার ন্যায় স্ত্রী যে আমি পাইয়াছি ইহা আমারও সৌভাগ্যের ফল বলিতে হইবেক।" তদনন্তর ধনপতি সস্ত্রীক হইয়া ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে নির্দ্দিষ্ট অশ্বত্থবৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া মহামায়ার স্তব করণানন্তর ভৃত্যগণের প্রতি পঞ্চহস্ত পরিমিত মৃত্তিকা খননের অনুমতি প্রদান করিলেন। ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ ভূখননাস্ত্র দ্বারা আদিষ্ট পরিমাণে সেই স্থান খনন করিতে করিতে অষ্টধাতু নির্ম্মিত ঘট দৃষ্টিগোচর হওয়ায় ধনপতি ভক্তিপূর্ব্বক আপন হস্তে তাহা উত্তোলন করিয়া তারাবতীকে প্রদান করিলেন। তারা-

বতী অতি ভক্তিসহকারে সেই ঘট আপন মস্তকোপরি-ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তদনন্তর ধনপতি সেই স্থানে সিংহবাহিনী-প্রতিমূর্ত্তি উত্তোলন করিলেন। তখন তারাবতী মস্তকস্থিত ঘট দেবীর সম্মুখে স্থাপন করিয়া পতির সহিত সাষ্টাংঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক দেবী-পূজার দ্রব্যাদি আহরণার্থে নিজ ভবনে গমন করিলেন। দিনমণি প্রকাশ হইলে গ্রাম্যলোক গতায়াতের দ্বারা ক্রমশঃ জনতা বৃদ্ধি হইয়া মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। বণিক্ পরিষ্কৃত স্থানে ভৃত্যদ্বারা শিবির বদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে প্রতিমা সংস্থাপন করিলেন। গ্রাম্য জন এবং অমাত্যগণ সকলে বণিকের প্রতি ধন্যবাদ করিয়া মহানন্দে পুরোহিতকে আহ্বান করিতে, কেহবা পুষ্প চয়নে, কেহবা দ্রব্যজাত সংগ্রহার্থে নিয়োজিত হইল। পরে সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইল, এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে ধনপতির পুরোহিত সমুপস্থিত হইলেন। ধনপতি যথাবিহিত সৎকার করিয়া আসন প্রদান করিলে ব্রাহ্মণগণ আসনোপবিষ্ট হইয়া ধনপতিকে ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ধনপতি বিনীত-ভাবে গললগ্নবাসা হইয়া ব্রাহ্মণগণের চরণে প্রণাম-পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনারা যথানিয়মে দেবীর প্রতিষ্ঠা এবং পূজাদি সম্পন্ন করুন্।" ব্রাহ্মণেরা 'তাহাই করিব' বলিয়া পূজা, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।



এই সময়ে তারাবতী দৌবারিক-পরিবেষ্টিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া পুনরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণের পূজা সমাপনান্তে তারাবতী পতির সহিত ভক্তিসহকারে নানা উপচারে দেবীর পূজা সমাপন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব সমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণকে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চাতুর্ব্বিধান্ন দ্বারা ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করত দীন দরিদ্রগণকে অন্নাদিদান করিয়া তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এতদ্রূপে তদ্দিবসীয় পূজা সমা-পনানন্তর ধনপতি সস্ত্রীক হইয়া স্বভবনে গমন করিলেন। তদনন্তর ধনপতি সুবিজ্ঞ শিল্পিদ্বারা দেবীর প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির ও নাট্যশালাদি নির্ম্মাণ করাইয়া তন্নিকটে পুষ্পোদ্যান এবং ঘট্টচতুষ্টয়শোভিত-দীর্ঘ-সরোবর প্রস্তুত করিয়া সুনিয়মে সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই স্থানে বাণিজ্য কর্ম্মের উন্নতি এবং দেবীর নিকটে লোকের কামনাসিদ্ধি হওয়াতে 'চণ্ডীতলা' বিখ্যাত স্থান হইয়া উঠিল। এইরূপে কিঞ্চিৎকাল অতীত হইলে চণ্ডিকার বরপ্রভাবে তারাবতীর গর্ব্ভের লক্ষণ হইল। ক্রমে দশম মাস পরিপূর্ণ হইলে তারাবতী শুভক্ষণে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করিলেন। ধনপতি পুত্র কন্যা দর্শনে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণকে ধনদান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ঐ যমজ বালক বালিকার অন্নপ্রাশনের কাল উপস্থিত

হইলে অন্নপ্রাশন বিধিসঙ্গত করাইয়া পুত্রের নাম শ্রীমন্ত এবং কন্যার নাম কেতকী রাখিলেন। ক্রমে শ্রীমন্ত নিদাঘ-কালের সূর্য্যকিরণের ন্যায় এবং কেতকী শারদীয়া শুক্ল শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পিতামাতার সুখ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বালক বালিকার পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে বিদ্যারম্ভ করাইয়া সুশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শ্রীমন্ত ও কেতকী অল্প দিবসের মধ্যেই নানা বিদ্যাতে উভয়ে নৈপুণ্য প্রাপ্ত হইলেন। ধনপতির পুত্রকন্যার প্রশংসা শুনিয়া নানা দেশ হইতে বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া কুলাচার্য্য আসিতে লাগিল। তখন ধনপতি রামনগরনিবাসী ভদ্রসেন রায়ের কন্যার সহিত শ্রীমন্তের এবং রাজনগরের শঙ্কর দত্তের পুত্র রামনাথের সহিত কেতকীর শুভসম্বন্ধ স্থির করিয়া মহাসমারোহ পূর্ব্বক অগ্রে শ্রীমন্তের পর দিবস কেতকীর শুভবিবাহ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া রামনাথকে নিজ ভবনে রাখিলেন। ক্রমে শ্রীমন্ত ও রামনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধনপতি উভয়কে আপন জাতীয়ধর্ম্ম বাণিজ্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া কহিলেন, যে, "যে বিষয়ে যাহার যেরূপ পারদর্শিতা দেখা যাইবেক তাহাকে সেইরূপ পারিতোষিক প্রদান করিব।" ধন-পতির উৎসাহবর্দ্ধন-বাক্য শ্রবণে শ্রীমন্ত ও রামনাথ মনোযোগপূর্ব্বক আপন আপন ব্যবসায়ের বিশেষ যত্ন-সহকারে উন্নতি বর্দ্ধন করায় বিশেষ লভ্য হইতে



লাগিল। ধনপতি উভয়ের পারদর্শিতা অবলোকনে সন্তুষ্ট হইয়া দুই জনকে দুইটী বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় প্রদান করি-লেন। তাহাতে উভয়ে আনন্দিত হইয়া আপনাপন কার্য্য করিতে লাগিলেন। একদা নিদাঘ সময়ে রজনী-যোগে শ্রীমন্ত নিদ্রিত ছিলেন, রাত্রি তৃতীয় প্রহর সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, রামনাথকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "যে নিদাঘ বশতঃ অতিশয় ক্লেশ হইতেছে। অতএব চল আমরা উদ্যানস্থিত সরোবর নিকটে গিয়া শীতল বায়ু সেবন দ্বারা শরীরকে স্নিগ্ধ করি।" এই বলিয়া উভয়ে সরোবর নিকটে উপস্থিত হইয়া উপবন শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। কিবা সুধাংশু স্নিগ্ধ-কিরণ বিতরণে জগতের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন; মৎস্যগণ সরোবরের উপকূলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রীড়া করিতেছে; মলয় পবন মন্দ মন্দ গতিতে বিকসিত কুসুমসমূহের পরিমল বহন করত ইতস্ততঃ বিস্তার করিতেছে, কোকিলগণ সুমধুর স্বরে গান করিতেছে; নানাবিধ কুসুমিত পাদপ সকল শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিতেছে; নিশাচর বিহগগণ চীৎকার ধ্বনিপূর্ব্বক পক্ক রসাল ফল ভক্ষণ করত পাদপমূলে অষ্ঠী নিক্ষেপ করিতেছে। ক্রমে পূর্ব্বদিকে আরক্তিমা বর্ণ অবলোকন করিয়া নিশানাথ অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইতেছেন। রামনাথ এই সকল শোভা দর্শন করিয়া শ্রীমন্তকে কহিলেন, "দেখ, কি আশ্চর্য্য, জল-

মধ্যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া হিল্লোল দ্বারা যেন নৃত্য করিতেছে।" শ্রীমন্ত কহিলেন, "তাহা নহে, প্রিয়তম শশধরকে গমনোদ্যোগী দেখিয়া কুমুদিনী মুদিত হইলে সেই দুঃখে তারাপতির হৃদ্‌কম্প হইতেছে।" এইরূপ কথোপকথন সময়ে হঠাৎ এক তেজস্বী সন্ন্যাসী দীর্ঘ-শ্মশ্রু, লম্বিতজটাভার, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিভূষিত, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, হস্তে ত্রিশূল, ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে শ্রীমন্ত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অতি ভক্তি সহকারে প্রণামানন্তর দণ্ডায়মান হইলেন, সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীমন্ত! তুমি এক্ষণে আমাকে চিনিতে পার"? শ্রীমন্ত কহিলেন, "বোধ হয় যেন আপনাকে কোন না কোন স্থানে দর্শন করিয়া থাকিব, কিন্তু বিশেষ স্মরণ হইতেছে না" তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, "তোমার পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করাইবার জন্য নন্দীকেশ্বর আমাকে পাঠাইয়াছেন; এইক্ষণে আদ্যো-পান্ত শ্রবণ কর।" ইহা বলিয়া সন্ন্যাসী শ্রীমন্তের নিকটে আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীমন্তকে একটী বংশী প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি সত্বর চন্দনবনে গমনানন্তর প্রমোদিনীকে উদ্ধার কর, এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী অন্তর্ধ্যান হইলেন। সন্ন্যাসী অদর্শন হইলে শ্রীমন্তের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, রামনাথকে কহিলেন, "তুমি গৃহে গমন করিয়া সময়ান্তরে আমার পিতামাতার



নিকটে আমার বিদেশ-গমনের সম্বাদ জানাইবে; আমি এই স্থান হইতে বিদায় হইলাম।" রামনাথ কহিলেন, "আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে একাকী গমন করা বৈধ নহে, আমি নিকটে থাকিলে তোমার অনেক ক্লেশ শান্তি হইবে, অতএব আমি তোমার সহিত গমন করিব।"

তরুণাবস্থাতে প্রায় সকলেরি দেশভ্রমণ ও নানা কৌতুকদর্শনের অভিলাষ হইয়া থাকে, তজ্জন্য রামনাথ বিশেষ অনুরোধ করিলে শ্রীমন্ত সম্মত হইয়া কহিলেন, "যদ্যপি আমরা উভয়ে গমন করি তবে পিতার নিকট লিপির দ্বারা সম্বাদ জানাইয়া গোপনে গমন করা কর্ত্তব্য।" এই পরামর্শ স্থির করিয়া একখানি লিপি দৌবারিকের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক উভয়ে প্রস্থান করিলেন। দৌবারিক ধনপতির নিকটে শ্রীমন্তের লিপি প্রদান করিলে ধনপতি লিপি পাঠ করিয়া অতি সত্বর তারাবতীর নিকটে শ্রীমন্তের ও রামনাথের বিদেশ-গমনের সম্বাদ কহিলেন। তারাবতী অশ্রুপূর্ণ-লোচনা হইয়া কহিতে লাগিলেন, "তাহাদের অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ কর, এবং আমিও ভগবতীর মন্দিরে যাইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করি, যদি কোন শুভসম্বাদ প্রাপ্ত হই তবেই প্রত্যাগমন করিব, নতুবা এ প্রাণ রক্ষা করিব না।" ধনপতি নানাদেশে লোক প্রেরণ করিলেন। তারাবতী

পুত্রের অদর্শনে উন্মাদিনী হইয়া দেবীর মন্দিরে উপস্থিতিপূর্ব্বক ভক্তিভাবে ভগবতীর নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীমন্ত ও রামনাথ ক্রমে নানাদেশ অতিক্রম করিয়া ঔড্রদেশে উপস্থিত হইয়া রাজা বিজয়সিংহের সভাপণ্ডিতের ভবনে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। এখানে তারাবতী অনশনে ত্রিরাত্র অতিবাহিত করিলে ভগবতী প্রসন্না হইয়া আকাশবাণীতে কহিলেন—"তারাবতি! ভয় নাই, গাত্রোত্থান কর, তোমার শ্রীমন্তকে আমি সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছি, অদ্যাবধি দ্বিসপ্তাহ মধ্যে শ্রীমন্ত নববধূ সমভিব্যাহারে রামনাথের সহিত তোমার নিকট আসিবেক।" এইরূপ দৈববাণী শ্রবণমাত্রে তারাবতী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেবীকে প্রণাম করত হৃষ্টান্তঃকরণে স্বভবনে আসিয়া পতির নিকট দৈববাণী-বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন ও কহিলেন, "এইক্ষণ চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই, কেবল নববধূর নিমিত্ত বস্ত্রাভরণ প্রস্তুত করা আবশ্যক।" পরে সওদাগর ও তারাবতী ঐ উদ্যোগ করত উহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ওখানে শ্রীমন্ত এবং রামনাথ নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন, নিশাপতি অস্তাচলে গমন করিতেছেন; দিনমণি পূর্ব্বদিকে কিরণ বিস্তারপূর্ব্বক উদয় হইতেছেন; পক্ষিগণ সুমধুর স্বরে নানা প্রকার গান করিতেছে;—এমন সময় উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া



প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনানন্তর চন্দনবনোদ্দেশে গমন করিলেন; কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, কতকগুলি কৃষক কৃষিকর্ম্ম করিতেছে, ক্রমে তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে কৃষকগণ চন্দনবন এস্থান হইতে কত দূর হইবে?" কৃষকগণ চন্দনবন এই শব্দ শ্রবণ মাত্র কহিল,—"মহাশয়েরা কোন্ দেশ হইতে আগমন করিতেছেন এবং কি নিমিত্ত চন্দনবনের অন্বেষণ করেন?" শ্রীমন্ত কহিলেন—"আমরা সেই স্থানে গমন করিব।" তখন একজন প্রাচীন কৃষক কহিতে লাগিল, "মহাশয়েরা চন্দনবনের বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ করুন্—পূর্ব্বে চন্দনবনের নিকট শালিনদী-বেষ্টিতা বহুজনসমাকীর্ণা 'উদ্দীপনী' নামে এক নগরী ছিল; তথায় প্রিয়ম্বদসেন নামক একজন ধনাঢ্য বণিক্ বাস করিতেন। তাঁহার দুইটী পত্নী ছিল। প্রিয়ম্বদ অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। এক দিবস তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নীর সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় একজন তপস্বী তথায় উপস্থিত হইয়া প্রিয়ম্বদের সমীপবর্ত্তী হইলে, প্রিয়ম্বদ এরূপ মত্ত হইয়াছিলেন যে তাপসকে দেখিয়াও জলক্রীড়া হইতে বিরত হইলেন না, তপস্বী প্রিয়ম্বদের জুগুপ্সিতাচরণ অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'রে দুষ্টাত্মন্, তুই ধনমদে মত্ত হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিলি, অতএব তোর এই প্রিয়তমা পক্ষিণী হইয়া এই চন্দনবনে থাকিবে,

আর তোর এইক্ষণে মৃত্যু হইবেক, এবং এই নগরী জনশূন্য হইবেক।' সন্ন্যাসীর অভিসম্পাতবশতঃ তৎক্ষণাৎ প্রিয়ম্বদের মৃত্যু হইল এবং তাঁহার প্রণয়িনী চন্দনবনে পক্ষিণী হইয়া রহিল। তদনন্তর সেই বন এক ব্যাঘ্র আশ্রয় করিয়া নগরবাসিদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই দুর্ঘটনা প্রযুক্ত নগরবাসিরা দেশান্তরিত হইতে লাগিল। আমিও তদবধি সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া এই নগরে আসিয়া বাস করিতেছি। চন্দনবন অধিক দূর নহে; এস্থান হইতে ক্রোশান্তরিত এক পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে আরোহণ করিলে শালিনদী দৃষ্ট হইবেক, তাহার পরপারের যে বন তাহারি নাম চন্দনবন। এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে ভীষণবন নাম খ্যাত হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি দুর্দৈববশতঃ তথায় গমন করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। কেবলমাত্র ধীবরেরা নৌকারোহণ করিয়া ঐ নদীতে মৎস্য ধৃত করিয়া থাকে, তাহাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে সে বনে অন্য কোন জীব জন্তুর ধ্বনি শ্রবণগোচর হয় না, কেবল মাত্র সন্ধ্যার সময় এক পক্ষিণী নদীকূলে বৃক্ষ-শাখোপরি বসিয়া গান করিয়া থাকে, এইক্ষণে মহাশয়দিগের আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হয়, আপনারা সৎকুলোদ্ভব ধনাঢ্য ব্যক্তি হইবেন, কোন কারণবশতঃ কিম্বা কোন রূপ মনের



দুঃখে পিতামাতার অজ্ঞাতসারে বিদেশে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু আমি সামান্য মনুষ্য, মহাশয়দিগকে উপদেশ প্রদান করি এমন কি সাধ্য? তবে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিষেধ করিতেছি আপনারা কদাচ সে স্থানে গমন করিবেন না, যদি নিষেধ না শুনিয়া গমন করেন, তবে আপনাদের জীবন রক্ষা হওয়া দুষ্কর।" তখন শ্রীমন্ত কহিলেন, "ওহে কৃষক সে বিষয়ে চিন্তা করিও না; এক্ষণে কোন্ পথে গমন করিব তাহা দেখাইয়া দাও, আর কিপ্রকারে নদী পার হইয়া চন্দনবনে উপস্থিত হইব তাহারও উপায় বলিয়া দাও।" কৃষক কহিল, "মহাশয়দিগকে কালপ্রেরিতের ন্যায় বোধ হইতেছে, যদ্যপি মহাশয়েরা নিতান্তই তথায় গমন করেন তবে ঐ পথাবলম্বন করিয়া গমন করুন্। ঐ সম্মুখস্থ বন অতিক্রমণ করিলেই এক পর্ব্বত দেখিতে পাইবেন, তাহাতে আরোহণ করিলে নদীপারে চন্দনবন দৃষ্ট হইবেক। সেই নদীতে ধীবরগণ নৌকারোহণপূর্ব্বক মৎস্য ধৃত করিয়া থাকে। তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলেই পার করিয়া দিবেক।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ত রামনাথের সহিত পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করত বন অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলেন। তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না। তদনন্তর পর্ব্বতসমীপে উপস্থিত হইয়া

পর্ব্বতারোহণ করত দেখিলেন. কৃষকেরা যাহা কহিয়াছিল সকলি সত্য, কিন্তু সে দিবস বেলা অধিক হওয়াতে ধীবরেরা মৎস্য ধরিয়া বাটী গমন করিয়াছে। অতএব তাঁহাদিগের সে দিবস পর্ব্বতোপরি অবস্থান করিতে হইল। ক্রমে সন্ধ্যার সময় উপস্থিত, শ্রীমন্ত চন্দনবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করত তথায় অবস্থান করিতেছেন; রামনাথ আহারের নিমিত্ত ফলমূলাদি আহরণ করিয়া উপস্থিত হইলেন এমন সময় পক্ষিণী মনুষ্যভাষায় গান করিতে লাগিল।

### গীত।

সে ধন এখন আমার বলো কোথা রহিলো।
যার জন্যে এ অরণ্যে পক্ষিরূপ হতে হলো॥
অভাগিনী ভাগ্যগুণে, হারাইলেম প্রাণধনে,
কাল হয়ে ভালে মোর বিধি একি লিখেছিলো।
সেই দিন এই দিন, দিন দিন গণি দিন,
এত দিনে সেই দিন আজি আমার পূর্ণ হলো॥

শ্রীমন্ত গান শ্রবণে মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রামনাথকে কহিলেন, "শুন শুন এপ্রকার পক্ষিজাতির সুমধুর গান কখন শ্রবণগোচর হয় নাই" এই বলিয়া উভয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে পক্ষিণী নীরব হইলে, শ্রীমন্ত এবং রামনাথ ফলমূল ভক্ষণকরত পর্ব্বতোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে যামিনী



প্রভাত হইলে জবাকুসুমপুঞ্জের ন্যায় রবিপরিধি দৃষ্টিগোচর হইল, বিহঙ্গিনী প্রিয়সমাগমের নিয়মিত দিবসে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ভাবিতে লাগিল—"কি আশ্চর্য্য! অদৃষ্টক্রমে যোগীর বাক্যও মিথ্যা হইল! তবে আর জীবনধারণের আবশ্যকতা নাই," এই বলিয়া মরণে কৃতনিশ্চয়া হইয়া নদীকূলে একবকুল বৃক্ষোপরি উপবেশন করিল। ওদিকে শ্রীমন্ত ও রামনাথ ধীবরগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় ধীবরগণ তথায় নৌকারোহণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইলে, রামনাথ তাহাদিগের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "ওহে ধীবরগণ আমরা এই নদীপারে যাইব, অতএব তোমরা আমাদিগকে পার করিয়া দেও। এইকথা শ্রবণ করিয়া ধীবরগণ হাস্যকরত কহিতে লাগিল—"মহাশয়েরা কোন্ দেশ হইতে আগমন করিয়াছেন? আপনারা কি জ্ঞাত নহেন যে চন্দনবনে প্রবেশমাত্রই প্রাণবিয়োগ হয়? সে যাহা হউক আমরা পার করিতে পারিব না।" এই বলিয়া ক্রমে সকলেই প্রস্থান করিল। তখন শ্রীমন্ত হতাশ হইলে রামনাথ একজন প্রাচীন ধীবরকে কহিলেন, ওহে বৃদ্ধ, তোমাকে শতমুদ্রা প্রদান করিতেছি, তুমি আমাদিগকে পার করিয়া দেও।" বৃদ্ধ ধীবর শতমুদ্রার প্রলোভে মনে ভাবিল জন্মাবধি একত্র শতমুদ্রা কখনই দেখি নাই, আর আমি বা কত দিনই বাঁচিব, এই অর্থ পাইলে আমার

স্ত্রী পুত্র পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিবেক।—এই বিবেচনা করিয়া সম্মত হইলে, শ্রীমন্ত ও রামনাথ অর্থপ্রদান করিয়া নৌকারোহণপূর্ব্বক গমনোদ্যোগ করিতেছেন, এমত সময় ধীবরগৃহিণী তথায় উপস্থিতা হইয়া ধীবরকে কহিতে লাগিল—"তুমি কি নিমিত্ত চন্দন-বনে যাইতেছ?—আমি তোমাকে কখন কোন দুর্ব্বাক্য বলি নাই, তবে কেন মরণ ইচ্ছা করিতেছ, তুমি মরিলে আমাদিগকে কে প্রতিপালন করিবেক? এই বলিয়া ধীবরিণী রোদন করিতে লাগিল। তখন ধীবর কহিল,—"এই মহাশয়েরা আমাকে যে অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তুমি তাহা লইয়া গৃহে গমন কর, আমি ইহাদিগকে পারে রাখিয়া আসিতেছি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল বিলম্বে ধীবরিণী কহিল, "এ অল্প অর্থের নিমিত্ত আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না, যদি ইহারা সহস্র মুদ্রা দিতে পারেন, তবে তোমাদের নৌকাতে দীর্ঘ রজ্জুবন্ধন করিয়া আমি সেই রজ্জুধারণপূর্ব্বক অন্য নৌকাতে থাকিব যখন উহাদিগকে পর কূলে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে, আমি তৎক্ষণাৎ নৌকা আকর্ষণ করিব, এই প্রকার হইলে আমি সম্মতা হইতে পারি।" ধীবরিণীর কথাতে শ্রীমন্ত সম্মত হইয়া আপন হস্ত হইতে হীরকাঙ্গুরীয় উন্মোচনকরত ধীবরিণীর হস্তে প্রদান করিলে ধীবরিণী হাস্য করিয়া কহিল, এই



তোমার সহস্র মুদ্রা, এ ত একখানি ক্ষুদ্র কাচখণ্ড, ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই। তখন ধীবর কহিল "উহাঁরা যাহা দিতেছেন তাহাতে তুমি অসম্মতা হই-ওনা; এই অঙ্গুরী বহুমূল্য হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই, আমি এই অঙ্গুরীর গুণ বিশেষরূপে অবগত আছি, কোন সময় আমাদিগের মহারাজের এই প্রকার এক অঙ্গুরী সরোবরে পতিত হইয়াছিল, তাহা আমি জল-হইতে উত্তোলন করিয়া দিয়া প্রচুর পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং মন্ত্রীমহাশয় কহিয়াছিলেন যে সে অঙ্গু-রীর মূল্য সহস্র মুদ্রা। অতএব এ অঙ্গুরীও তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে। এইক্ষণে এই অঙ্গুরী বণিক্ নিকটে বিক্রয় করিলে অনায়াসেই সহস্রমুদ্রা মূল্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।" তখন ধীবরবাক্যে ধীবরিণী সম্মতা হইয়া নৌকাতে রজ্জুবন্ধন করত উহা ধারণপূর্ব্বক অন্য এক বৃহৎ নৌকাতে উপবেশন করিল। ধীবর এক ক্ষুদ্র নৌকাতে শ্রীমন্ত ও রামনাথকে আরোহণ করাইয়া পার করিতে লাগিল।

এদিকে পক্ষিণী অতি করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করত নদীর জলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় নদীর মধ্যভাগে দুইখানি তরী আসিতেছে, একখানি ক্ষুদ্র, পশ্চাতের খানি বৃহৎ, দেখিয়া

মনে বিতর্ক করিতে লাগিল বুঝি মহাপুরুষের বাক্য সত্য হয়। দেখি নৌকা কোন্ দিকে গমন করে। ইহা মনে করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তরণী নিকট হইলে দেখিল, এক নৌকাতে দুইজন যুবা পুরুষ আর একজন বৃদ্ধ নাবিক আসিতেছে, অপর দীর্ঘ তরণীতে এক বৃদ্ধা স্ত্রী রজ্জু ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্টা আছে। ক্রমে নৌকা কূলের সমীপবর্ত্তী হইলে পক্ষিণী যুবকদ্বয়ের মধ্যে আপন প্রিয়তমের তুল্যাবয়ব এক জন যুবককে দেখিয়া মনে করিল, "আমার কি এমন শুভ দিন হইবেক যে আর সে মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া নয়ন-চকোরকে পরিতৃপ্ত করিব। হা বিধাতঃ! এদুঃখিনীর ভাগ্যে আর কত কষ্ট লিখেছ, তাহা বুঝিতে পারি না" এইরূপ বিলাপ করত সতৃষ্ণ নয়নে বারম্বার অবলোকন করিতে করিতে নিজ পতির উত্তমাঙ্গের কোন বিশেষ চিহ্ন অবলোকনের দ্বারা নিশ্চয় অবধারণ করিল, যে ইনিই আমার প্রাণকান্ত, তাহার সন্দেহ নাই। এইক্ষণে আমি পত্রান্তরালে বসিয়া দেখি ইহাঁরা কোথায় গমন করেন, তখন তরী তটের নিকটবর্ত্তী হইলে, ধীবরগৃহিণী রজ্জু আকর্ষণ করিয়া চীৎকার শব্দে ধীবরকে কহিতে লাগিল "তুমি আর নিকটে গমন করিওনা, উহাদিগকে নৌকাহইতে উত্তীর্ণ হইতে বল—যদি উহারা অবতরণ না করে তবে উহাদিগকে জলে ফেলিয়া দেও।" তখন



রামনাথ কহিলেন, "ওহে ধীবর, যদি আমাদিগকে এখান হইতে সন্তরণ করিয়া যাইতে হয়, তোমাদের স্ত্রী-পুরুষকে নৌকার সহিত জলমগ্ন করিয়া যাইব।" ধীবর এইকথা শ্রবণ করিয়া কম্পান্বিত-কলেবরে কহিল, "মহাশয়! আপনাদিগকে আমিত কোন কথা বলি নাই, আমার প্রতি কেন ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন? আপনারা স্থির থাকুন, শীঘ্র তটে উঠাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া নৌকা অনতিবিলম্বে তটে লাগাইয়া দিলে শ্রীমন্ত ও রামনাথ নৌকা হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক স্থল প্রাপ্ত হইয়া চন্দনবনে প্রবেশ করিলেন; ধীবর ও ধীবরিণী স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

বনপ্রবেশ করিয়া শ্রীমন্ত কহিতেছেন "দেখ ভাই রামনাথ, ফলভারাবনত বৃক্ষসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, বিকসিত কুসুমচয়ের পরিমল-মিলিত চন্দনগন্ধ বায়ুসহকারে বনস্থলীকে নিয়ত সৌরভ-সিক্ত করিতেছে, এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে বোধ হয় এ কোন দেবতার বিহার স্থান হইবেক তাহার সন্দেহ নাই। এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে ছেন কিন্তু পক্ষিণীকে না দেখিয়া অতি দুঃখিতান্তঃকরণে এক সরোবর নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেই সরোবরে প্রস্ফুটিত শতদলোপরে ভৃঙ্গগণ মধুপানে মত্ত হইয়া, গুণ গুণ রবে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উপবেশন করিতেছে,

কিন্তু এই সকল ব্যাপার শ্রীমন্তের অদৃষ্টপূর্ব্ব বোধ হইতেছে না, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে এই বন বুঝি আর কখন দেখিয়া থাকিব। এই রূপ তর্ক করিতে করিতে দেখিলেন এক কদম্ব বৃক্ষ শাখোপরি কতকগুলি রক্ত বস্ত্র লম্বমান রহিয়াছে, সেই বৃক্ষমূলে শিলা-খণ্ডোপরি স্নানীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত আছে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিবা মাত্র শ্রীমন্তের যোগীবাক্য স্মরণ হইল, হইলে সেই যোগি-প্রদত্ত বংশী লইয়া বাজাইতে লাগিলেন। সেই বংশী-ধ্বনি শ্রবণ মাত্রে পক্ষিণী অধৈর্য্য হইয়া বৃক্ষ হইতে শ্রীমন্তের স্কন্ধদেশে আসিয়া বসিবা মাত্র শ্রীমন্ত চকিত হইয়া যেমন ধারণ করিবেন শ্রীমন্তের করস্পর্শ মাত্রে পক্ষিণী ভূতলে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আর্দ্র বস্ত্র পরিধানা তেজস্বিনী বিগলিতকেশা অলোক-সামান্যা এক রূপবতী কামিনী হইয়া শ্রীমন্তের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। শ্রীমন্ত চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় ক্ষণ কাল এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, পরে চিনিতে পারিয়া বাহু প্রসারণ করত প্রিয় সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রিয়তমাকে আপন ক্রোড়ে বসাইলেন। রামনাথ এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময় জ্ঞানে মনে করিতে লাগিলেন এ কি! হরপার্ব্বতীই কি এতাবদ্দিবসে কোন কারণে প্রচ্ছন্ন বেশে ছিলেন, এখন একত্র হইলেন ও স্বরূপ প্রকাশ করিলেন? তখন প্রমদা নিজ পতির উরুদেশে বসিয়া



মনে করিলেন, রতি যেমন কামদেবকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া বিরহ সন্তাপ নিবৃত্তি করিয়াছিলেন, অদ্য আমারও সেই রূপ ঘটনা হইল। তদনন্তর আনন্দাশ্রু দ্বারা নিজ পতিকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্ত প্রিয়তমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে, তোমার অশ্রুবিন্দু আমার হৃদয়-কুমুদকে শুষ্ক করিতেছে, এইক্ষণে তোমার বাক্যরূপ সুধা বর্ষণ দ্বারা আমার তাপিত হৃদয়কে স্নিগ্ধ করা কর্ত্তব্য।

প্রমদা পতির এবম্প্রকার মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে আহ্লাদিতা হইলেন, কিন্তু লজ্জা-বশত কোন উত্তর না করিয়া মৌনাবলম্বিনী হইয়া রহিলেন। শ্রীমন্ত স্নেহ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে আমার সকল দোষ ক্ষমা কর। প্রমদা কহিলেন, হে প্রাণেশ্বর, আমি আপনার দাসী, আমার প্রতি এরূপ উক্তি কেবল অপরাধের নিমিত্ত মাত্র। আমার প্রার্থনা যে আপনি আমার প্রতি সানুকূল হউন। হে প্রাণেশ্বর! আপনকার সহিত যে পুরুষ আসিয়াছেন উহাঁকে দেখিয়া আমার লজ্জা বোধ হইতেছে। শ্রীমন্ত কহিলেন, হে বরাননে, উনি আমার ভগিনীপতি, উহাঁর নাম রামনাথ, আমার পরম মিত্র, উনি যথোচিত ক্লেশ স্বীকার করিয়া সাহায্য না করিলে তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া অতি দুষ্কর হইয়া উঠিত। ইনি তোমার পরম আত্মীয়, অতএব ইহাঁর

নিকট লজ্জা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তখন প্রমদা রামনাথকে ননান্দৃপতি জানিয়া পরম আহ্লাদিতা হইলেন। তদনন্তর শ্রীমন্ত প্রমদাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে তোমার পরিধান বস্ত্র আর্দ্র হইল কেন?" প্রমদা কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! আপনি কি সকল পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়াছেন, তবে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, শ্রবণ করুন্। পূর্ব্বে এই স্থানে আমাদিগের বাস ছিল। এই বনের অনতিদূরে ইষ্টকনির্ম্মিত একটী বিচিত্র ভবন আছে, তাহাতেই আমরা সুখে কালযাপন করিয়া এই নদীর সুনির্ম্মল বারিপান এবং জলক্রীড়াদি করিতাম, কখন কোন বিপদ ঘটনা হয় নাই। দুর্দ্দৈব বশত এক দিবস স্নানীয় দ্রব্যাদি লইয়া আমার সহিত এই সরোবরে স্নান করিতে আগমন করিয়া আমার বেণী মুক্ত করত গাত্রে জল সেচন এবং পদ্ম পুষ্প নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, আমিও বল পূর্ব্বক আপনকার কটির বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া গাত্রে জলসেচন পুষ্প নিক্ষেপাদি করিতে লাগিলাম, ফলে পরস্পর জ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্তের ন্যায় জলক্রীড়াসক্ত ছিলাম, সেই সময়ে একজন দিগম্বর সন্ন্যাসী সরোবরের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদিগের রহস্য ব্যাপার অবলোকন করত হাস্য বদনে দণ্ডায়মান হইলেন, এমত সময়ে সহসা তাঁহার প্রতি আমার দৃষ্টিপাত হইলে আমি লজ্জাবনত-বদনে



স্থির ভাবে মৌনাবলম্বিনী হইয়া জলমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলাম, আপনি আমার ভাবান্তর দর্শনে দুঃখিত হইয়া আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'প্রেয়সি, ইতোমধ্যে আমার কি অপরাধ হইল যে তুমি মানিনী হইলে, যদি কোন বিশেষ অপরাধ হইয়া থাকে তবে ক্ষমা কর, তোমার পূর্ণ-চন্দ্রনিভানন যেন মান রূপ রাহুতে গ্রাস করিয়াছে কেন? ইহাতে আমার মনোমধ্যে যে আনন্দের স্বরূপ আলোক ছিল তাহা ক্রমে নির্ব্বাণ হইতেছে, এই ক্ষণে যদি এ কিঙ্করের প্রতি দয়া প্রকাশ না কর তবে আমি অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিব।' তখন আপনকার এই সকল কাতরোক্তিতে আমি কুণ্ঠিতা হইয়া কহিলাম হে নাথ, আমি কি মান করিয়াছি এই স্থির করিলেন, তবে যে অধোবদনে রহিয়াছি তাহার কারণ ঐ দেখুন্ এক জন পশু পক্ষীর ন্যায় নির্লজ্জ উলঙ্গ জটাধারী সন্ন্যাসী আমাদিগের এই সকল ব্যাপার দেখিয়া হাস্য করিতেছে, তাহাতেই আমি লজ্জাবনতা হইয়াছি। আপনি কহিলেন কৈ প্রিয়ে, কোথায় সে পামর? আমি কহিলাম ঐ দেখ সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আপনকার এইরূপ বিরক্ত ভাব অবলোকন এবং কটূক্তি শ্রবণ করিয়া সেই দিগম্বর ক্রোধকম্পান্বিত কলেবরে আপনার প্রতি কহিলেন, 'ওরে পামর! তুই আমাকে দেখিয়া অবজ্ঞা করিলি,

অতএব তুই এইক্ষণেই মৃত্যুপথে গমন কর।' এই কথা যোগীর মুখহইতে নির্গত হইবামাত্র কম্পিত কলেবরে ছিন্ন কদলী তরুর ন্যায় আপনি পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে সেই যোগী আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন 'রে পামরি, তুই আমাকে নিলর্জ্জ পশুপক্ষীর ন্যায় জ্ঞান করিয়াছিস, অতএব তুই এই চন্দন-কাননে পক্ষিণী হইয়া অবস্থান কর।" তখন আমি ভীতা হইয়া জটাধারীর পদতলে পতিত হইয়া রোদন করায় যোগীবর দয়া প্রকাশ করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করত কহিলেন 'আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে, কিছু দিনের নিমিত্ত তোমাদিগের এইরূপ অবস্থা ঘটিল, পুনরায় আমার বরপ্রভাবে এই পক্ষি-দেহ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য-দেহ ধারণ পূর্ব্বক নিজ কান্ত প্রাপ্ত হইবে।' তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রভু! মৃতপতির সহিত কি প্রকারে সম্মিলন হইবেক। যোগীবর কহিলেন 'এই তোমার পতি মরিলেন, ইনি জন্মান্তর পাইয়া তোমা-কেই লাভ করিবেন।' তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে প্রভু! তাঁহার জন্ম কোথায় হইবেক, আর আমিই বা কি প্রকারে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব তাহা অনুগ্রহ করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়। দিগম্বর কহিলেন, 'তোমার পতি মগধ রাজ্যে দয়াসিন্ধু নামে গন্ধবণিকের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন, অষ্টাদশ বর্ষের পর কোন মহাপুরুষের



নিকট তোমার বিবরণ শ্রবণ করিয়া তোমাকে লইতে আসিবেন।' তদনন্তর আমি কহিলাম, 'মহাশয় পুনর্জ্জন্ম হইলে আমি কিরূপ প্রকারে তাঁহাকে চিনিতে পারিব, আর চিনিলেই বা কি হইবেক? যদিও আমি মানবী হই তখন আমি বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইব, পতি তরুণবয়স্ক হইবেন, এবং পুনর্জন্মে উভয়েরই ভাবান্তর হইবেক, আরও পরপুরুষসঙ্গ জন্য জনসমাজে আমি নিন্দনীয়া হইব। অতএব হে ভগবন্! আপনার বরপ্রদানে এ দুঃখি-নীর কোন লাভই হইল না, সুতরাং তোমার দয়া তোমা-তেই থাকুক, আমার অদৃষ্টে যাহা হইবার তাহাই হইল. এইক্ষণে এই অনুমতি করুন্ যে আমি পতিসহগামিনী হই, আর জীবিতা থাকিতে বাসনা নাই।' আমার এইরূপ বিলাপ শ্রবণে যোগীবর কহিলেন, 'হে বৎসে! তোমার ভয় নাই, যে হেতু দেহান্তে তোমার পতি এইরূপ কলেবর প্রাপ্ত হইয়া তোমার নিকট আগমন করিলেই তুমি তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিবে, এবং এই চন্দনবনে আসিয়া তোমার পতি বসিলেই তুমি অধৈর্য্যা হইয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি বসিবে। তৎক্ষণাৎ তোমার গাত্রে তাঁহার করস্পর্শ হইলে তুমি অদ্যকার বয়োরূপ-লাবণ্য প্রাপ্ত হইয়া পতির সম্মিলন-সুখ-লাভ করিবে,' এই বলিয়া সন্ন্যাসী অন্তর্ধান হইলেন। হে নাথ! তদবধি আমি সন্ন্যাসীর অভিসম্পাতে এই কাননমধ্যে

পক্ষিণীহইয়া আছি এবং দিন গণনা করিতেছি, অদ্য আমার শুভাদৃষ্ট বশতঃ আপনি এই স্থানে আসিয়া আমাকে তির্য্যগ্‌যোনি হইতে মুক্ত করিলেন। এইক্ষণে আমার সকল যন্ত্রণা দূরীভূত হইল। কিন্তু নাথ! একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনকার এখানে আসিবার কারণ কি? পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কি স্মরণ ছিল?" শ্রীমন্ত কহিলেন, "প্রিয়ে! আমার এখানে আসিবার কারণান্তর নাই, কেবল তোমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া এখানে আসিয়াছি। পূর্ব্ব জন্মের কথা আমার কিছু মাত্র স্মরণ ছিল না, এক সন্ন্যাসীর নিকট এই চন্দনবনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত আসিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।" প্রমদা কহিলেন, "সন্ন্যাসী আপনকার নিকটে যাহা যাহা কহিয়াছেন তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক সবিস্তর বর্ণনা করুন্।" তখন শ্রীমন্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন, "এক দিগম্বর সন্ন্যাসী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ওহে বণিক্‌পুত্র! তুমি পূর্ব্ব জন্মে এক ধনাঢ্য বৈশ্যসন্তান ছিলে, তোমার নাম প্রিয়ম্বদ ছিল, তোমার পিতা মাতা তোমাকে শৈশবাবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করেন, এই কারণে তোমার মাতৃষ্বসা তোমাকে প্রতিপালন করিয়া নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত করত গন্ধিনীনাম্নী এক কন্যার সহিত তোমার বিবাহ



দিয়াছিলেন, গন্ধিনী তাদৃক্ রূপবতী না থাকা প্রযুক্ত তোমার অপ্রেয়সী ছিল। এই কারণে তোমার মাতৃষ্বসা নানানুসন্ধান করিয়া প্রমদার সহিত পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন। তুমি প্রমদাকে প্রাপ্ত হওয়াবধি তাহারি বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা তাহার নিকটে থাকিতে। কিয়দ্দিবসান্তে একদা প্রমদার সহিত সরোবরে জলক্রীড়ার্থে গমন করিলে, দৈবাধীন এক দিগম্বর সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইয়া অসম্মান প্রাপ্তে রাগান্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। সেই কারণে তোমার মৃত্যু হয়, পরে ধনপতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।' এই সকল পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত আমার নিকট বিস্তারক্রমে বর্ণন করত আমার হস্তে একটী বংশী প্রদান করত কহিলেন,' তুমি এই বংশী লইয়া চন্দনবনে সত্বর গমন কর। তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্রে একটী পক্ষিণী আসিয়া তোমার স্কন্ধোপরি বসিবে এবং তোমার করস্পর্শমাত্রই সে শাপ বিমুক্তা হইয়া স্বদেহ প্রাপ্ত হইলে, তুমি সেই প্রমদাকে প্রাপ্ত হইবে।' তদনন্তর যোগীবর গন্ধিনীর বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।" প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রিয়তম! যদি আপনি শ্রমবোধ না করেন, তাহা হইলে গন্ধিনীর বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া আমার শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করুন্।"

তখন শ্রীমন্ত কহিলেন," প্রিয়ে! সন্ন্যাসীর নিকট যাহা

শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা সমুদায় বর্ণনা করিতেছি। পূর্ব্ব জন্মে যোগী অভিসম্পাত করিয়া অন্তর্হিত হইলে গন্ধিনী রন্ধন প্রস্তুত করিয়া আমাদিগের অনুসন্ধানে সরোবর নিকটে আসিয়া আমার মৃত কলেবর দর্শন ও তোমার অদর্শনে কাতরা হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করিলে যোগীবর পুনরায় তথায় উপস্থিত হইয়া আমাদিগের বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাত করিলেন। গন্ধিনী যোগীবরের পদতলে পতিতা হইয়া কহিতে লাগিলেন,' হে প্রভো! আমার কোন উপায় নাই। আমি কুরূপা রমণী বলিয়া কখনই স্বামি-সোহাগিনী হইতে পারি নাই। স্বামী আমার প্রতি বৈরক্তি ভাব প্রকাশ করিলে আমার মনোমধ্যে কখন দুঃখ হইত না। সর্ব্বদা স্বামিশুশ্রূষায় তৎপর থাকিতাম, পতির প্রিয় বস্তু কখনই অপ্রিয় জ্ঞান করি নাই, জ্ঞান হওয়াবধি বিরুদ্ধভাবে পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই। হে প্রভো! আমি চিরদুঃখিনী. আমার প্রতি কোন্ অপরাধে বৈধব্যরূপ গুরু দণ্ড বিধান করিতেছেন? আমি আপনার নিকট কোন অপরাধিনী নহি. অতএব আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া এই জন্মে পতিপ্রাপ্তির বর প্রদান করুন, নতুবা আমি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলে স্ত্রীহত্যার-ভাগী আপনাকেই হইতে হইবেক।' তখন যোগীবর গন্ধিনীর প্রতি সদয় হইয়া কহিলেন, ' তুমি গঙ্গাসাগরসঙ্গমে যে কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে জন্মান্তরে তাহাই সিদ্ধ হইবেক।' এই কথা



শ্রবণমাত্রে গন্ধিনী যোগীবর নিকটে বিদায় হইয়া গঙ্গাসাগর সমীপে গিয়া কামনা করিলেন, যে আমি পরজন্মে পরম সুন্দরী কামিনী, পতিসোহাগিনী, জাতিস্মরা হইয়া জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক এই পতিকেই পুনঃ প্রাপ্ত হইব, ইহা মানস করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সম্প্রতি সেই গন্ধিনী রামনগরে ভদ্রসেন রায়ের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার নাম নলিনী। সম্প্রতি আমি তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। যোগিপ্রমুখাৎ যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা এই সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।"

প্রমদা শ্রীমন্তের নিকট গন্ধিনীর বিবরণ শ্রবণমাত্রে মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিতা হইলে, শ্রীমন্ত তৎক্ষণাৎ ক্রোড়ে লইয়া দেখিলেন যে প্রেয়সীর নিশ্চয় মৃত্যু হইয়াছে। হঠাৎ এবম্বিধ ব্যাপার দর্শনে শ্রীমন্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, তৎশ্রবণে রামনাথ অতিবেগে নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ভাই! রোদন করিতেছ?" শ্রীমন্ত বলিলেন "যাহা হইয়াছে তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর, আমি আর অধিক কথা বলিতে অক্ষম।" রামনাথ এই সকল বিস্ময়জনক ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিলেন," বুঝি গন্ধিনীর ব্যাপার ইহাকে শ্রবণ করাইয়াছ তজ্জন্যই এরূপ ঘটনা হইল।" শ্রীমন্ত কহিলেন ভাই," অন্য কথার আবশ্যকতা নাই, আমি বুঝিলাম যে এই স্থানে আমার

নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিল, তুমি আমার পরম বন্ধু, অতি সত্বর একটী অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া দেও, যে আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া এসকল যন্ত্রণা দূর করি, আর তুমি স্বদেশে গমন করিয়া আমার পিতামাতার চরণে এ হতভাগার কোটি কোটি প্রণাম জানাইয়া কহিবে যে তোমাদিগের শ্রীমন্ত জন্মের মত বিদায় হইয়া অগ্নি প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইবেন। তখন তুমি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিবে আর আমার ভগিনীকে তাঁহাদের নিকটে সর্ব্বদা রাখিবে, যেহেতু তাহাকে দেখিলেও অনেক শোকশান্তির সম্ভাবনা। এইক্ষণে তুমি ভিন্ন তাঁহাদিগের অন্য উপায় নাই, যাহাতে তাঁহারা কোন ক্লেশ না পান তাহা করিবে।" এই বলিয়া শ্রীমন্ত খেদ করিতে লাগিলেন "হা বিধাতঃ! আমার জন্যে কঠোর ব্রত করিয়া তাঁহারা শোকসন্তাপক এই হতভাগ্য সন্তান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! আমি অতি পাষণ্ড, আসিবার সময় পিতামাতার চরণ দর্শন না করিয়া আসিয়াছিলাম, এইক্ষণ তাহারই প্রতিফল প্রাপ্ত হইতেছি। হা মাতঃ! হা পিতঃ! হা প্রিয়তমে ভগিনি! তোমাদিগকে আমি এ সময় দেখিতে পাইলাম না! এজন্মের মত ডাকিতেছি আর ডাকিব না।" এইরূপ নানা প্রকার শ্রীমন্তের বিলাপ শ্রবণে রামনাথ অধৈর্য্য হইয়া



সজল-নয়নে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "শ্রীমন্ত স্থির হও, একটা সামান্যা মায়াবিনী পক্ষিণীর নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করা অবিধেয়। তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করিলে আমি পুনর্ব্বার যে স্বদেশে গমন করিব এমত বিবেচনা করিও না। এইক্ষণে আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তাহার উত্তর করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা কর।" শ্রীমন্ত কহিলেন, "তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে, তাহা শীঘ্র জিজ্ঞাসা কর, আমার আর অপেক্ষা নাই, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে।" রামনাথ কহিলেন, "যখন আমরা এই স্থানে আগমন করি তখন পথিমধ্যে কৃষকেরা ও ধীবরগণ কহিয়াছিল চন্দনবনে যে প্রবেশ করে তাহাকে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না। সেই সকল কথা এইক্ষণে সত্য বোধ হইতেছে, যে হেতু সেই কালরূপিণী পক্ষিণী কুহক-প্রভাবে কখন ব্যাঘ্রী, কখন মানবী, কখন বা পক্ষিণী এই প্রকার নানা রূপ ধারণ করিয়া আগন্তুক ব্যক্তিদিগের বুঝি প্রাণ নষ্ট করে। যাহা হউক ধীমান ব্যক্তিদিগের এতাদৃশ কাতরতা প্রকাশ করা অবিধেয়। যে মাতা দশমাস গর্ব্ভে ধারণ করত নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, আর যে পিতা স্নেহসহকারে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মমতা পরিত্যাগ করিয়া একটা সামান্যা মায়াবিনী বনচারিণী কামিনীর নিমিত্ত এরূপ অধৈর্য্য হওয়া তোমার পক্ষে অতিশয়

নিন্দনীয়। এইক্ষণে স্বদেশে গমন করিয়া পিতামাতার সুখ সম্পাদন করা তোমার অত্যন্ত আবশ্যক।” শ্রীমন্ত এই কথা শ্রবণ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভুতলে পতিত হইলেন। রামনাথ শ্রীমন্তের এতদবস্থাবলোকন করিয়া মনে করিলেন যে এ এক প্রকার ভালই হইল, কেননা এই অবসরে মায়াবিনীর দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করণানন্তর শ্রীমন্তকে চৈতন্য দান করিয়া নানা প্রকার যত্নের দ্বারা স্বদেশে লইয়া যাইব। এই যুক্তি স্থির করিয়া জ্বলচ্চিতা প্রস্তুত করত প্রমদার মৃত কলেবর লইয়া সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে যেমন নিক্ষেপ করিবেন এমন সময় আকাশপথে জগদীশ্বরী মহামায়ার পরিচারিকা পদ্মাবতী গমন করিতেছিলেন, এই সকল ব্যাপার অবলোকন করত ক্রোধান্বিতা হইয়া ভয়ঙ্কর গম্ভীর গর্জ্জন ও দন্ত-কড়মড় ধ্বনি পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “ওরে দুরাত্মন্! নিপরাধিনী প্রমদার দেহ ধ্বংস করিয়া স্ত্রী-হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিস্? তোর মনে কিছু মাত্র ধর্ম্ম ভয় হইতেছে না?” এইরূপ ঘোরতর দৈববাণী শ্রবণে রামনাথ ভয়ে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া যেমন ভূতলে পতিত হইলেন অমনি শ্রীমন্ত ও প্রমদা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। শ্রীমন্ত প্রমদাকে সচৈতন্যা দেখিয়া যেমন আকাশের চন্দ্র হস্তগত হইল এইরূপ আনন্দিত হইলেন। তদনন্তর প্রমদাকে কহিলেন,



“প্রিয়ে, তোমার চন্দ্রানন দর্শনে আমার মৃতদেহ জীবিত হইল।” এইরূপ কহিতেছেন এমন সময় কিঞ্চিৎ দূরে ধরাশায়ি রামনাথকে দেখিয়া অতি সত্বর ক্রোড়ে লইয়া গতায়ুঃ বিবেচনায় অশ্রুপূর্ণলোচনে বিলাপ করিতে লাগিলেন, “হে সখে! তোমার বাক্য অবহেলা করিয়াছি বলিয়া অভিমানে প্রাণত্যাগ করিয়াছ? আমি অজ্ঞানাবস্থায় যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান কর, নচেৎ আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।” এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে শোকবিহ্বলতা বশতঃ একটা কাষ্ঠখণ্ড লইয়া যেমন মস্তকে আঘাত করিবেন, প্রমদা হস্ত হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন শ্রীমন্ত উন্মত্তের ন্যায় কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন নৃত্য, কখন মূর্চ্ছা, কখন বা চীৎকারধ্বনিপূর্ব্বক রামনাথকে আহ্বান করিতেছেন। পতির এইরূপ দুরবস্থা দর্শনে প্রমদা আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে জগদীশ্বর! এ হতভাগিনীকে অশেষ ক্লেশ দিয়াও তোমার মনে কিঞ্চিৎ করুণা হইল না, তবে আমার পক্ষিণী হইয়া বনমধ্যে ভ্রমণ করাই ভাল ছিল। তদনন্তর প্রমদা পতির হস্ত ধারণপূর্ব্বক মৃদু মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “হে নাথ! রামনাথ যদি জীবিত না হয়, তবে আমাদিগের প্রাণত্যাগ করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু অগ্রে দৈবারাধনা করিয়া দেখা আবশ্যক,

যেহেতু দৈব শক্তিদ্বারা না হইতে পারে এমন কোন কর্ম্মই নাই। প্রমদার মুখ-নির্গত 'রামনাথ' শব্দটী শ্রবণ মাত্রই শ্রীমন্তের জ্ঞানোদয় হওয়ায় কহিলেন, "প্রিয়ে! রামনাথ কি জীবিত হইয়া আমাকে ডাকিতেছে?" প্রমদা পতির আরোগ্য দর্শনে সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! রামনাথ জীবিত হয় নাই, তন্নিমিত্তই কহিতে ছিলাম যে সরোবরে স্নান করিয়া আমরা উভয়ে কোন দেবতার আরাধনা করিলে যদি রামনাথ জীবিত হন তবেই মঙ্গল, নচেৎ এই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আমরা উভয়েই প্রাণত্যাগ করিব।" শ্রীমন্ত এই কথায় সম্মত হইয়া কহিলেন যে, "আমার জননী কাত্যায়নীর আরাধনা ফলে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহারই পূজা করা আবশ্যক, তাহাতেও যদি জীবিত না হয় তবে অগ্নিকুণ্ডে দেহাহুতি প্রদান করিয়া প্রাণ দক্ষিণা দিব।"

তদনন্তর মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া, বন্য কুসুম এবং সরোবর হইতে বিকসিত কোকনদ আহরণ করত অতি ভক্তিভাবে কাত্যায়নীর পূজা করিলেন, তথাপি রামনাথ জীবিত না হওয়াতে মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রজ্জ্বলিত হুতাশন প্রদক্ষিণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে অতি দীনা, ক্ষীণা এক বৃদ্ধা রমণী কতকগুলি চন্দন কাষ্ঠ মস্তকে লইয়া যষ্টি ধারণপূর্ব্বক চন্দনবন হইতে চীৎকার শব্দে রোদন করিতে করিতে রামনাথের নিকটে



আসিয়া কহিতে লাগিল, "আমি বহুকাল তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিয়াছিলাম। এই স্থানে আমার গৃহাদি ছিল, বোধ হয়, রক্ষকাভাবে সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, হায়! এ বৃদ্ধাবস্থায় আমি কোথায় যাইব," এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে রামনাথকে কহিতে লাগিল, "তুই কে রে? এখানে শয়ন করিয়া আমার পথ রোধ করিয়াছিস? তোর কি শয়নের আর স্থান নাই?" এই বলিয়া চীৎকার ধ্বনিপূর্ব্বক যেমন দণ্ডাঘাত করিল তৎক্ষণাৎ রামনাথ গাত্রোত্থান করিয়া বসিলেন, বৃদ্ধাও অন্তর্দ্ধান হইল। এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া শ্রীমন্ত ও প্রমদা বিস্ময় জ্ঞানে কহিতে লাগিলেন, "রামনাথ! তোমাকে গতায়ুঃ দেখিয়া আমরা হুতাশনে প্রবেশ করিতেছিলাম, এমন সময় এক বৃদ্ধা রমণী ঘোরতর নাদ করতঃ তোমার দেহে দণ্ডাঘাত করিবা মাত্র তুমি জীবিত হইলে, বৃদ্ধাও অন্তর্দ্ধান হইল। এই-ক্ষণে এস্থানে আমাদিগের আর তিলার্দ্ধ বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য নহে, স্থানান্তরে যাইয়া সকল কথা কহিব।" রাম-নাথ কহিলেন, "কয়েক দিবস আমাদিগের কাহারও আহার হয় নাই, অতএব আমি বন হইতে কিঞ্চিৎ ফলাদি আহরণ করিয়া আনি, আপনারা এই স্থানে বিশ্রাম করুন্।" শ্রীমন্ত কহিলেন, "তোমার একা যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। যদি যাইতে হয় তবে সকলেই যাইব।"

যেহেতু দৈব শক্তিদ্বারা না হইতে পারে এমন কোন কর্ম্মই নাই। প্রমদার মুখ-নির্গত 'রামনাথ' শব্দটী শ্রবণ মাত্রই শ্রীমন্তের জ্ঞানোদয় হওয়ায় কহিলেন, "প্রিয়ে! রামনাথ কি জীবিত হইয়া আমাকে ডাকিতেছে?" প্রমদা পতির আরোগ্য দর্শনে সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! রামনাথ জীবিত হয় নাই, তন্নিমিত্তই কহিতে ছিলাম যে সরোবরে স্নান করিয়া আমরা উভয়ে কোন দেবতার আরাধনা করিলে যদি রামনাথ জীবিত হন তবেই মঙ্গল, নচেৎ এই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আমরা উভয়েই প্রাণত্যাগ করিব।" শ্রীমন্ত এই কথায় সম্মত হইয়া কহিলেন যে, "আমার জননী কাত্যায়নীর আরাধনা ফলে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহারই পূজা করা আবশ্যক, তাহাতেও যদি জীবিত না হয় তবে অগ্নিকুণ্ডে দেহাহুতি প্রদান করিয়া প্রাণ দক্ষিণা দিব।"

তদনন্তর মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া, বন্য কুসুম এবং সরোবর হইতে বিকসিত কোকনদ আহরণ করত অতি ভক্তিভাবে কাত্যায়নীর পূজা করিলেন, তথাপি রামনাথ জীবিত না হওয়াতে মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রজ্জ্বলিত হুতাশন প্রদক্ষিণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে অতি দীনা, ক্ষীণা এক বৃদ্ধা রমণী কতকগুলি চন্দন কাষ্ঠ মস্তকে লইয়া যষ্টি ধারণপূর্ব্বক চন্দনবন হইতে চীৎকার শব্দে রোদন করিতে করিতে রামনাথের নিকটে



আসিয়া কহিতে লাগিল, "আমি বহুকাল তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিয়াছিলাম। এই স্থানে আমার গৃহাদি ছিল, বোধ হয়, রক্ষকাভাবে সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, হায়! এ বৃদ্ধাবস্থায় আমি কোথায় যাইব," এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে রামনাথকে কহিতে লাগিল, "তুই কে রে? এখানে শয়ন করিয়া আমার পথ রোধ করিয়াছিস? তোর কি শয়নের আর স্থান নাই?" এই বলিয়া চীৎকার ধ্বনিপূর্ব্বক যেমন দণ্ডাঘাত করিল তৎক্ষণাৎ রামনাথ গাত্রোত্থান করিয়া বসিলেন, বৃদ্ধাও অন্তর্দ্ধান হইল। এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া শ্রীমন্ত ও প্রমদা বিস্ময় জ্ঞানে কহিতে লাগিলেন, "রামনাথ! তোমাকে গতায়ুঃ দেখিয়া আমরা হুতাশনে প্রবেশ করিতেছিলাম, এমন সময় এক বৃদ্ধা রমণী ঘোরতর নাদ করতঃ তোমার দেহে দণ্ডাঘাত করিবা মাত্র তুমি জীবিত হইলে, বৃদ্ধাও অন্তর্দ্ধান হইল। এই-ক্ষণে এস্থানে আমাদিগের আর তিলার্দ্ধ বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য নহে, স্থানান্তরে যাইয়া সকল কথা কহিব।" রাম-নাথ কহিলেন, "কয়েক দিবস আমাদিগের কাহারও আহার হয় নাই, অতএব আমি বন হইতে কিঞ্চিৎ ফলাদি আহরণ করিয়া আনি, আপনারা এই স্থানে বিশ্রাম করুন্।" শ্রীমন্ত কহিলেন, "তোমার একা যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। যদি যাইতে হয় তবে সকলেই যাইব!"

প্রমদা কহিলেন যে, "অগ্রে সরোবরে কিঞ্চিৎ জলপানের দ্বারা পিপাসা নিবৃত্ত করিয়া পরে আহারীয় দ্রব্য অন্বেষণ করিব।" এই বলিয়া সকলেই সরোবরে গমন পূর্ব্বক অঞ্জলি করিয়া জলপান করিলেন। পিপাসা শান্তি হইলে অরণ্য মুখে গমন করিতে করিতে একটী মনোহর অট্টালিকা দর্শন করিয়া প্রমদা কহিলেন, "ঐ আমাদিগের বাসভবন দেখা যাইতেছে।" এই কথা শ্রবণে রামনাথ দর্শনোৎসুক হওয়ায় শ্রীমন্ত নিষেধ করিতে লাগিলেন, কারণ এস্থানে আসিয়া আমরা অনেক ক্লেশ পাইতেছি, আর কিছু দেখিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু রামনাথ বিশেষ অনুরোধ করিলে সকলে সম্মতি পূর্ব্বক সেই বাটীতে উপস্থিত হইয়া ক্রমে দ্বিতলে ত্রিতলে আরোহণপূর্ব্বক সুসজ্জিত গৃহ সকল নিরীক্ষণ করত বিস্ময় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এবং বিবেচনা করিলেন যে, এ কোন দেবতার আবাস স্থান হইবেক, নচেৎ এবম্প্রকার সৌগন্ধ মর্ত্তলোকে অসম্ভব। এরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে দেখিলেন, এক গৃহে নানাবিধ ফলমূল প্রস্তুত আছে। এবং পঞ্চাশত ব্যঞ্জন সহিত অতি উত্তম অন্ন এবং ঘৃত দুগ্ধ দধি পায়স প্রভৃতি নানা প্রকার খাদ্য বস্তু তিনখানি নামাঙ্কিত স্বর্ণপাত্রোপরি রহিয়াছে। সেই সকল দ্রব্যের সৌরভ প্রাপ্তে বিস্ময়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে



লাগিলেন, কিন্তু তথায় মনুষ্য মাত্র দেখিতে না পাইয়া মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়াতে শ্রীমন্ত কহিলেন, "এ দেবতার স্থান তাহার সন্দেহ নাই, এই স্থানে বিলম্ব করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। তখন প্রমদা কহিলেন "প্রাণেশ্বর, এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া আমার মনে যাহা হইতেছে, তাহা বলিতে আশঙ্কা হয়; যদি বিশ্বাস করেন তবে শ্রবণ করুন্। পূর্ব্বে যখন আমরা এই স্থানে বাস করিতাম, তৎকালে আমার সপত্নী গন্ধিনী প্রত্যহ এইরূপ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। বোধ হয়, যে দিবস সন্ন্যাসী আমাদিগকে অভিসম্পাত করেন সেই দিবস গন্ধিনী যে অন্নব্যঞ্জনাদি রাখিয়াছিল দৈববশতঃ তদবস্থই আছে। কিন্তু এসকল কথা উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায়, মহাশয়দিগের বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু নামাঙ্কিত স্বর্ণপাত্র দেখিয়া আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে।" তখন উহাঁরা প্রত্যক্ষ করিয়া কহিলেন, "দৈববশতঃ সকলিই হইতে পারে। যাহা হউক এইক্ষণে এখান হইতে আমাদিগের সত্বরে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া সকলে গমনোদ্যোগ করিতেছেন ইতিমধ্যে অন্তরীক্ষ হইতে কে যেন কহিল, "ওহে, তোমরা উপস্থিতান্ন ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? যদি ইহা আহার না কর, তবে তোমাদিগের অতিশয় কষ্ট হইবেক।" এই প্রকার আকস্মিক অমানুষী বাণী শ্রবণপূর্ব্বক সকলে

ভয়ে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছেন,এমন সময় পুনরায় যেন কোন ব্যক্তি সমীপে আসিয়া বলিল, "ওহে, তোমাদিগের ভয় নাই, আহার কর।" তদনন্তর শ্রীমন্ত বলিলেন, "যখন আহারের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ দৈবাজ্ঞা হইতেছে তখন আহার করা অবিহিত নহে।" এই বিবেচনায় তিন জনে আহার করিতে বসিলেন। সেই সকল অপূর্ব্ব দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিতে করিতে শ্রীমন্তের মনে হইতে লাগিল যে এই প্রকার দ্রব্যাদি যেন কোথাও কখন আহার করিয়া থাকিব। প্রমদা কহিলেন, "গন্ধিনীও এইরূপ প্রকার রন্ধন করিতেন।" তদনন্তর আহার অন্তে ভৃঙ্গারস্থ জলে আচমনপূর্ব্বক স্বর্ণপাত্রস্থ তাম্বুলাদির দ্বারা মুখ শুদ্ধি করিয়া সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়া স্বদেশ গমনের পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময় রামনাথ কহিলেন, "যদি কল্য নদীতে ধীবরেরা আগমন করে,তবেইত পার হওয়া যাইবে, যাহা হউক অদ্যকার যামিনী বিনা কষ্টে প্রভাত হইলেই মঙ্গলের বিষয়।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় আকাশমার্গে অকস্মাৎ একটা আলোক দৃষ্ট হওয়াতে সকলে ভাবিতে লাগিলেন যে এ আবার কি ঘটনা উপস্থিত। পরে ক্রমে ক্রমে সেই আলোক নিকটবর্ত্তী হইলে, সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন স্বর্ণমণ্ডিত রথে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় বৃহদাকার একজন তেজস্বী পুরুষ উপবিষ্ট আছেন। তাঁহারি শরীর



হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় তেজোরাশি বহির্গত হইতেছে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে সকলে ভয়ে বিহ্বল হইয়া কম্পিত-কলেবরে রহিলেন। তখন রথ সমীপস্থ হইলে, তেজস্বী পুরুষ রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রামনাথ ও প্রমদার সহিত শ্রীমন্তকে ধারণ করিয়া,সেই রথে সংস্থাপন পূর্ব্বক গগনমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্ত ভীত হইয়া তেজস্বী পুরুষের নিকট কহিলেন, "মহাশয় আমাদিগকে রক্ষা করুন্, আমরা মহাশয়ের শরণাগত হইলাম।" তখন সেই তেজস্বী পুরুষ কহিলেন, "তোমাদিগের চিন্তা কি, তোমরা আমার স্নেহের পাত্র, আমা হইতে তোমাদিগের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।" এই কথা কহিতে কহিতে ক্ষণকাল মধ্যে এক স্বর্ণময়ী পুরীতে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই তেজস্বী পুরুষ উহাদিগকে লইয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, সেই স্থানস্পর্শমাত্রে শ্রীমন্তের চিত্ত প্রফুল্ল হইল; মনে করিলেন বুঝি এই স্বর্গ, নচেৎ এবম্প্রকার ভবনাদি মনুষ্যলোকে অসম্ভব। তদনন্তর যেস্থানে মহারাজ পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন, সেই স্থানে ঐ গন্ধর্ব্বদূত মনুষ্যত্রয়ের সহিত উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! চন্দনবন হইতে তাহাদিগকে আনয়ন করিয়াছি, এইক্ষণ কি অনুমতি হয়?" রাজা এই কথা শ্রবণমাত্রে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কৈ, কোথায়

সেই নরযুবা? অগ্রে তাহাকেই আমার হস্তে অর্পণ কর।” তচ্ছ্রবণে শ্রীমন্ত মনে করিলেন, যে এ স্বর্গ নহে, লঙ্কাপুরী, ইনি রাক্ষসরাজ, আমাকে ভক্ষণ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই, নচেৎ আমাদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন কেন? তদনন্তর রাজা বাহুযুগল প্রসারণ করিবামাত্র রাজদূত শ্রীমন্তকে লইয়া রাজার হস্তে অর্পণ করিলে, শ্রীমন্ত ভয়ে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, “হে রাক্ষসেশ্বর! আমাকে ভক্ষণ করিবেন না, আমি জননীর এক মাত্র পুত্র, আমি মহাশয়ের শরণাগত হইলাম, আমি আপনকার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, তবে এই মাত্র জানি চন্দনবনস্থ ভবনে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত ছিল তাহা আমরা তিন জনে ভক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু আমরা ইচ্ছাধীন আহার করি নাই, দৈববাণী হইল যে তোমরা আহার কর তাহাতেও আমরা অসম্মত হইলাম, পুনরায় দৈববাণী হইল ‘যদি আমার বাক্য অবহেলা কর তবে তোমাদিগের বিশেষ কষ্ট হইবে,’ অতএব সেই বাক্যানুরোধে আহার করিয়াছি, যদি তজ্জন্য অপরাধী হইয়া থাকি, তবে শরণাগতের প্রতি কৃপাবলোকনপূর্ব্বক মার্জ্জনা করুন্।” গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীমন্তের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, “তুমি কি নিমিত্ত ভীত হইয়া রোদন করিতেছ, তোমার অপরাধও নাই, এবং ভয়েরও



কোন কারণ নাই, মনে করিয়াছ যে আমি রাক্ষস, তোমাকে ভক্ষণ করিব, তাহা নয়, আমার নাম পুষ্পদন্ত-গন্ধর্ব্ব, আমি তোমার মাতামহ, অনেক দিবস দেখি নাই এই কারণে তোমাকে আনাইয়াছি। এইক্ষণে তুমি অগ্রে হস্তদ্বারা আমার চক্ষুর্দ্বয় স্পর্শ কর, তাহার পর সকল কথা জানাইব।” তখন শ্রীমন্ত গন্ধর্ব্বরাজের বাক্যানুসারে যেমন চক্ষু-স্পর্শ করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ব্বরাজ চক্ষুঃপ্রাপ্ত হইয়া সভাপ্রতি দৃষ্ট করত, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রতি একাগ্রচিত্তে ধন্যবাদপ্রদানপূর্ব্বক শ্রীমন্তকে ক্রোড়ে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদনন্তর শ্রীমন্ত রামনাথ ও প্রমদা গন্ধর্ব্বরাজের চরণে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। সভাসদ্গণ গন্ধর্ব্বরাজের চক্ষুদান দেখিয়া কহিতে লাগিল, “জগদীশ্বরের কৃপাতে অদ্য আপনার শাপ-বিমোচন হওয়াতে আমরা কৃতার্থ হইলাম।” তদনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ মনুষ্যত্রয়ের সহিত অন্তঃপুরে রাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজমহিষী রাজার চক্ষুর্লাভ দেখিয়া আহ্লাদে গদ গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, “মহারাজ! অদ্য আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু আপনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এবং আমি দৌহিত্র প্রাপ্ত হইলাম ইহা অপেক্ষা আর কি সুখ হইতে পারে? এইক্ষণে আমার সুকেশার সন্তান কোন্‌টী তাহার পরিচয় প্রদান করুন্।” গন্ধর্ব্বরাজ কহি-

লেন, "তোমার কি স্মরণ হয় নাই? সুকেশা যে মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাঁর নাম এক্ষণে তারাবতী, তৎপুত্র এই শ্রীমন্ত; এই প্রমদা ইহার পত্নী, এই যুবা শ্রীমন্তের ভগিনীপতি।" রাজা এই পরিচয় প্রদান করিলে, শ্রীমন্ত প্রভৃতি সকলে গললগ্নীকৃতবাসে রাজদম্পতীকে প্রণাম করিলেন। রাজ্ঞী বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক সস্নেহে শ্রীমন্তকে ক্রোড়ে করিলেন। প্রমদা ও রামনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তারাবতী প্রভৃতির কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্ত মাতামহীর প্রশ্নানুসারে তৎসমুদয় বিস্তারক্রমে বর্ণন করিয়া গন্ধর্ব্বরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! আমি নরজাতি, গন্ধর্ব্বলোকের রীতি নীতি কিছুই জানি না, কোন্ কথাতে কি দোষ গুণ আছে, তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, যদি অপরাধ গ্রহণ না করেন তবে আমার যে সকল জিজ্ঞাস্য আছে তাহা শ্রীচরণে নিবেদন করি।" গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীমন্তের সুমিষ্ট স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে বৎস! তোমার প্রতি আমি চিরদিনের জন্য অভয় প্রদান করিয়াছি, তুমি কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া যাহা জিজ্ঞাসা করিবে আমি তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করিব।" তখন শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গন্ধর্ব্বেশ্বর! আপনি যে আজ্ঞা করিলেন আমার জননী আপনকার দুহিতা, তবে তাঁহাকে কি জন্য



শাপ দিয়াছিলেন, এবং আপনার চক্ষু অন্ধ হইবারই বা কারণ কি, আমার নিতান্ত শ্রবণেচ্ছা হইতেছে, এই সকল কথা ক্রমে সবিস্তার বর্ণন করিয়া আমার মনের সন্দেহ দূর করিতে আজ্ঞা হউক।" গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "বৎস! তোমার মাতা আমার এই মহিষীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুকেশা নামে বিখ্যাত হন, তিনি বিন্ধ্যাচলে প্রতিদিন শ্রীশ্রীকাত্যায়নীর উপাসনা করিতেন, এক দিবস তিনি দেবীর আরাধনার্থে গমন করিতেছেন এমন সময় আমি তাঁহাকে কোন কার্য্যবশত আহ্বান করায় তিনি আমার বাক্য অবহেলা করিয়া গমন করিলে, আমি ক্রোধে অধীর হইয়া এই শাপ প্রদান করিলাম, 'তুমি আমার বাক্য অবহেলা করিলে, সেই অপরাধে তোমাকে মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।' তখন সুকেশা কাতরা হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, 'হে পিতঃ! লঘু পাপে গুরুদণ্ড, করা পিতার কর্ত্তব্য নহে, যাহা হউক, আপনার অমোঘ বাক্যে আমাকে অবশ্যই মনুষ্যজন্মগ্রহণ করিতে হইবে, তবে এই বর প্রদান করুন্ যে ভগবতী কাত্যায়নী আমার প্রতি প্রসন্না থাকেন।' সুকেশা আমার নিকট এই প্রার্থনা করিলে, আমি তথাস্তু বলিয়া কন্যার শোকে বিহ্বলতা বশতঃ মৌনাবলম্বনে বসিয়া আছি, এমন সময় গর্গমুনি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমি শোকা-

র্ণবে মগ্ন থাকাতে তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই, সুতরাং তাঁহার অভ্যর্থনার ত্রুটি হইলে, মুনিবর ক্রোধান্বিত হইয়া আমাকে বলিলেন, 'ওরে নির্দ্দয় গন্ধর্ব্ব! তুই নিরপরাধিনী আত্ম দুহিতাকে অভিসম্পাত করিয়াছিস্ এবং ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অবমাননা করিলি! এই অপরাধে তুই অন্ধ হইবি।' তখন বজ্রসম নিদারুণ ব্রহ্মশাপ শ্রবণে কম্পিত হৃদয়ে আমি সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অপরাধক্ষমা প্রার্থনা জন্য মুনির চরণে পতিত হইলাম। সেই সময় মুনির চরণযুগল মাত্র একবার দর্শন হইয়াছিল। পরে কিছুই দেখিতে না পাইয়া মুনির চরণ ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। আমার কাতরতা দর্শনে সেই মহাত্মার কিঞ্চিৎ দয়ার উদয় হইল, তিনি আমাকে কহিলেন 'যে আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, কিন্তু তোমার কাতরতা দেখিয়া বরপ্রদান করিতেছি, তুমি যে কন্যাকে অভিসম্পাত করিতেছ, সেই কন্যা মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার গর্ব্ভে যে সন্তান হইবেক, সেই সন্তান যদি তোমার চক্ষুর্দ্বয় হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে, তবেই দিব্য চক্ষুঃ প্রাপ্ত হইবে।' তখন আমি বিনীতভাবে মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে করুণাময়! আমার কন্যার গর্ব্ভে কোন্ মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিবেন এবং আমিই বা কি প্রকারে তাঁহাকে



প্রাপ্ত হইব, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন্। মুনিবর কহিলেন, 'তুমি কৈলাসপর্ব্বতে এক বৎসর দেব দেব মহাদেবের আরাধনা করিলে সমস্ত জানিতে পারিবে,' এই বলিয়া ঋষি অন্তর্ধান হইলেন, তদনন্তর আমি কৈলাস পর্ব্বতে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলাম, ক্রমে সম্বৎসর অতীত হইলে, দেবাদিদেব নন্দিকেশ্বরের সহিত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ওহে গন্ধর্ব্বরাজ! তোমার তপস্যাতে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। এইক্ষণে বর প্রার্থনা কর।' আমি কহিলাম, 'হে প্রভো! যদি এদাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অগ্রে আমার অন্ধত্ব মুক্ত করুন্।' মহাদেব কহিলেন, 'ঋষিবাক্য বিফল হয় না, তাঁহার বাক্যানুসারে তুমি পরে লব্ধচক্ষু হইবে।' তদনন্তর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হে জগদীশ্বর! শাপ প্রভাবে আমার কন্যা সুকেশা মানবী হইয়াছেন, তাঁহার গর্ব্ভে কোন্ মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিবেন যাঁহার করস্পর্শমাত্রে আমি চক্ষুঃপ্রাপ্ত হইব? এবং তিনিই বা মানবজাতি হইয়া কিপ্রকারে গন্ধর্ব্বলোকে আসিবেন? ভক্তের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তদ্বিবরণ কহিতে আজ্ঞা হউক।' তখন ভক্তবৎসল মহাদেব কহিতে লাগিলেন, 'গন্ধর্ব্বরাজ! শ্রবণ করুন্। ইতি পূর্ব্বে কোন সময়ে কৈলাস পর্ব্বতে যক্ষপতি কুবের আমার আরাধনার্থ পুষ্প, মাল্য, চন্দন, ধূপ, দীপ, নানা দ্রব্যাদি

প্রস্তুত করিয়া গঙ্গাজল আনয়নার্থ গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় ইষু নামক যক্ষেরপুত্র ঐ কুবের দৌহিত্র বল্লীক নামা যক্ষ বনিতাদ্বয়ের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া উত্তম মাল্য চন্দন দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া সেই পুষ্প মাল্য গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পর গলদেশে অর্পণ করিলেন, নন্দিকেশ্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে কুবেরের স্থাপিত দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে, তখন কোপান্বিত হইয়া কহিলেন, 'ওরে পাষণ্ডগণ! তোরা যেমন নিজাভিলাষে দেব দ্রব্য অপহরণ করিয়াছিস্ অতএব তোরা মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ কর।' তখন বল্লীক নন্দিকেশ্বরের চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিলেন। নন্দিকেশ্বর কহিলেন, 'তুমি দুই জন্মের পর গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইবে।' এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার কোপে উহারা ভস্মরাশি হইয়া গেল। সেই যক্ষউদ্বীপনী নগরে চিত্রসেন রায় নামক একজন বণিকের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এইক্ষণে তাহার নাম প্রিয়ম্বদ এবং তাহার পত্নীদ্বয় অন্য বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রিয়ম্বদের গৃহিণী হইয়াছে, সেই প্রিয়ম্বদ তোমার কন্যার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া যে রূপে তোমার অন্ধত্ব মুক্ত করিবেক তাহা নন্দিকেশ্বরের দ্বারা সকল জানিতে পরিবে।' এই বলিয়া মহাদেব অন্তর্ধান হইলেন। অতএব হে বৎস, তোমাদিগের যখন যে রূপ



ঘটনা হইয়াছিল, নন্দিকেশ্বরের কৃপাতে আমি সকলি জ্ঞাত আছি। তদনন্তর উদ্বীপনী নগরে তোমরা শাপগ্রস্ত হইলে সেই চন্দনবন এবং তত্রত্য যাবতীয় বস্তু রক্ষকের দ্বারা রক্ষা করিতে দিলাম। সেই স্থানে যে সকল বস্তু দেখিয়াছ সকলি তোমার, আমি স্বকার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত তোমাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছি।"

শ্রীমন্ত সন্ন্যাসীর নিকট চন্দনবনের কথা যাহা শুনিয়াছিলেন গন্ধর্ব্বরাজের প্রমুখাৎ বিস্তারিত সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া গন্ধর্ব্বরাজকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন গন্ধর্ব্বরাজ তুষ্ট হইয়া কহিলেন "হে বৎস! এতদিনের পর আমার পরিশ্রম সফল হইল। এইক্ষণে তুমি যাহা বর প্রার্থনা করিবে আমি তাহাই করিব।" তখন শ্রীমন্ত যাহা যাহা প্রার্থনা করিলেন গন্ধর্ব্বরাজ সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাই প্রদান করিলেন। তদনন্তর শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ পূর্ব্বে আমি যক্ষসন্তান ছিলাম তবে আমার সেই পিতামাতার চরণদর্শন করিতে বাসনা হইতেছে। মহাশয়ের অনুমতি হইলে অনায়াসেই দর্শন হইতে পারে।" গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীমন্তের প্রার্থনামতে এক জন কিঙ্করকে আদেশ করিলেন, "যে তুমি অতিসত্বর ইষু যক্ষকে আমার নিকট আনয়ন কর।" তখন রাজার আদেশমতে দূত ক্ষণকালমধ্যে ইষুযক্ষকে আনয়ন করিল। যক্ষ গন্ধর্ব্বরাজের নিকট আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা

করিলেন,"মহারাজ কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিয়াছেন।" তখন গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীমন্তের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করত কহিলেন"ওহে যক্ষ তুমি ইহাঁদিগকে চিনিতে পার।" তখন যক্ষ কহিলেন " মহারাজ আমি চিনিতে পারিলাম না।" তদনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ পরস্পরের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিয়া পরিচয় প্রদান করিলে শ্রীমন্ত গললগ্নীকৃতবাসে পিতা যক্ষের চরণে প্রণাম করিয়া চরণ ধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন। যক্ষ অপত্যস্নেহবশত শ্রীমন্তকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন ও মস্তকাঘ্রাণ লইয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন " হে পুত্র! আমার সেই পুত্রবধূদ্বয় এইক্ষণে কোথায় আছেন?" তখন শ্রীমন্ত নতশিরা হইয়া বলিলেন, "হে পিতঃ! আমার পত্নীদ্বয়ের মধ্যে ইহারি নাম প্রমদা, ইনি আমার কনিষ্ঠা পত্নী। জ্যেষ্ঠাপত্নী তিনি আমার গৃহে আছেন।" তখন প্রমদা শ্বশুরের চরণ অভিবাদনপূর্ব্বক আপন অবস্থা জ্ঞাত করিলে, সকলে আনন্দিত হইলেন। তদনন্তর শ্রীমন্ত বিনীত ভাবে যক্ষরাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন,"যে আপনকার দর্শনমাত্রে আমি কৃতার্থ হইলাম কিন্তু জননীর শ্রীচরণ দর্শন নিমিত্ত চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে, অনুগ্রহ করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আজ্ঞা হউক।"এমন সময় গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন "ওহে যক্ষ! শ্রীমন্তকে একবার তোমার আলয়ে লইয়া গিয়া উহার বাসনা পূর্ণ কর।" যক্ষ এই কথা শ্রবণ-



মাত্রে " যে আজ্ঞা মহারাজ! আমি আপনার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তবে এইক্ষণে শ্রীমন্তকে লইয়া যাই।" এই বলিয়া যক্ষরাজ উহাদিগের তিন জনকে লইয়া নিজালয়ে গমনানন্তর আপন পত্নীকে ডাকিয়া কহিলেন, " তুমি যে সন্তানের নিমিত্ত সর্ব্বদা রোদন করিয়া থাক, যিনি নন্দিকেশ্বরের অভিসম্পাতে মর্ত্তলোকে গমন করিয়াছেন, তিনি এই তোমার পুত্র বল্লীক।" এই কথা শুনিবামাত্র যক্ষিণী উন্মাদিনী প্রায় হইয়া অতিবেগে আসিয়া দুই জন পুরুষ ও একটী কামিনীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, " হে নাথ! এই দুই জনের মধ্যে কে আমার বল্লীক তাহা আমাকে বল।" তখন যক্ষ কহিলেন " বল্লীক নামে যিনি তোমার পুত্র ছিলেন তিনি এই, ইনি মানব-দেহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমন্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, অপর যে যুবাপুরুষটীকে দেখিতেছ উনি শ্রীমন্তের ভগিনীপতি, আর ঐ মানবী যুবতী তোমার পুত্রবধূদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠা,তোমার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমন্তের গৃহে আছেন।" যক্ষ এইরূপে পরিচয় প্রদান করিলে, শ্রীমন্ত সস্ত্রীক হইয়া ভগিনীপতির সহিত যক্ষিণীর চরণে প্রণাম করিলেন। যক্ষিণী পুত্রবাৎসল্যবশতঃ শ্রীমন্তকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বনাদি করত জিজ্ঞাসা করিলেন, " হে পুত্র, তুমি মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ আছ?" তখন শ্রীমন্ত আদ্যোপান্ত

বিস্তারক্রমে সকল বর্ণনা করিলেন। তদনন্তর যক্ষিণী কহিলেন, "হে পুত্র, আমাকে একবার মাতৃ সম্বোধনে ক্রোড়ে বসিয়া স্তন পান কর, আমি তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি, তুমি ক্ষুধিত হইয়া আমাকে স্মরণ করিবামাত্র স্তন্যদুগ্ধে তোমার উদর পরিপূর্ণ হইবেক, আর এরূপ বল বৃদ্ধি হইবেক যে বহুতর পরিশ্রম করিলেও ক্লেশ বোধ হইবেক না, যুদ্ধে তোমার সর্ব্বদাই জয় লাভ হইবেক, এবং জরা তোমাকে কখনই আক্রমণ করিতে পারিবেক না, আর একটী অঙ্গুরী প্রদান করিতেছি, এই অঙ্গুরীপ্রভাবে যখন যাহা কামনা করিবে তখন তাহাই সুসিদ্ধ হইবেক, অর্থাৎ দেবগণের যাদৃশ ক্ষমতা আছে তোমারও তাহাই হইবেক। যদি কেহ এই অঙ্গুরী অপহরণ করে তথাপি তাহা রাখিতে পারিবেক না, পুনরায় তোমার হস্তেই আসিবেক। হে পুত্র তোমাকে একটী কথা বলিয়া দিই তুমি এইক্ষণে যাঁহার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তিনি পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বদুহিতা ছিলেন, তাঁহার সহ আমি বিন্ধ্যাচলে কাত্যায়নীর আরাধনা করিতাম, কোন কারণবশতঃ তিনি মানবী হইয়াছেন।" তদনন্তর শ্রীমন্ত করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মাতঃ, আমাকে যে অঙ্গুরী প্রদান করিলেন, ইহা কিপ্রকারে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন্।" যক্ষিণী কহিলেন, "বৎস, তবে শ্রবণ কর।



পূর্ব্বে দেবাসুরকর্ত্তৃক ক্ষীর সমুদ্র মন্থন সময়ে লক্ষ্মী উত্থিতা হইলে রত্নাকর সেই কন্যা নারায়ণকে প্রদান করিয়া যৌতুকার্থে এই অঙ্গুরী দিয়াছিলেন। নারায়ণ যত্নপূর্ব্বক আপন হস্তে উহা ধারণ করিলেন। পরে কোন সময়ে নারায়ণ সঙ্কল্প করিয়া লক্ষপদ্ম দ্বারা দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করিতেছিলেন,এমন সময় নারায়ণের ভক্তি বুঝিবার জন্য মহাদেব একটী পদ্ম অপহরণ করিলেন, নারায়ণ তাহা জ্ঞাত হইয়া আপন ললাটস্থ চক্ষুরুৎপাটনপূর্ব্বক মহাদেবের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। তাহাতে মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া পদ্ম চক্ষু প্রদান করায় নারায়ণের পদ্মলোচন নাম হইল এবং এই অঙ্গুরী মহাদেবের চরণে দক্ষিণা স্বরূপে অর্পণ করিলে, মহাদেব অভিলষিত বর প্রদান করিয়া অন্তর্ধান হইলেন। তদনন্তর উমাপতি এই অঙ্গুরী ভগবতীকে প্রদান করেন। সতীর দক্ষালয়ে গমন সময়ে আমার পিতা কুবের মণিরত্নালঙ্কার ও বস্ত্রাভরণের দ্বারা ভগবতীর বেশ ভূষা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে কাত্যায়নী প্রসন্না হইয়া আমার পিতাকে এই অঙ্গুরী প্রদান করেন, পিতা আবার আমার বিবাহ কালে আমাকে যৌতুক দেন, এইক্ষণ আমি তোমাকে অপত্যস্নেহবশতঃ প্রদান করিলাম।" শ্রীমন্ত অঙ্গুরীর ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বিস্ময় জ্ঞানে আপনাকে ধন্য মানিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে মাতঃ, আমার একটী অভি-

লায় হইতেছে, অনুমতি হইলে প্রকাশ করিতে পারি।”
তখন যক্ষিণী কহিলেন “মাতৃনিকটে পুত্র তো অকুতোভয়ে
সকল বিষয় প্রার্থনা করিতে পারে, যদি আমার
সাধ্য হয় তবে অবশ্যই তোমার কামনা সুসিদ্ধ হইবেক।”
শ্রীমন্ত কহিলেন, “হে মাতঃ! আপনকার পিতা কুবেরের
শ্রীচরণ দর্শন করিতে আমার একান্ত মানস হইতেছে।”
যক্ষিণী কহিলেন, “হে বৎস! আমার পিতা তোমার
প্রতি কুপিত ছিলেন এই কারণে এইক্ষণে তাঁহার অভি-
প্রায় না বুঝিয়া তোমাকে লইয়া যাইতে পারি না,
অগ্রে তাঁহার নিকট জানাইলে যে অনুমতি হইবেক
তাহাই করিব, অতএব তুমি কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম কর,”
এই বলিয়া যক্ষিণী কুবেরের নিকট গমনানন্তর বল্লীকের
সংবাদ জানাইলে কুবেরের অনুমতিক্রমে যক্ষিণী
শ্রীমন্তকে লইয়া কুবেরের নিকট উপস্থিত হইলেন।
শ্রীমন্ত গিয়া মাতামহের চরণে প্রণাম করিয়া করযোড়ে
দণ্ডায়মান রহিলেন। যক্ষরাজ আপন দুহিতাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, “বৎসে! ইনি কি তোমার পুত্র বল্লীক?” কুবের-
দুহিতা কহিলেন, “হাঁ! ইনিই আমার সেই পুত্র।”
তখন যক্ষরাজ শ্রীমন্তকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল-বার্ত্তা
জিজ্ঞাসা করণানন্তর কহিলেন, “হে বৎস! তুমি শাপ-
গ্রস্ত হওয়া অবধি আমি অত্যন্ত দুঃখিত ছিলাম, অদ্য
তোমাকে দেখিয়া আমার সে সকল দুঃখ নিবারণ হইল,



বিশেষতঃ গন্ধর্ব্বরাজ তোমাকে যে সমস্ত বর প্রদান
করিয়াছেন এবং তোমার মাতার নিকট যে অঙ্গুরী
প্রাপ্ত হইয়াছ তাহাতে তোমার অভিসম্পাতের যে
ক্লেশ তাহা সকলি নষ্ট হইল, বরপ্রভাবে তুমি মনুষ্য
হইয়াও এইক্ষণ আমাদিগের তুল্য হইয়াছ।” তখন শ্রীমন্ত
কহিলেন, “হে প্রভো! আপনাদিগের প্রসন্নতাতেই আমি
সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছি, এইক্ষণে নন্দিকেশ্বরের শ্রীচরণ
দর্শন করিয়া ধৌতপাপ হইতে ইচ্ছা করিতেছি।” তখন
যক্ষরাজ শ্রীমন্তের সহিত হিমাচলে নন্দিকেশ্বরের নিকটে
উপস্থিত হইয়া প্রণামানন্তর স্তব করিতে লাগিলেন।
স্তবে নন্দিকেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন “শ্রীমন্ত, তোমার
মানব-দেহ সফল হইয়াছে, দেহান্তরে দেবাদিদেব মহা-
দেবের শ্রীচরণ দর্শন পাইবে।” ইত্যবসরে শ্রীমন্তের
পূর্ব্ব পরিচিত সন্ন্যাসী হাস্যবদনে তথায় উপস্থিত হইয়া
কহিলেন, “কি হে শ্রীমন্ত! আমাকে চিনিতে পার?”
শ্রীমন্ত সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন, “প্রভো!
আপনকার কৃপাতে আমি সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছি, যে
হেতু সামান্য মানবজাতি হইয়া স্বর্গধাম পর্য্যন্ত দর্শন
করিলাম, ইহার পর আর কি হইতে পারে।” তদনন্তর
যক্ষরাজ শ্রীমন্তের সহিত নন্দিকেশ্বরের নিকট বিদায়
গ্রহণপূর্ব্বক নিজালয়ে উপস্থিত হইয়া একখানি স্পর্শমণি
শ্রীমন্তের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন “এই মণির

প্রভাবে তোমার ভাণ্ডার রত্ন পূর্ণ থাকিবেক।” ইতিমধ্যে গন্ধর্ব্ব দূত আসিয়া শ্রীমন্তকে কহিল, “মহাশয়, গন্ধর্ব্বরাজ আপনাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র তথায় আগমন করুন্।” এই কথা শ্রবণ করিয়া যক্ষপত্নী সজল-নয়নে পুত্রবধূকে ক্রোড়ে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন “বৎসে! আমার আশীর্ব্বাদে তুমি স্থিরযৌবনা থাকিয়া পতিপ্রিয়া হও।” তদনন্তর শ্রীমন্ত, রামনাথ ও প্রমদা যক্ষদম্পতির চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে যক্ষরাজ নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। তদনন্তর শ্রীমন্ত গন্ধর্ব্ব ভবনে উপস্থিত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজের নিকট সমস্ত নিবেদন করিয়া বাটী গমনের প্রার্থনা করিলে গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন “শ্রীমন্ত,তুমি কখন গন্ধর্ব্ব-সভা দর্শন কর নাই। অতএব অদ্য তাহা উপস্থিত হইয়াছে, চল দেখা যাউক।” এই বলিয়া শ্রীমন্ত রামনাথের সহিত গন্ধর্ব্বরাজ সভা-মণ্ডপে উপস্থিত হইলে সভাস্থ ব্যক্তিগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সভ্যোচিত সৎকার ও অভিবাদন করিলেন। রাজা সিংহাসনোপবিষ্ট হইলে, শ্রীমন্ত রামনাথ রাজার বাম পার্শ্বস্থ নিম্নাসনে উপবেশন করিলেন। সভ্যগণ যথা-স্থানে উপবেশন করিলেন। মনুষ্য দর্শনে সভ্যগণের সংশয়ারূঢ় চিত্ত দেখিয়া গন্ধর্ব্বরাজ কহিতে লাগিলেন, “ওহে সভ্যগণ! এই মনুষ্যদ্বয়ের মধ্যে ইনি আমার



দৌহিত্র। ইনি পূর্ব্বে বল্লীক নামে যক্ষ ছিলেন, নন্দিকে-শ্বরের অভিসম্পাতে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইনি সাধারণ মানব নন, ইহাঁর করস্পর্শে আমার অন্ধত্ব বিনষ্ট হইয়াছে, অদ্য ইহাঁরি সন্তোষার্থে আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি।” এই কথা শ্রবণে সভ্যগণ পর-মাহ্লাদিত হইলেন। তদনন্তর তৌর্য্যত্রিক আরম্ভ হইল, শ্রীমন্ত ও রামনাথ মানব গণের অদৃষ্ট এবং অশ্রুত ব্যাপার শ্রবণ দর্শনে মোহিত হইয়া মনে মনে করিতে লাগিলেন, এ কি দেবমায়া কি স্বপ্ন কিছুই বুঝিতে পারি না, ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হইয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সভা ভঙ্গ হইলে স্ব স্ব স্থানে সকলে গমন করিলেন।

শ্রীমন্ত ও রামনাথকে লইয়া গন্ধর্ব্বরাজ অন্তঃপুরে আসিয়া নিজ নিজ গৃহে সকলে শয়ন করিলেন। শ্রীমন্তের নিদ্রাবেশ হইলে স্বপ্নাবস্থাতে দেখিলেন যেন তাঁহার জননী তারাবতী পুত্রশোকে কাতরা হইয়া বারম্বার মূর্চ্ছিতা হইতেছেন। এই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া শ্রীমন্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলে, ভবনস্থ সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহারা শ্রীমন্তের নিকট আসিয়া দেখিলেন শ্রীমন্ত রোদন করিতেছেন। গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীমন্তকে ক্রোড়ে লইয়া আশ্বাসবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কিনিমিত্ত রোদন করিতেছ?” শ্রীমন্ত মাতামহ বাক্যে

আশ্বাসিত হইয়া স্বপ্ন বিবরণ জ্ঞাত করিলে রাজা কহিলেন "তাহার চিন্তা কি, অদ্য রাত্রিমধ্যেই তুমি স্বভবনে গমন করিতে পারিবে। তুমি সুস্থ হও, আমি উদ্যোগ করিতেছি।" এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া রাজা সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে পদ্মাবতী শ্রীমন্তকে স্বপ্ন দেখাইয়া তারাবতীকে ও স্বপ্ন দেখাইতেছেন। যেন একটী সধবা ব্রাহ্মণকন্যা আসিয়া কহিতেছেন,তারাবতি শীঘ্র গাত্রোত্থান কর, তোমার শ্রীমন্ত সস্ত্রীক হইয়া রামনাথের সহিত আসিতেছে, তুমি মঙ্গলাচরণের দ্রব্যাদি প্রস্তুত কর। তারাবতী এবম্প্রকার স্বপ্ন দর্শনে চকিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধনপতির নিকটে স্বপ্ন কথা প্রকাশ করিলে সওদাগরের আহ্লাদের সীমা রহিল না,তৎক্ষণাৎ অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "তোমরা চণ্ডিকার পূজার আয়োজন এবং দেবালয় সুমার্জ্জিত কর, স্থানে স্থানে,পতাকা ও রসাল,শাখাচ্ছাদিত পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন ও দুইপার্শ্বে কদলীতরু রোপণ কর।" আজ্ঞামাত্রে অমাত্যগণ উদ্যোগ করিতে লাগিল। সীমন্তিনীগণ মাঙ্গলিক দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। সকলে আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়া বিপ্রকন্যাগণের সহিত শ্রীমন্তের আশাপথ নিরীক্ষণ করিতেছেন। কেতকী ও নলিনী যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিতা হইয়াছেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। প্রিয়-



সমাগমে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ জন্মে তাহা মনুষ্য মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কেতকী কহিতেছেন, "অদ্য আমার দিগের নূতন বধূ আসিবে।" একথা শ্রবণ করিয়া নলিনী কহিলেন "হাঁ ভাই, বহুদিবস প্রমদার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।" কেতকী কহিলেন "তাহার সহিত পূর্ব্বে কি তোমার আলাপ ছিল নতুবা তাহার নাম যে প্রমদা তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে।" নলিনী ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, "আমি এইক্ষণে কি বলিব,পরে সকলি জানিতে পারিবে।" এই কথাতে কেতকী নলিনীর বাক্য সত্য কি মিথ্যা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ওদিকে গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীমন্তের নিকট আসিয়া কহিলেন, "তোমারদিগের স্বদেশ গমনের উদ্যোগ সকলি হইয়াছে, এইক্ষণে কিঞ্চিৎ গন্ধর্ব্ববিদ্যা গ্রহণ কর," বলিয়া কতকগুলি মন্ত্র শিক্ষা করাইলেন। এমন সময় ইষু যক্ষ সস্ত্রীক তথায় উপস্থিত হইয়া অপত্যস্নেহবশতঃ শ্রীমন্তকে নানা প্রকার বিদ্যা উপদেশ দিলেন। শ্রীমন্ত উপদিষ্ট হইয়া গন্ধর্ব্বরাজের এবং যক্ষরাজের চরণে প্রণাম করিয়া মাতা ও মাতামহীর চরণ বন্দনানন্তর বিদায় হইলেন। গন্ধর্ব্বরাজ ভৃত্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যে "তোমরা সাবধানপূর্ব্বক ইহাঁদিগকে রাখিয়া আইস।" তৎক্ষণাৎ ভৃত্যগণ রাজাজ্ঞানুসারে শ্রীমন্তকে কহিল, "আপনারা এই প্রস্তরাসনে উপবেশন করিয়া নয়ন মুদ্রিত করুন, আমরা

যখন চক্ষুরুন্মীলন করিতে বলিব তখনি দর্শন করিবেন।” এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ত,রামনাথ এবং প্রমদা আসনে উপবিষ্ট হইলে কিঙ্করগণ সেই প্রস্তরাসন মস্তকে করিয়া শূন্যমার্গে গমন করিল। যক্ষরাজের আজ্ঞানুসারে নানা রত্ন-পরিপূরিত চতুর্দ্দশ খানি অর্ণবপোত অর্ণবপথে প্রেরিত হইল। ক্ষণকাল বিলম্বে যক্ষকিঙ্করগণ তরীসকল রাজঘাটে উপস্থিত করিলে, গন্ধর্ব্বকিঙ্করগণ শ্রীমন্তদিগকে সেই নৌকাতে সংস্থাপিত করিয়া কহিল “মহাশয়েরা দর্শন করুন, স্বদেশে উপস্থিত হইয়াছেন।” তখন তাঁহারা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন যথার্থই দেশে আসিয়াছি, এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যে কি আশ্চর্য্য! ক্ষণ-কাল মধ্যে গন্ধর্ব্বনগর হইতে কি প্রকারে এস্থানে উপ-স্থিত হইলাম, আমরা তো কিঙ্করগণের মস্তকে ছিলাম, কিন্তু এ নৌকা কোথা হইতে আসিল, আমরা তো জল-পথে আসি নাই, তবে কি রূপে এ ঘটনা ঘটিল। এই চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় যক্ষকিঙ্করগণ শ্রীমন্তের মনোগত ভাব বুঝিয়া করযোড়পূর্ব্বক শ্রীমন্তকে কহিতে লাগিল, “মহাশয় চিন্তা করিবেন না, এই চতুর্দ্দশখানি রত্নপূরিত তরী যক্ষরাজ আপনাকে যৌতুক প্রদান করিয়া-ছেন, এসমস্তই আপনকার।” তখন গন্ধর্ব্বকিঙ্করগণ কহিল, “মহাশয়,এ সকলি সত্য, তন্নিমিত্তই আমরা আপনাদিগকে এই তরীতে স্থাপিত করিয়াছি।” এই সকল শ্রবণ করিয়া



শ্রীমন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এই সকল রত্নের বিষয় রাজার কর্ণগোচর হইলে ভূপতি কদাচ লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেন না, অতএব গন্ধর্ব্বরাজকে একবার আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য, এই বলিয়া গন্ধর্ব্বমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। যথা—

ভক্তবৎসল গন্ধর্ব্ব আগচ্ছ মম সন্নিধৌ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপং তদ্দর্শয় কৃপানিধে॥

এই মন্ত্র জপ করিবামাত্র গন্ধর্ব্বরাজ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এত অল্পকালের মধ্যে কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছ বলো, যদি কোন বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা আমি এইক্ষণে নিবারণ করিব।” শ্রীমন্ত কহিলেন, “হে প্রভো! আপনি এবং যক্ষরাজ যে সকল রত্ন আমাকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা মনুষ্য লোকে অপ্রাপ্য, অতএব আমাদের রাজা এ সকল অর্থ দেখিলে বলপূর্ব্বক অপ-হরণ করিতে পারেন, এই আশঙ্কাতে আপনাকে স্মরণ করিয়াছি।” গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, “বৎস! গন্ধর্ব্ববিদ্যা-প্রভাবে তুমি ত্রিলোক জয় করিতে পার এবং সকল মায়া জ্ঞাত হইয়াছ, আমিও তোমার স্মরণাধীন আছি, অতএব তোমাকে পরাজয় কিম্বা তোমার অনিষ্ট করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি ত্রিভুবন মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না, তুমি কোন আশঙ্কা করিও না।

এক্ষণে যক্ষরাজ যে সকল বস্তু তোমাকে দিয়াছেন এবং আমিও যাহা তোমাকে প্রদান করিয়াছি, তাহা একবার অবলোকন করা আবশ্যক." এই বলিয়া গন্ধর্ব্ব-রাজ শ্রীমন্তকে সকল বস্তু দেখাইয়া তাহার প্রত্যেকের গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "রজনী আর অধিক নাই। ঐ দেখ শশধর অবসর লইতেছেন, মহর্ষিগণ স্নানার্থ গমন করিতেছেন, সূর্য্যদেব অগস্ত্যের ন্যায় তিমিরার্ণব পান করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন, বিহঙ্গগণ নিজ নিজ নীড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুমধুরধ্বনি করত স্থানান্তরে প্রস্থান করিতেছে।" এই কথা বলিয়া গন্ধর্ব্বরাজ বিদায় হইলেন। গন্ধর্ব্ব-কিঙ্করগণ রজনী প্রভাত হইলে তোপধ্বনি করিতে লাগিল। সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ঘট্টরক্ষক রাজকিঙ্কর-গণ তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল "তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ, জান না যে রাজাজ্ঞা ভিন্ন এস্থানে নৌকা স্থাপন করিতে পারে না, তোমরা যখন স্বেচ্ছাচারী হইয়া তোপ এবং দামামাধ্বনি করিতেছ বোধ হয় কোন বিপক্ষদল হইবে। ঐ দেখ আগ্নে-য়াস্ত্র পরি-পূরিত পঞ্চদশ খানি রণতরী সুসজ্জিত রহিয়াছে, জীবনের আশা থাকে পলায়ন কর, নতুবা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও। যদি বাণিজ্যার্থে আসিয়া থাক তবে রাজার নিকট উপঢৌকন প্রদান করিয়া অনুজ্ঞাপত্র



প্রাপ্ত হইলে আমরা এস্থানে পোত স্থাপন করিতে দিব। যদি এই দেশস্থ হও, তবে ত্বরায় নিজপরিচয় প্রদান করিয়া পরিত্রাণ পাও।" তখন শ্রীমন্ত কহিলেন "আমরা বিপক্ষদল কি বিদেশী বণিক্ নহি. আমি ধনপতি শ্রেষ্ঠের পুত্র, আমার নাম শ্রীমন্ত, বাণিজ্যার্থে গমন করিয়াছিলাম, এইক্ষণে স্বদেশে আসিয়াছি। তোমরা আমার পিতার নিকট আমাদিগের আগমনবার্ত্তা সত্বর জানাও।" এই কথা শ্রবণ করিয়া রক্ষকগণ অতিবেগে গমন পূর্ব্বক ধনপতির নিকটে সংবাদ জানাইলে ধনপতি আহ্লাদিত হইয়া বন্ধু ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে শ্রীমন্তের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ধনপতিকে দেখিয়া শ্রীমন্ত ও রামনাথ উভয়ে তরী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। শ্রীমন্ত কহিলেন "হে পিতঃ! আমি আপনকার কুসন্তান, আমা হইতে আপনি অনেক ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইক্ষণে সে অপরাধ ক্ষমা করুন্।" তখন দয়াসিন্ধু শ্রীমন্তকে ক্রোড়ে লইয়া নানা প্রকার স্নেহবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর রামনাথকে সান্ত্বনা করিয়া শ্রীমন্তকর্ত্তৃক যে সকল অলৌকিক দ্রব্যাদি আনীত হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করত চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "বৎস! এ সকল দ্রব্যাদি দেখা দূরে থাকুক, কখন এ সকল দ্রব্যের নাম কর্ণেও শ্রবণ করি নাই।" কেহ কেহ রত্নাদি দর্শন করিয়া

চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কেহ কেহ কহিতেছে, শ্রীমন্ত সাধারণ মনুষ্য নহেন, আর না হবেই বা কেন, যাহার প্রতি জগদীশ্বরী মহামায়ার কৃপা আছে তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।" এ কথা শ্রবণ করিয়া সকলে কহিতে লাগিলেন "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন শ্রীমন্ত ও রামনাথ দীর্ঘজীবী হয়, এবং মহামায়ার শ্রীচরণে ভক্তি থাকে।" তদনন্তর দয়াসিন্ধু নববধূকে মহাপালে আরোহণ করাইয়া ক্রমে ক্রমে ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্তের মাতা তারাবতী কেতকী ও জ্যেষ্ঠবধূ নলিনীর সহিত চণ্ডীবাটীতে শ্রীমন্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় দয়াসিন্ধু পুত্র বধূ এবং জামাতার সহিত দেবীর ভবনে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। শ্রীমন্ত ও রামনাথ তারাবতীর চরণে প্রণাম করিলে, তারাবতী আনন্দাশ্রুলোচনে শ্রীমন্তকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ, মুখচুম্বন এবং কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করতঃ নববধূকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। তখন নগরস্থ সকল লোক তারাবতীর ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। তদনন্তর তারাবতী কুলরীত্যনুসারে স্ত্রী-আচারাদি করিয়া শ্রীমন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পুত্র, তোমাকে আমি গর্ব্ভে ধারণ করিয়া ধন্যা হইলাম, এক্ষণে



তোমরা কিঞ্চিৎ আহার কর।" শ্রীমন্ত ভোজনান্তে মাতৃ নিকটে উপবেশনপূর্ব্বক প্রশ্নানুসারে সকলবিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে তারাবতী কহিলেন, "হে বৎস! এই ক্ষণে পিতাগন্ধর্ব্বরাজের চরণ দর্শন করিতে বাঞ্ছা হইয়াছে, যদি তুমি দর্শন করাইতে পার তাহা হইলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।" শ্রীমন্ত কহিলেন "মাতঃ! আপনকার বাক্য আমি শিরোধার্য্য করিলাম, আগামী কল্য যামিনীযোগে গন্ধর্ব্বরাজের দর্শন পাইবেন," এই বলিয়া শ্রীমন্ত জননীকে সান্ত্বনা করিলেন। এদিগে কেতকী বধূদ্বয়কে লইয়া এক গৃহমধ্যে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় নলিনী সজলনয়নে প্রমদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "হে ভগিনি! বহুদিবসের পর তোমার চন্দ্রানন অবলোকন করিয়া অদ্য যে কত আহ্লাদিতা হইলাম তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না।" তখন প্রমদা গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে অতি ভক্তিপূর্ব্বক নলিনীর চরণে প্রণাম করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ?" প্রমদা কহিলেন "ভগিনি, আমি আপনকার চিরদাসী, আপনার শ্রীচরণ সর্ব্বদাই ধ্যান করিয়া থাকি, তবে দুর্দ্দৈববশতঃ কিছু দিবস আমা কর্ত্তৃক আপনি যে ক্লেশ পাইয়াছেন তাহা এ দাসীর প্রতি মার্জ্জনা করিয়া প্রসন্না হউন।" তখন নলিনী কহিলেন, "ভগিনি, উভয়েরি অদৃষ্ট

সমান, তোমার অপরাধ কি ? আপনাপন অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে। সে যাহা হউক, তুমি কিরূপে পতি প্রাপ্ত হইলে তাহা আমার নিকট বর্ণনা কর।” তখন প্রমদা কহিলেন,“মহাপুরুষের অভিসম্পাতে পতি-বিয়োগানন্তর আমি পক্ষিণী হইয়া অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সেই স্থানে বাস করিতেছিলাম। পরে শাপান্ত দিবস উপস্থিত হইলে আমার পতি তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। এইক্ষণে সে স্থানের নাম চন্দন বন হইয়া জনশূন্য হইয়াছে, কিন্তু এই আশ্চর্য্যের বিষয় যে তুমি আমাদিগের নিমিত্ত যে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া রাখিয়াছিলে তাহা পর্য্যবসিত হয় নাই, সদ্যোজাত বস্তুর ন্যায় সুরস ছিল। আমরা তাহাই আহার করিয়া আসিয়াছি। এ সকল তোমার মহিমা ব্যতীত হইতে পারে না। তদনন্তর গন্ধর্ব্বলোকের বিবরণ বর্ণনা করিয়া নলিনীর পতি-প্রাপ্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, নলিনী কহিলেন, “ভগিনি আমি যেরূপে পতি প্রাপ্ত হইলাম তাহা শ্রবণ কর। যোগীবরের অভিসম্পাতে তুমি যখন পক্ষিণী হইয়াছ সেই সময় আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, পতি শবাকারে তথায় পতিত রহিয়াছেন। জ্বলদগ্নিবৎ এক সন্ন্যাসী তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আমি এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে কাতরা হইয়া যোগীবরের চরণ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে



লাগিলে, যোগীবর তোমাদিগের বিবরণ সমস্ত আমাকে জ্ঞাত করিয়া কহিলেন ‘বৎসে! তুমি আর রোদন করিও না, তুমিও সাধ্বী, অতএব ঐ পতি পুনরায় প্রাপ্ত হইবে।’ তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘প্রভো ! কি উপায় দ্বারা আমি পুনরায় ঐ পতি প্রাপ্ত হইব।’ তখন যোগীবর প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করিলেন যে, ‘তুমি গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে যে কামনা করিয়া দেহত্যাগ করিবে তাহাই সিদ্ধ হইবেক।’ তদনন্তর আমি সাগর-সঙ্গমে গমনানন্তর-পতি-কামনায় প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক ভদ্রসেন রায়ের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পতি প্রাপ্ত হইয়াছি।”

সপত্নীদ্বয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, ইতি-মধ্যে শ্রীমন্ত তথায় উপস্থিত হইয়া পত্নীদ্বয়ের সহিত শিষ্টালাপ করিতেছেন, এমন সময় একটী দাসী আসিয়া কহিল “মহাশয়, রাজবাটী হইতে এক জন দূত আসিয়াছে, অতএব কর্ত্তামহাশয় আপনাকে একবার আহ্বান করিলেন।” এই কথা শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ পিতার নিকট উপস্থিত হইলে ধনপতি কহিলেন, “বৎস! মহারাজ তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন, অতএব তুমি অতি সত্বর রামনাথের সহিত রাজদর্শনার্থে গমন কর। যে সকল অমূল্য রত্ন আনিয়াছ তাহার মধ্যে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় লইয়া গিয়া রাজাকে উপঢৌকন প্রদান কর।” শ্রীমন্ত পিতৃআজ্ঞানুসারে উৎকৃষ্ট রত্ন লইয়া রামনাথের সহিত

ধনপতির চরণে প্রণামানন্তর রাজদর্শনার্থে যাত্রা করিলেন। ক্রমে রাজবাটীর দ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র বার্ত্তাবহ রাজার নিকট সংবাদ জানাইলে রাজা তাঁহাদিগকে সভাপ্রবেশের অনুমতি প্রদান করিলেন। বার্ত্তাবহ শ্রীমন্ত ও রামনাথকে লইয়া রাজসভাতে উপস্থিত হইল। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, তৎপার্শ্বে অবিবাহিতা রাজকন্যা বসিয়া আছেন, অমাত্যবর্গ চতুষ্পার্শ্বে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছে, এমত সময়ে শ্রীমন্ত রাজার চরণে প্রণামানন্তর রত্নাদি অর্পণ পূর্ব্বক গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা শ্রীমন্তের রূপলাবণ্য দর্শনে চকিত হইয়া জগদীশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ করত মনে করিলেন যে, এপ্রকার সুরূপ মনুষ্য কখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যদি কোন রাজবংশীয় হইত তবে আমার এই ভুবনমোহিনী কন্যার সহিত বিবাহ দিতাম। রাজা এই প্রকার মনে করিতেছেন, সভাসদগণও শ্রীমন্তের রূপ দর্শনে মোহিত হইয়াছেন, রাজনন্দিনী স্পন্দহীনার ন্যায় একদৃষ্টে শ্রীমন্তের লাবণ্য দর্শন করিতেছেন, রাজকন্যার পরিচারিকা রাজতনয়ার মনের ভাবান্তর দর্শন করিয়া তাঁহাকে অতিসত্বর অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেল। তদনন্তর রাজা শ্রীমন্তকে উপবেশনের অনুমতি প্রদান করিলে শ্রীমন্ত উপবেশন করিয়া রাজার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাজা শ্রীমন্তদত্ত-রত্ন নিজহস্তে লইয়া মনে মনে বিবেচনা



করিতেছেন, এপ্রকার রত্ন আমারও ভাণ্ডারে নাই, এ ব্যক্তি কোন্ স্থানে কি রূপে এই সকল রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা ইহাকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। তদনন্তর রাজা শ্রীমন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সাধুনন্দন! এবম্প্রকার অমূল্য রত্ন কিপ্রকারে কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা সবিস্তার বর্ণন কর।" রাজার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ত মনে করিলেন যে, আমার সকল যথার্থ বৃত্তান্ত গোপন রাখিয়া ছল পূর্ব্বক দৈবশক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি রাজসমীপে এইরূপ প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া শ্রীমন্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মহারাজ! শ্রবণ করুন্। আমি বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত দ্রাবিড় দেশ হইতে পঞ্জাবে গমন করিয়া তিন মাস তথায় অবস্থান করত ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা কিঞ্চিৎ লভ্য হইলে সিংহল দেশে গমন করিলাম। তথায় বিশেষ লভ্য হওয়ায় স্বদেশ আগমনের যাত্রা করিলাম, পোত-আরোহণে আগমন করিতে করিতে চতুর্থ দিবসে সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত ঝটিকা আরব্ধ হইলে নাবিকগণ আমাকে কহিল 'মহাশয় এ বিপরীত ঝটিকা উপস্থিত, আমরা পোতরক্ষণে অসমর্থ হইলাম।' তখন আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া সেই অর্ণব মধ্যে কতকগুলি অলাবু তুম্বী রজ্জু দ্বারা গ্রথিত করিয়া তাহাই অবলম্বনপূর্ব্বক জগদীশ্বরকে স্মরণ করত

সমুদ্র মধ্যে লম্ফপ্রদান করিয়া ভাসিতে লাগিলাম। মহারাজ! এইক্ষণে সে সকল কথা মনে হইলে হৃৎকম্প হইয়া উঠে। তদনন্তর অর্ণবযান সকল সমুদ্রে মগ্ন হইল কি না, তাহা জ্ঞাত নহি। আমি ভাসিতে ভাসিতে কোন্ দিগে কোথায় যাইতেছি তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। পর দিবস বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে কিঞ্চিৎ দূরে একটা বালুকাময় দ্বীপ দৃষ্ট হইল। ক্রমে সেই দ্বীপাভিমুখে যাইয়া স্থল প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু তখন আমার এরূপ সামর্থ্য নাই যে, পাদ বিহরণ করি, কি করি প্রাণরক্ষার জন্যে উরুচালন অবলম্বন করিয়া সেই বালুকাময় দ্বীপে পতিত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সূর্য্যকিরণ দ্বারা শরীর শুষ্ক হইলে গাত্রোত্থান করিয়া চতুর্দ্দিগ অবলোকন করিতে করিতে অনতিদূরে একটী শিশু দেখিতে পাইয়া মনে করিলাম, এ অগম্য দ্বীপের মধ্যে বালক কি প্রকারে আসিল, বোধ হয় ইহারও এইরূপ বিপদ হইয়া থাকিবেক। এই বিবেচনা করিয়া সেই বালকের নিকট যাইয়া দেখিলাম ঐ শিশু হর্ষ-প্রকাশ-পূর্ব্বক মৃত্তিকা খনন করিয়া বহুমূল্য রত্ন সকল স্তূপাকার করিতেছে। আমি নিকটবর্ত্তী হইলে শিশু সহাস্যবদনে আমাকে কহিল, 'তুমি আমাকে একবার ক্রোড়ে কর।' হে মহারাজ! বালকের সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ



প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, আমি তৎক্ষণাৎ বালককে ক্রোড়ে লইবামাত্র আমার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ দূরীভূত হইল। তদনন্তর বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হে বৎস! তুমি অতি শিশু, অসহায় হইয়া একাকী কিরূপে কাল-যাপন করিতেছ? তোমার পিতা মাতা কোথায়?' তখন বালক হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল, 'আমার পিতা মাতা এই জলমধ্যে রহিয়াছেন, আমি তোমার জন্য এই সকল রত্ন প্রস্তুত করিতেছি, তুমি এই সকল বস্তু লইয়া তোমার পিতা মাতার নিকট গমন কর।' তদনন্তর পুনর্ব্বার বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার পিতা মাতাকে একবার আহ্বান কর, আমি তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব।' তখন আমার কথা শ্রবণ করিয়া সামান্য বালকের ন্যায় কহিতে লাগিল, যে 'আমার পিতা কখন জলে, কখন ভূমধ্যে, কখন শূন্যে বিচরণ করেন, ঐ দেখ আমার পিতা আকাশমার্গে গমন করিতেছেন।' এই বলিয়া ধূলি ক্রীড়া করিতে করিতে ভূমধ্য হইতে একটী ফল উত্তোলন করিয়া ভক্ষণ জন্য আমাকে প্রদান করিল। আমি সেই ফলের অর্দ্ধাংশ বালকের হস্তে প্রদান করিবামাত্র আহ্লাদপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল। আমি অর্দ্ধভাগ ভক্ষণ করিয়া বোধ হইল যে অমৃত ভক্ষণ করিলাম, মনুষ্যলোকে

এরূপ কেহ কখন দেখে নাই। এদিগে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন, নিশানাথ উদিত হইয়া অমৃত সিঞ্চনের দ্বারা জগৎস্নিগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ বালক পূর্ণচন্দ্র দর্শনে পরমাহ্লাদিত হইয়া বাল্যক্রীড়া করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি দুইপ্রহর অতীত হইলে বালক আমাকে কহিল, 'ঐ দেখ তোমার অর্ণবযান সকল আসিতেছে।' বালকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কতকগুলি পোত দৃষ্ট হইল, তখন মনে করিলাম কোন বণিক্ বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন কিম্বা যাইতেছেন, সে যাহা হউক, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন আমার উদ্ধারের কোন উপায় নাই, যদি ঐ বণিক্‌গণ নিকটে উপস্থিত হন তবে আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া অবশ্যই লইয়া যাইবেন। আমি এই রূপ চিন্তা করিতেছি তখন সেই বালক আমাকে চিন্তিত দেখিয়া কহিতে লাগিল, 'তুমি যাহা চিন্তা করিতেছ তাহা নহে, তোমারি কয়েকখানি তরী আসিতেছে, রজনী প্রভাতা হইলেই স্বচ্ছন্দে ঐ পোতারোহণে স্বদেশে যাইতে পারিবে।' ক্রমে রজনী প্রভাতা হইলে নৌকা সকল তটে সংলগ্ন হইল, তখন আমি দেখিলাম যথার্থই আমারি সেই তরী, সেই নাবিকগণ আমার সহিত চাক্ষুষ হইবামাত্রই কহিতে লাগিল 'মহাশয়! আপনি সমুদ্রে লম্ফ প্রদান করিলে আমরা আপনার অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছিলাম, এই স্থানে সাক্ষাৎ



পাইলাম, এক্ষণে সত্বর নৌকা আরোহণ করুন্।' তখন আমি সেই বালকের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে বালক কহিল যে, 'তোমার নিমিত্ত যে সকল রত্ন প্রস্তুত করিয়াছি তাহা লইয়া নৌকা পরিপূরিত কর।' আমি বালকের কথানুসারে নাবিকগণকে আজ্ঞা করিলে নাবিকগণ তৎক্ষণাৎ রত্ন সকল লইয়া নৌকায় স্থাপন করিল। তদনন্তর বালক আমার হস্ত ধারণ করিয়া নৌকারোহণ করিলে নাবিকগণ পোত সঞ্চালন করিতে লাগিল। আমরা উভয়ে পোতস্থিত শয্যাতে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাকর্ষণ হইলে ক্ষণকাল মধ্যে পোত সকল মহারাজের ঘাটে উপস্থিত হওয়াতে নাবিকগণ যেমন দামামা ধ্বনি করিল অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখিলাম যথার্থই স্বদেশে আসিয়াছি। এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া সেই বালককে স্তব করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় সেই বালক কহিল 'তোমার চতুর্দ্দশটী তরী রক্ষা কর, আমি স্বস্থানে চলিলাম, তোমার কোন বিপদ উপস্থিত হইলে আমি তোমাকে রক্ষা করিব।' এই বলিয়াই বালক অন্তর্ধান হইল। তদ্দৃষ্টে আমি শোকাকুল হইয়া রোদন করিতেছি, এমন সময় মহারাজের শান্তিরক্ষক উপস্থিত হইয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে শান্তিরক্ষককে পরিচয় প্রদানানন্তর আমি বাটী গমন করিলাম।

পরে মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিবার উদ্যোগ করিতেছি ইতিমধ্যে মহারাজের দূত আমার পিতার নিকট রাজাদেশ জানাইলে পিতা আমাকে তৎক্ষণাৎ মহারাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনে অদ্য আমার মনুষ্য জন্ম সফল হইল।" রাজা শ্রীমন্তের কথা শুনিয়া মন্ত্রীর প্রতি কটাক্ষ করিলেন, এবং শ্রীমন্তকে কহিলেন "এইক্ষণে বাটী গমন কর, সময়ান্তরে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।"

রাজবাটী হইতে শ্রীমন্তের প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া নলিনী ও প্রমদা উভয়ে চিন্তা করিতে লাগিল। এদিগে শ্রীমন্ত রাজসভা হইতে গমন করিলে রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, "বণিক-পুত্র যাহা যাহা বলিল, তাহা সকল সত্য বোধ হইল না; নানাদেশ ভ্রমণে কোন না কোন স্থানে রত্নখনি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে; পাছে অন্য কোন ব্যক্তি জানিতে পারে, এই আশঙ্কা প্রযুক্ত আমাদিগের নিকটে তাহা গোপন করিয়া দৈবশক্তি জানাইয়াছে। যাহাই হউক, এইক্ষণে অন্য অন্য রাজার বণিক্ অপেক্ষা আমার বণিক্ সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ।" তখন মন্ত্রী করযোড় পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ এ অধীন ভয় প্রযুক্ত কোন কথা নিবেদন করিতে পারে নাই। যদি অভয় প্রদান করেন তবে শ্রীচরণে নিবেদন করি।" রাজা কহিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই,



যাহা মনে উদয় হইয়াছে, তাহা আমার নিকট সবিস্তার বর্ণন কর।" মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ বণিক-পুত্র অতিশয় ধূর্ত্ত, বাণিজ্য ছল করিয়া দ্বীপান্তরে কোন রাজার প্রিয় পাত্র হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করত অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।" রাজা কহিলেন, "একথা যুক্তিসিদ্ধ নহে, যে হেতু রাজার প্রাণ সংহার ও সর্ব্বস্বাপহরণ করিলে কি কেহ জানিতে পারিত না? রাজা কি একক থাকিতেন? রাজার নিকট কি প্রহরী, কি কঞ্চুকীগণ থাকিত না? যে রাজার এত ঐশ্বর্য্য তাহার যে কি পর্য্যন্ত ক্ষমতা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে তুমি মনে যাহা করিয়াছ তাহা সকলি অলীক বোধ হইবেক, যাহা হউক, তোমার উদ্দেশ্য কি তাহাই বল, ও ব্যক্তি যেপ্রকারে প্রাপ্ত হউক না কেন?" রাজার এবম্বিধ উক্তি শ্রবণে মন্ত্রী করযোড়পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, যথার্থ; কিন্তু আমার মনে যাহা উদয় হইয়াছে এক্ষণে তাহা নিবেদন করি, শ্রবণ করুন্। সিন্ধুদেশাধিপতি রাজা মানসিংহ অত্যন্ত প্রতাপান্বিত, শৌর্য্যবীর্য্যশালী, যশস্বী, দয়ালু এবং প্রজাবৎসল ছিলেন, প্রজার ধন ও মান বৃদ্ধি বিষয়ে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন; সময়ে সময়ে কর গ্রহণও করিতেন না।

তজ্জন্য অনেক প্রজা ধনবান্ হইয়াছিল। সেই রাজ্য মধ্যে ভীমসিংহ নামক এক ক্ষত্রিয় অধিক পরিমাণে ধনসঞ্চয় করিয়া দুঃখীর ন্যায় কালাতিপাত করিতেন, বিজয় নামে তাঁহার একটী পুত্র বাল্যকালাবধি ধীসম্পন্ন এবং অত্যন্ত বলবান্ ছিল। একদা পিতার নিকট গমন করিয়া কহিল, 'তাত! অদ্য আমি রাজ দর্শনার্থে গমন করিবার ইচ্ছা করিতেছি, আপনার অনুমতি ব্যতীত যাইতে পারি না, অতএব যেরূপ অনুমতি হয়।' ভীমসিংহ কহিলেন, 'বৎস! তুমি কি নিমিত্ত রাজদর্শনের বাসনা করিতেছ।' বিজয় কহিল, মহাশয়, 'রাজ পরিচিত না হইলে ধন কিম্বা মান বৃদ্ধি হইবার কোন উপায় নাই।' তখন ভীমসিংহ পুত্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'অবশ্য তুমি রাজদর্শনে গমন করিতে পার।' পরে রিক্তহস্তে রাজার নিকটে গমন করা অবিধেয় বিবেচনায় কিঞ্চিৎ উপঢৌকন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তখন বিজয়সিংহ কহিল, 'মহাশয় আরও কিঞ্চিৎ দ্রব্যাদি ঐরূপ সজ্জিত করিয়া দিলে ভাল হয়, যে হেতু অগ্রে মন্ত্রীকে সন্তুষ্ট না করিলে মন্ত্রী রাজাকে কুমন্ত্রণা দিতে পারে। আর যদি কিঞ্চিৎ অর্থ তাহাকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমার বাধ্য হইয়া মঙ্গল চেষ্টা করিবেক।' ভীমসিংহ পুত্রের এতাদৃক বাক্য শ্রবণে মনে করিলেন, যে আমার পুত্র যথার্থই



বুদ্ধিমান্, অতএব ইহার পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া রীত্যনুসারে উপঢৌকনের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া লোক সমভিব্যাহারে রাজদর্শনে বিজয়কে প্রেরণ করিলেন। বিজয় ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া বাসস্থান নির্ণয় করত স্নান ভোজনাদি সমাপনানন্তর মন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক রাজদর্শনাভিলাষ জানাইলে মন্ত্রী সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন 'কল্য প্রাতে আমার সহিত আপনি রাজসভাতে উপস্থিত হইবেন, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব, এবং আপনার যদি কোন অভিলাষ থাকে তাহাও সিদ্ধ হইতে পারিবেক।' বিজয় কহিল, 'মহাশয় কর্ত্তা, আমি যাহাতে রাজ পরিচিত হইতে পারি, তাহাই করিবেন।' এই বলিয়া বিজয় মন্ত্রীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বাসস্থানে রজনী অবস্থান করত পর দিবস মন্ত্রীর সহিত রাজ নিকটে উপস্থিত হইয়া উপঢৌকন দ্রব্যাদি সমর্পণ পূর্ব্বক প্রণামানন্তর দণ্ডায়মান হইলে, মন্ত্রী মহারাজের নিকট বিজয়ের সমস্ত পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। 'মহারাজ, আপনার অধীনস্থ প্রজা ভীমসিংহ অতিশয় ধনবান্ ব্যক্তি, ইনি তাঁহারি পুত্র, ইহাঁর নাম বিজয় সিংহ। ইনি নানা বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়াছেন,

এইক্ষণে মহারাজের দর্শনাভিলাষে আগমন করিয়াছেন।' মন্ত্রী এই রূপ পরিচয় প্রদান করিলে রাজা বিজয়ের আকার ও ব্যবহার দেখিয়া উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। বিজয় রাজাজ্ঞানুসারে উপবেশন করিলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কোন প্রার্থনা আছে? বল, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিলে অবশ্যই সফল হইতে পারিবে।' তখন বিজয় করযোড়পূর্ব্বক কহিল, 'মহারাজ, এ অধীনের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী কয়েক খানি গ্রাম আছে, তাহা যদ্যপি আমার অধীনস্থ করিয়া আমার নিকট হইতে বার্ষিক যথোচিত রাজস্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমার বাসনা সিদ্ধ হয়।' মহারাজ বিজয়ের প্রার্থনা জ্ঞাত হইয়া কহিলেন 'যে অবশ্য তুমি অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইবে।' তদনন্তর রাজা মন্ত্রীর প্রতি অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের অনুমতি করিলে, মন্ত্রী লিপি-বদ্ধ করিয়া রাজনামাঙ্কিত করত বিজয়কে অর্পণ করিলেন। বিজয় রাজ সন্নিকটে বিদায় হইয়া গৃহে গমনানন্তর পিতামাতার নিকট রাজসভার বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে বিজয়ের পিতামাতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পরে বিজয় ঐ সকল গ্রাম সুশাসিত করিয়া বর্ষ বর্ষ রাজকর প্রদান করিতে লাগিলেন। বিজয়ের বুদ্ধি কৌশলের দ্বারা ধন বৃদ্ধি এবং প্রজাগণ বাধ্য হইল। তখন বিজয়সিংহ ক্রমে সৈন্য সংগ্রহ



করিতে লাগিলেন। কিছু কাল মধ্যে বিংশতি সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইলে, বিজয় মনে করিলেন, এই ক্ষণে সিন্ধুরাজ্য অনায়াসে হস্তগত করা যাইতে পারে; যে হেতু সিন্ধু নরপতির ষোড়শ সহস্রের অধিক সৈন্য নাই, সুতরাং রাজসৈন্য অপেক্ষা আমার সৈন্যসংখ্যা অধিক, আমিও যুদ্ধ বিদ্যা-বিশারদ; অতএব কোন ক্রমেই রাজা আমার তুল্য-বল নহেন। যদি রাজা আমার সহিত সন্ধি করিয়া অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করেন উত্তম, নচেৎ যুদ্ধে পরাজয় করিয়া সমগ্র রাজ্য হস্তগত করিব। এই মন্ত্রণা স্থির করিয়া সিন্ধুরাজের নিকট এক জন দূত প্রেরণ করিলেন। দূত সিন্ধুরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পুরঃসর বিজয় সিংহের আদিষ্ট মতে কহিতে লাগিল, 'বিজয় সিংহ আমাকে মহারাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। মহারাজ! যদ্যপি বিজয় সিংহকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন, তাহা হইলে কোন বিবাদ উপস্থিত হইবেক না, নচেৎ মহারাজের প্রতিকূলে বিংশতি সহস্র সৈন্য নানা অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেক; ইহাতে মহারাজের যেরূপ অনুমতি হয়।' সিন্ধুরাজ দূতপ্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণ মাত্রে প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'কি! বিজয় শৃগাল হইয়া সিংহ পদবী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে? অতএব

ইহার সমুচিত দণ্ড অচিরকাল মধ্যেই হইবেক, এক্ষণে বিজয়কে যুদ্ধ-সজ্জায় প্রস্তুত থাকিতে কহিবে, আমি অতি সত্বর তাকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিব।' দূত এই কথা শ্রবণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে সিন্ধুরাজ ষোড়শ সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। এ দিকে বিজয় দূতমুখে যুদ্ধ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া সসৈন্যে প্রস্তুত রহিলেন। ক্রমে উভয় দল পরিমিলিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই রূপে সপ্তাহ পর্য্যন্ত অবিশ্রাম যুদ্ধ হইলে পর, বিজয়সিংহের ত্রিসহস্র সৈন্য রণশায়ী হইল, রাজসৈন্য কতক আহত, কতক প্রাণভয়ে পলায়িত হইতে লাগিল। তখন সিন্ধুরাজ অসহায় হইয়া খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক বিজয়ের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পরস্পর অস্ত্র পরিচালনা করিতে লাগিলেন, পরিশেষে অস্ত্রাঘাতের দ্বারা সিন্ধুরাজ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তখন বিজয় কহিতে লাগিলেন, 'মহারাজ! পূর্ব্বে সন্ধি করিলে আপনার এরূপ অবস্থা ঘটিত না, এইক্ষণে যদি কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তবে অধীনতা স্বীকার করা আবশ্যক, নচেৎ রাজ্যচ্যুত হইতে হইবে।' তখন রাজা লজ্জাবশতঃ কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। পুনরায় বিজয়সিংহ কহিলেন, 'মহারাজ! আমি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক আপনকার অর্দ্ধ রাজ্য লইয়া ক্ষান্ত হইলাম, আপনি অর্দ্ধ রাজ্য লইয়া কাল



যাপন করুন্, কিন্তু আমার রাজ্যে কোন বিদ্রোহিতা কিম্বা শত্রুপক্ষ উপস্থিত হইলে সাহায্য করিতে হইবে, এই প্রকার সন্ধি স্থাপন করিয়া স্বরাজ্যে গমন করুন্।' তখন সিন্ধুরাজ তাহাতেই সম্মত হইয়া সন্ধি-স্থাপন করণানন্তর স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। তদনন্তর বিজয় সিংহ ক্রমে বাহুবলে রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অতএব মহারাজ! প্রজাকে কখনই ধনবান হইতে দেওয়া উচিত নহে। এই জন্য নিবেদন করিতেছি যে, যে কোন প্রকারে চতুর্দ্দশখানি তরী হস্তগত করুন্। সাধুতনয়কে সামান্য জ্ঞান করি-বেন না, উহার আকার ও বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া আমার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতেছে।" রাজা কহিলেন, 'হাঁ যাহাতে উহার সমুদয় অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহার সদুপায় চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। তদনন্তর মন্ত্রী কহি-লেন, 'মহারাজ শ্রীমন্তকে কারাবদ্ধ না করিলে কোন প্রকারে পোতস্থ রত্ন সকল সংগৃহীত হইতে পারে না, ঐব্যক্তি তথায় উপস্থিত থাকিলে বুদ্ধি কৌশল এবং অর্থব্যয় দ্বারা নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতা করিবে। অতএব অনুমতি হইলে এইক্ষণে উহাকে কারাগৃহে রাখা যায়।" রাজা তাহাতেই সম্মত হইলে মন্ত্রী শ্রীমন্তকে ফিরাইয়া আনিতে দূত প্রেরণ করিলেন, দূত অতিবেগে শ্রীমন্তের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল,

"মহাশয় আপনাকে রাজমন্ত্রী কোন বিশেষ প্রয়োজনে আহ্বান করিয়াছেন, অতএব সত্বর তথায় আগমন করুন।" শ্রীমন্ত দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন আমি রাজা ও মন্ত্রীর নিকট অনতিবিলম্বে বিদায় গ্রহণে রাজবাটীর প্রান্তভাগে আসিয়াছি, ইতিমধ্যেই আহ্বান জন্যে আমার মনে সন্দেহ জন্মিতেছে, মন্ত্রীর কোন দুরভিসন্ধি থাকিবেই। যাহা হউক, গন্ধর্ব্ব রাজের কৃপাতে ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই, এই ভাবিয়া দূতের সহিত গমন করিলেন। ক্রমে রাজবাটীর মধ্যকক্ষে উপস্থিত হইলে দুষ্ট মন্ত্রী শ্রীমন্তের আশাপথ অপেক্ষা করিতেছিল, অমনি দ্বার-পালকে ইঙ্গিত করিল, দ্বারপাল শ্রীমন্ত ও রামনাথকে ধৃত করিয়া কারাবদ্ধ করিলে শ্রীমন্ত হাস্য করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মন্ত্রী রাজার নিকট সংবাদ জানাইয়া কহিল "মহারাজের অনুমতি হইলে এইক্ষণে আমি স্বয়ং যাইয়া রত্ন সকল আনয়ন করি। মন্ত্রীর প্রতি রাজাজ্ঞা হইলে মন্ত্রী হৃষ্টচিত্তে পোত নিকটে গমন করিতে করিতে ভাবিতেছে, যে সকল উৎকৃষ্ট রত্ন আছে তাহা অগ্রে আপন গৃহে প্রেরণ করিব তাহা হইলে রাজা অপেক্ষা আমার ধন অধিক হইবেক।

এদিকে শ্রীমন্ত কারাগৃহে বসিয়া রামনাথকে কহিতেছেন যে রাজার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে যেহেতু আমাকে



কারাবদ্ধ করিয়া পোতস্থিত রত্ন সকল হরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, এক্ষণে গন্ধর্ব্বরাজকে স্মরণ করা আবশ্যক। তদনন্তর শ্রীমন্ত গন্ধর্ব্বকে স্মরণ করিবামাত্র গন্ধর্ব্বরাজ তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! কিনিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছ?" শ্রীমন্ত কহিলেন "প্রভো, আপনকার প্রদত্ত রত্ন সকল মন্ত্রীর কুমন্ত্রণায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রাজা আমাদিগকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আপনাকে স্মরণ করিলাম।" গন্ধর্ব্বরাজ এই কথা শ্রবণ মাত্র হাস্য করিয়া কহিলেন "দেবতাদের অসাধ্য যে কার্য্য তাহা মনুষ্য কর্ত্তৃক সম্ভাবিত নহে, এইক্ষণে তোমরা বাটী গমন কর, আমি রাজার সমুচিত দণ্ডবিধান করিতেছি।" গন্ধর্ব্বরাজের আজ্ঞানুসারে শ্রীমন্ত ও রামনাথ অলক্ষ্য ভাবে গৃহে গমন করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ ভূপতির দণ্ডবিধানের নিমিত্ত পঞ্চশত গন্ধর্ব্ব-কিঙ্করকে আজ্ঞা করিলেন। কিঙ্করগণ আজ্ঞামাত্র মন্ত্রীর হস্ত পদ স্তম্ভন এবং দৌবারিকগণের গতিরোধ করিয়া রাজভবনে অস্থি মাংস ও শোণিত বৃষ্টি করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে ঘোর রব করিয়া কাহাকেও মুষ্ট্যাঘাত কাহাকেও চপেটাঘাত করিয়া বিকৃত রূপ ধারণ পূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন করাইয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় অন্তর্হিত হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে নগর মধ্যে উল্কাপাত করিয়া নগরস্থ ব্যক্তি-

গণকে বিদ্রাবিত করিয়া তুলিল। এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইলে রাজা কম্পিতকলেবর হইয়া অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন; সাধুতনয়কে কারাবদ্ধ করিয়াই এই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি, এক্ষণে তাহাকে মুক্ত করিলে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারি। এই বিবেচনায় সকলে কারাগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মন্ত্রী তথায় পতিত আছেন, হস্ত পদাদি বিক্ষেপ-শক্তিরহিত, কেবল মাত্র বাক্য কহিতে পারেন। মন্ত্রী রাজাকে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন "মহারাজ! সাধুতনয় সামান্য মনুষ্য নহে, যেহেতু আমি তাহাদিগকে কারাবদ্ধ করিবামাত্র তাহারা যে কোথায় গেল তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না, আমার হস্ত পদ স্তম্ভিত হইয়াছে। মহারাজ! আমার উত্থান শক্তি নাই, এ কেবল আমার কুমন্ত্রণার ফল হইয়াছে।" রাজা কহিলেন, "সে যাহা হউক, এইক্ষণে পরিত্রাণের উপায় স্থির করা কর্ত্তব্য।" তখন সকলে বিবেচনা করিলেন এ সকল দৈবঘটনা ভিন্ন অন্য কিছু নহে, অতএব দেবতার নিকটে আমাদিগের ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া সকলে দেবতার স্তব করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে দৈববাণী হইল "রে পাষণ্ড নির্দ্দয় মহাপাতকি নৃপাধম! তুই নিরপরাধী সাধু-তনয়কে কারাবদ্ধ করিয়াছিলি সেই অপরাধে তোর



এই দুর্গতি হইতেছে। যদি শ্রীমন্তকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপন কন্যা প্রদান করিতে পারিস্ তবে তোর কল্যাণ হইবেক, নতুবা কিছুতেই পরিত্রাণ নাই।" রাজা এই দৈববাণী শ্রবণে কম্পিতকলেবর হইয়া কহিতে লাগিলেন যে "দৈব-আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, আমি তাহাই স্বীকার করিলাম।" রাজা এই কথা কহিবামাত্র গন্ধর্ব্ব-কিঙ্করগণ শাস্তিপ্রদানে ক্ষান্ত হইল। তখন রাজা মন্ত্রীর সহিত রাজসভাতে উপবেশন করিয়া মন্ত্রণা স্থির করিলেন অগ্রে ধনপতির নিকট দূত প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, তাহাতে যদি ধনপতি অসম্মত হন তবে আমিই স্বয়ং গমন করিব।

এদিগে গন্ধর্ব্বরাজ রাজার প্রতি দণ্ড-বিধান পূর্ব্বক শ্রীমন্তের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার শত্রু দমন করিয়াছি, এক্ষণে রাজা তোমাকে কন্যা প্রদান করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তন্নিমিত্ত এক জন দূত আসিতেছে, তোমাকে রাজবাটী গমনের অনুরোধ করিবেক, যদি তুমি তাহাতে অস্বীকার কর তবে রাজা স্বয়ং তোমার নিকটে আসিবেন, অতএব দূতের সহিত তোমার যাওয়া উচিত নহে।" তদনন্তর শ্রীমন্ত কহিলেন, "হে প্রভো! এই নগর-প্রান্তরে সদুর্গ একটী পুরী নির্ম্মিত হইলে আমার বাসনা পূর্ণ হয়।" গন্ধর্ব্বরাজ তথাস্তু বলিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান পূর্ব্বক

পুরীনির্ম্মাণের আদেশ করত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা একরাত্রি মধ্যে পরিখাবেষ্টিত সপ্তকক্ষ-বিশিষ্ট পুরী নির্ম্মাণ করিয়া অর্ণবযান সকল পরিখা জলে স্থাপন করিলেন, সমুদ্রগা নদীর সহিত পরিখার সংযোগ থাকাতে কখন জলকষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিল না, স্বর্ণ রৌপ্যখচিত প্রাসাদমধ্যে অমূল্য রত্ন সকল সংরক্ষিত হইলে ভবনের প্রভাধিক্য হইল, নাগরিক ভবন সকল ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত করিয়া রাজবর্ত্ম মধ্যে স্থানে স্থানে আলোকাধার সংস্থাপিত করিলেন। এই প্রকার পুরী নির্ম্মিত হইলে শ্রীমন্ত গন্ধর্ব্বরাজের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পিতা মাতা বন্ধু বান্ধবের সহিত সেই নূতন ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিগে রাজা মন্ত্রিগণের সহিত যুক্তি করিয়া পত্র লিখিয়া এক বিজ্ঞ অমাত্যকে ধনপতির নিকট প্রেরণ করিলেন। ক্রমে অমাত্য ধনপতির দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দৌবারিকের দ্বারা ধনপতিকে সংবাদ জানাইলে ধনপতি ও শ্রীমন্ত উভয়ে সম্মত হইয়া দূতকে নিকটে উপস্থিত করিতে অনুমতি করিলে, অবিলম্বে দ্বারপাল দূতের সহিত সপ্ত-কক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া যে স্থানে ধনপতি উপবিষ্ট আছেন, তথায় উপস্থিত হইয়া ধনপতিকে যথানিয়মে নমস্কারাদি করিলেন। ধনপতিও যথাযোগ্য সম্মানপুরঃসর আহ্বান করিয়া নিকটে বসাইলেন।



তদনন্তর রাজবাটীর কুশলাদি ও আগমন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে দূত তৎক্ষণাৎ রাজদত্ত পত্রিকা ধনপতির হস্তে অর্পণ করিলেন। ধনপতি পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। যথা—

বাসনা আমার মনে, কুটুম্বিতা তব সনে,
তব সুতে সুতা দিব দান।
দুঃখ না ভাবিয়ে মনে, আসিবে মম ভবনে,
তবে থাকে এজনার মান॥
করিয়াছি অপরাধ, তব সঙ্গে করি বাদ,
সে কেবল দৈবের ঘটনা।
সেই দোষে দোষী আমি, দয়া করি ক্ষম তুমি,
তবে যাবে মনের বেদনা॥
বন্দী করি তব সুতে, যে যাতনা হল তাতে,
বলিতে বিকল হয় প্রাণ।
এখন সদয় হয়ে, তনয় সঙ্গেতে লয়ে,
আসিয়ে করিবে পরিত্রাণ॥

ধনপতি পত্র পাঠান্তে কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বী হইলে রাজদূত মনে করিলেন, বুঝি আমার প্রতি কুপিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তদনন্তর ধনপতি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মহারাজের পত্র পাইয়া আমি বিশেষ বাধিত হইলাম, যেহেতু তিনি আমার পুত্রকে কন্যাদান করিবেন মানস করিয়াছেন, কিন্তু ও বিষয়ে আমার বিশ্বাস হয় না, কারণ মন্ত্রী মহাশয়ের সম্মতি ভিন্ন মহারাজ

কোন কার্য্য করিতে পারেন না, যেহেতু নিরপরাধী মৎপুত্র শ্রীমন্তকে মন্ত্রী মহাশয়ের পরামর্শে মহারাজ কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন, বোধ করি এবারে পিতাপুত্রে আমরা তথায় উপস্থিত হইলে অনায়াসে আমাদিগের প্রাণ সংহার করিতে পারেন। এই আশঙ্কা প্রযুক্ত অধার্ম্মিক মন্ত্রিসেবিত রাজার নিকট যাইতে আমি সাহস করি না।" ধনপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজদূত করযোড় পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন "মহাশয় যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহা সকলি সত্য। মন্ত্রী মহাশয়ের কুমন্ত্রণাতেই আপনকার পুত্রকে কারাবদ্ধ করিয়া মহৎ কষ্ট দিয়াছিলেন। সেই হেতু মহারাজ আপনিও অনেক কষ্ট পাইয়া দেবোদ্দেশে স্তব করিলে দৈববাণী হইল যে "নিরপরাধী সাধুতনয়কে কারাবদ্ধ করিয়াছ সেই অপরাধে তোমার কষ্ট হইতেছে, আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া যত্ন পূর্ব্বক যদি শ্রীমন্তকে কন্যাপ্রদান করত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পার তবে এবিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে; নচেৎ সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা, পরন্তু এই মন্ত্রী সপরিবারে চিরদিন লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিল।" মহারাজ তাহাতে সম্মত হইয়া মহাশয়ের নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, মহাশয় পুত্রের সহিত রাজবভনে গমন করিয়া রাজ্যরক্ষা করিতে আজ্ঞা হয়, আপনি মনে করিলে রাজ্যধ্বংস করিতে পারেন, যেহেতু আপনার



পুত্র শ্রীমন্ত সামান্য মনুষ্য নহেন, ইনি সাক্ষাৎ দেবতা, নররূপ ধারণ করিয়া মর্ত্তলোকে বিচরণ করিতেছেন।" অমাত্যের বাক্যাবসানে ধনপতি কহিলেন "তুমি অদ্য অবস্থান কর, আগামী কল্য যেরূপ হয় বিবেচনা করা যাইবেক।" তদনন্তর ধনপতি রামনাথের প্রতি আদেশ করিলে রামনাথ রাজদূতকে লইয়া বিচিত্র ভবনে অবস্থান করাইয়া সভ্যোচিত সৎকার করিলেন। তদনন্তর ধনপতি অন্তঃপুরে গমন করিয়া তারাবতীর নিকট রাজলিপি প্রদান পূর্ব্বক সমস্ত সংবাদ প্রদান করিলে তারাবতী কহিলেন," নাথ! ইহার পর আর সুখের বিষয় কি আছে? রাজা বৈবাহিক ও রাজকন্যা পুত্রবধূ হইবেন, অতএব যাহাতে একর্ম্ম সত্বর নির্ব্বাহ হয় তাহাই করিবেন।" এদিকে শ্রীমন্ত প্রমদা ও নলিনীর সহিত উপবিষ্ট আছেন, রামনাথ তথায় উপস্থিত হইয়া প্রমদাকে রাজবাটীর সংবাদ জানাইলে নলিনী অতি দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন প্রমদা কহিলেন, "ভগিনি, তুমি অকারণ রোদন করিতেছ, যেহেতু দৈব-আজ্ঞা লঙ্ঘনে কাহারও ক্ষমতা নাই। যাহা দৈবাধীন হইয়া উঠে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। এক্ষণে শোক প্রকাশ করিয়া প্রাণেশ্বরকে লজ্জিত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে।" এই রূপে রজনী অতিবাহিত হইলে পর দিবস প্রাতঃকালে রাজদূত ধনপতির নিকট উপস্থিত

হইল, ধনপতি রাজদূতের হস্তে প্রত্যুত্তর পত্র প্রদান করিয়া কহিলেন"তুমি মহারাজকে আমার নমস্কার জানাইয়া কহিবে, ধনপতি কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে মহারাজের নিকট আসিতে পারেন নাই, সময়ান্তরে সাক্ষাৎ করিবেন।" ধনপতি রাজদূতকে এই কথা কহিয়া বিবিধ পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। অমাত্য বিদায় গ্রহণে রাজবাটী উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট ধনপতির পত্র প্রদানপূর্ব্বক শ্রীমন্তের ঐশ্বর্য্যের যথাসাধ্য বর্ণন করত নীরব হইলে রাজা কহিলেন " তবে আমার স্বয়ং যাওয়াই কর্ত্তব্য। আমি ধনপতির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিব, তাহাতে যদ্যপি না হয় তখন উপায়ান্তর অবলম্বন করা যাইবেক।" এই কথা স্থির করিয়া রাজা পর দিবস অমাত্যগণের সহিত বিচিত্র যানারোহণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে কিঞ্চিদ্দূরে এক নদী দৃষ্টি করত মনে করিলেন আমি কোথায় যাইতেছি, ধনপতির বাটী যাইতে ত নদী পার হইতে হয় না। অমাত্য কহিল, "মহাশয়! এ নদী নহে, গন্ধর্ব্ব-নির্ম্মিত পরিখা, ক্রমে বক্রগতিতে নগর চতুষ্পার্শ বেষ্টিত রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে এক একটা সেতু দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতেই লোকসমূহ গমনাগমন করিয়া থাকে। তদনন্তর রাজা এক সেতু অবলম্বনে প্রথম পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন পরিখার ধারে ধারে



শ্রেণীবদ্ধ নানাবিধ বৃক্ষ ফলফুলশোভিত ও পরস্পর শাখাতে সংলগ্ন হওয়াতে তরুতল সকল রবিকিরণাপ্রাপ্তি বিধায় সুস্নিগ্ধ রহিয়াছে, ষট্‌পদগণ বিকসিত কুসুম নিচয়ে ভ্রমণ পূর্ব্বক গুণ গুণ ধ্বনি করিতেছে, মৃদু মন্দ সমীরণ সুগন্ধ বিস্তার করত সকলের আনন্দ জন্মাইতেছে, বিহগগণ শাখোপরি পক্ক ফল ভক্ষণ করত সুস্বরে গান করিতেছে, মধুমক্ষিকাবৃন্দ পুষ্প সকলের মধু-গ্রহণ করিয়া বৃক্ষ কোটরস্থ নির্ম্মিত মধুচক্রে উপবিষ্ট আছে। রাজা এই সকল মনোরম্য ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া মনে করিলেন এ কোন দেবতার স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। যাহা হউক ইহার সীমাদর্শন করা কর্ত্তব্য, এই বিবেচনা করিয়া যানারোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিগ ভ্রমণ করত প্রস্তরময় ও লৌহময় এইরূপ ক্রমান্বয়ে সপ্তকক্ষ দুর্গ উত্তীর্ণ হইয়া পদব্রজে গমন ও ভবনশোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে বিবিধ বস্ত্র, তন্মধ্যে স্বর্ণ নির্ম্মিত, মনোহর অট্টালিকা নানা রত্ন দ্বারা সুসজ্জিত রহিয়াছে। সেই সকল বস্তুর অনভিজ্ঞতা জন্য স্বরূপ নিরূপণে অক্ষম হইয়া কেবল মাত্র এই বিবেচনা করিতেছেন, কোন কোন গৃহ সীসক ও প্রস্তরে নির্ম্মিত, কোন গৃহ বা গৌরবর্ণ প্রস্তরে অথবা রক্ত ও নীল প্রস্তরে রচিত, মধ্যে মধ্যে স্ফাটিকস্তম্ভ এবং গৃহদ্বার কবাটাদি কুঞ্জরদন্ত অথবা স্বর্ণ-রৌপ্য নির্ম্মিত, গবাক্ষ সকল রত্নজাল জড়িত এবং মুক্তা

হইল, ধনপতি রাজদূতের হস্তে প্রত্যুত্তর পত্র প্রদান করিয়া কহিলেন"তুমি মহারাজকে আমার নমস্কার জানাইয়া কহিবে, ধনপতি কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে মহারাজের নিকট আসিতে পারেন নাই, সময়ান্তরে সাক্ষাৎ করিবেন।" ধনপতি রাজদূতকে এই কথা কহিয়া বিবিধ পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। অমাত্য বিদায় গ্রহণে রাজবাটী উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট ধনপতির পত্র প্রদানপূর্ব্বক শ্রীমন্তের ঐশ্বর্য্যের যথাসাধ্য বর্ণন করত নীরব হইলে রাজা কহিলেন " তবে আমার স্বয়ং যাওয়াই কর্ত্তব্য। আমি ধনপতির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিব, তাহাতে যদ্যপি না হয় তখন উপায়ান্তর অবলম্বন করা যাইবেক।" এই কথা স্থির করিয়া রাজা পর দিবস অমাত্যগণের সহিত বিচিত্র যানারোহণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে কিঞ্চিদ্দূরে এক নদী দৃষ্টি করত মনে করিলেন আমি কোথায় যাইতেছি, ধনপতির বাটী যাইতে ত নদী পার হইতে হয় না। অমাত্য কহিল, "মহাশয়! এ নদী নহে, গন্ধর্ব্ব-নির্ম্মিত পরিখা, ক্রমে বক্রগতিতে নগর চতুষ্পার্শ বেষ্টিত রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে এক একটা সেতু দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতেই লোকসমূহ গমনাগমন করিয়া থাকে। তদনন্তর রাজা এক সেতু অবলম্বনে প্রথম পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন পরিখার ধারে ধারে



শ্রেণীবদ্ধ নানাবিধ বৃক্ষ ফলফুলশোভিত ও পরস্পর শাখাতে সংলগ্ন হওয়াতে তরুতল সকল রবিকিরণাপ্রাপ্তি বিধায় সুস্নিগ্ধ রহিয়াছে, ষট্‌পদগণ বিকসিত কুসুম নিচয়ে ভ্রমণ পূর্ব্বক গুণ গুণ ধ্বনি করিতেছে, মৃদু মন্দ সমীরণ সুগন্ধ বিস্তার করত সকলের আনন্দ জন্মাইতেছে, বিহগগণ শাখোপরি পক্ক ফল ভক্ষণ করত সুস্বরে গান করিতেছে, মধুমক্ষিকাবৃন্দ পুষ্প সকলের মধুগ্রহণ করিয়া বৃক্ষ কোটরস্থ নির্ম্মিত মধুচক্রে উপবিষ্ট আছে। রাজা এই সকল মনোরম্য ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া মনে করিলেন এ কোন দেবতার স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। যাহা হউক ইহার সীমাদর্শন করা কর্ত্তব্য, এই বিবেচনা করিয়া যানারোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিগ ভ্রমণ করত প্রস্তরময় ও লৌহময় এইরূপ ক্রমান্বয়ে সপ্তকক্ষ দুর্গ উত্তীর্ণ হইয়া পদব্রজে গমন ও ভবনশোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে বিবিধ বস্ত্র, তন্মধ্যে স্বর্ণ নির্ম্মিত, মনোহর অট্টালিকা নানা রত্ন দ্বারা সুসজ্জিত রহিয়াছে। সেই সকল বস্তুর অনভিজ্ঞতা জন্য স্বরূপ নিরূপণে অক্ষম হইয়া কেবল মাত্র এই বিবেচনা করিতেছেন, কোন কোন গৃহ সীসক ও প্রস্তরে নির্ম্মিত, কোন গৃহ বা গৌরবর্ণ প্রস্তরে অথবা রক্ত ও নীল প্রস্তরে রচিত, মধ্যে মধ্যে স্ফাটিকস্তম্ভ এবং গৃহদ্বার কবাটাদি কুঞ্জরদন্ত অথবা স্বর্ণরৌপ্য নির্ম্মিত, গবাক্ষ সকল রত্নজাল জড়িত এবং মুক্তা

প্রবাল ও হীরক মণি পদ্মরাগ চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত প্রভৃতি নবরত্নে খচিত। নয়টী দ্বার, তন্মধ্যে নীলকান্ত নির্ম্মিত সিংহাসনে রক্তবর্ণ এক পুরুষ উপবিষ্ট আছেন, তাহার উভয় পার্শ্বে শ্বেত ও পীত বর্ণের দুইটী মনুষ্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে, একজনার হস্তে অসি একজনার হস্তে চর্ম্ম, সিংহাসনের চতুষ্কোণে চারিটী জলযন্ত্র হইতে সুগন্ধবারি উৎপতিত হইয়া ভূমিস্পর্শ মাত্র যেন একগাছি মুক্তাহার প্রস্তুত হইল, সেই গৃহ হইতে অমনি স্ফটিকময়ী দুইটী কামিনী হার গ্রহণার্থে নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র অসি চর্ম্মধারী পুরুষদ্বয় তাহাদিগকে তাড়না করিলে নারীদ্বয়ের মধ্যে একটী পলায়ন করিল, অপরটী সেই হার লইয়া সিংহাসনস্থ পুরুষের গলদেশে অর্পণ করিয়াই প্রস্থান করিল। পরে সেই হার দ্রব হইয়া অদৃশ্য হইলে পুনরায় পূর্ব্বমত হইতে লাগিল।

অপর গৃহে কতকগুলি বানর বসিয়া রহিয়াছে, একটা বিড়াল যন্ত্র বাজাইতেছে, উন্দুরগণ নৃত্য ও গীত করিতেছে; মধ্যে মধ্যে বানরেরা দগ্ধানন বিকৃত ও দন্ত বহিষ্কৃত করিয়া হাস্য করিতে করিতে ভূমিতলে পতিত হইয়া নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গ করিতেছে। তদ্দর্শনে কোন্ ব্যক্তি হাস্য সম্বরণ করিতে পারে? বিশেষ মনোদুঃখ থাকিলেও বানরীয় কৌতুক দর্শনে সকলেরি উৎসাহ ও হাস্য বৃদ্ধি হয়। অন্য গৃহে ঘন



ঘটাচ্ছন্ন হওয়াতে গম্ভীর ধ্বনি হইতেছে; মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দাম প্রকাশ হইয়া কড় মড় শব্দে কর্ণ বধির করিতেছে। কখন সূর্য্যকিরণের ন্যায় প্রকাশ বোধ হয়, কখন বা শিলা সহ বারি ধারা পতিত হইতেছে, অপর গৃহে প্রজ্জ্বলিত পাবক-মধ্যস্থিতা এক রূপবতী কামিনী হস্ত ও মস্তক সঞ্চালন করিয়া সকলকে আহ্বান করিতেছে। রাজা এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছেন এমন সময় একজন দ্বারপাল ধনপতির নিকটে জানাইল অমাত্যগণের সহিত মহারাজ আসিয়া ভবনশোভা সংদর্শন করিতেছেন। ধনপতি এই কথা শ্রবণ মাত্র শ্রীমন্তের সহিত রাজসম্মানার্থ গমন করিতে করিতে দূর হইতে রাজার মলিন বদন দর্শনে ধনপতি মনে করিলেন যে দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। লক্ষ লক্ষ রাজা যাঁহার ভয়ে কম্পিত হয় সেই নরপতি, অদ্য বিনা আহ্বানে আমার ভবনে আগমন করিয়াছেন। হে পরমেশ্বর তুমি সকলি করিতে পার। এই রূপ দুঃখিত মনে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া পিতা পুত্রে রাজার চরণ বন্দনানন্তর বহুবিধ স্তব করত অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পরস্পরের আলিঙ্গনানন্তর শ্রীমন্ত কহিলেন, "মহারাজের দুঃখের কারণ আমি, কিন্তু যথার্থ বিচার করিতে গেলে আমি দোষী নহি, প্রথমে দৈবব্যাপার আপনকার নিকট

জানাইয়াছিলাম। মন্ত্রীর কুমন্ত্রণাতে আমার বাক্যে বিশ্বাস করেন নাই।" রাজা কহিলেন, "বৎস সে কথাতে আর প্রয়োজন নাই। এইক্ষণে তুমি আমার কন্যা ভুবনমোহিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে আমার বাসনা পূর্ণ হয়।" তখন ধনপতি কহিলেন, "বহুকাল আরাধনা করিলে যে চরণ দর্শন পাওয়া যায় না এ অধীন তাহা অনায়াসেই প্রাপ্ত হইল, ইহার অধিক আর কি হইতে পারে। এইক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে, এ অধীনের ভবনে পদার্পণ করিয়া কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়।"রাজা দয়াসিন্ধু ধনপতির সারল্য ও নম্রতা দর্শনে মনে করিলেন যে ইহাদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছিলাম, ইহারা তাহা মনে না করিয়া আমার প্রতি এরূপ সরল ব্যবহার করিবে এমন প্রত্যাশা ছিল না, এইক্ষণে শ্রীমন্তের ভবনে যাওয়াই কর্ত্তব্য। অনন্তর ধনপতি রাজার সহিত স্বভবনে উপস্থিত হইয়া নরপতিকে রত্ন সিংহাসনে বসাইয়া পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করত স্নান ভোজনাদি করাইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "মহারাজ! অদ্য এ অধীনের গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক কল্য প্রত্যূষে রাজধানীতে গমন করিলে ভাল হয়।" তখন রাজা ধনপতির সরল ব্যবহারে এবং স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্যে সম্মত হইলেন। তারাবতী প্রভৃতি সীমন্তিনীগণ গবাক্ষদ্বার হইতে রাজদর্শন



করিতে লাগিলেন। ধনপতি নানাবিধ সুস্বাদু ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা রাজা এবং তৎসঙ্গিগণকে আহার করাইয়া সুকোমল দুগ্ধফেননিভা শয্যাতে মহারাজকে শয়ন করাইলেন। ক্রমে বেলা অবসান হইলে রাজা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধনপতিকে কহিলেন, "আর বিলম্ব কি? আমার শ্রীমন্তকে আনয়ন কর এবং সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলে ভাল হয়, আমি এই মনে স্থির করিয়াছি যে, অদ্যই শ্রীমন্তকে আমি কন্যাদান করিব, অতএব আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। তখন ধনপতি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমনানন্তর তারাবতীকে বিস্তারিত কহিলে, তারাবতী কহিলেন, "অদ্যই বিবাহ কি প্রকারে হইতে পারে; বিশেষতঃ এ বিষয় পিতা গন্ধর্ব্বরাজকে জিজ্ঞাসা করিলে যে রূপ অনুমতি করেন, তাহাই করা যাইবেক।" তারাবতীর এই কথাতে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমন্তকে সমস্ত কহিলে শ্রীমন্ত বলিলেন, "তবে মহারাজ অদ্য রজনী এই স্থানেই অতিবাহিত করুন, আমি গন্ধর্ব্বরাজকে আহ্বান করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করি, পরে কল্য প্রাতে একত্র রাজবাটীতে গমন করা যাইবেক।" ধনপতি শ্রীমন্তের কথাতে সম্মত হইয়া মহারাজের নিকট জানাইলেন যে, "মহারাজ! অদ্য আপনকার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আমার সাধ্য নাই, কিন্তু এ অধীনের বাসনা পূর্ণ করিতে হইবেক অর্থাৎ

অদ্য রজনী প্রভাত এই খানে করিলে এ ভবন পবিত্র হয়, মহারাজ ইহাতে অন্যথা করিবেন না।” রাজা স্বকার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত সুতরাং স্বীকৃত হইলেন। পরন্তু শ্রীমন্ত তারাবতীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন যে, “মাতঃ অদ্য তোমার পিতা গন্ধর্ব্বরাজ এখানে আসিবেন, যদি আপনি তাঁহাকে দর্শন করেন তবে প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন। তদনন্তর রজনী উপস্থিত হইলে শ্রীমন্ত গন্ধর্ব্বরাজকে স্মরণ করিবামাত্র গন্ধর্ব্বরাজ তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছ?” শ্রীমন্ত কহিলেন, “হে প্রভো! এ দাসের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া আমার মাতাকে শ্রীচরণ দর্শন দানে কৃতার্থ করুন্। আর এক নিবেদন আপনকার আজ্ঞানুসারে রাজা এখানে উপস্থিত হইয়া সম্বন্ধের বিষয় প্রস্তাব করিয়াছেন, এইক্ষণে আপনকার যেরূপ অনুমতি হয়।” তখন গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীমন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! তোমার মাতা কোথায় আছেন? আমি অগ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব পশ্চাৎ সকল কথা হইবে। তখন শ্রীমন্ত গন্ধর্ব্বরাজের সহিত তারাবতীর নিকট গমন করিতেছেন, তারাবতী সহসা সূর্য্য কিরণের ন্যায় দূর হইতে তেজোরাশি দর্শনে চকিত হইয়া মনে করিলেন, কি আশ্চর্য্য, গৃহাভ্যন্তরে সূর্য্যকিরণ কখনই দৃষ্ট হয় না



বিশেষতঃ তাহাতে রাত্রিকাল। তারাবতী মনে মনে এই রূপ তর্ক করিতেছেন এমন সময় গন্ধর্ব্বরাজ তারাবতীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন “বৎসে তারাবতি! আমি তোমার পিতা গন্ধর্ব্বরাজ, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।” তারাবতী গন্ধর্ব্বরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুলিত-লোচনে গন্ধর্ব্বরাজের পদতলে পতিত হইলে গন্ধর্ব্বরাজ স্নেহবশতঃ তারাবতীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া উত্তরীয় বসন দ্বারা তারাবতীর মুখ মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। শ্রীমন্ত অমনি রত্ন সিংহাসন প্রদান পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বরাজকে উপবেশন করাইলে তারাবতী পিতার পদসমীপে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দাশ্রু পূরিত লোচনে এক একবার পিতার মুখাবলোকন করত পুনরায় অধোদৃষ্টি করিতেছেন, গন্ধর্ব্বরাজ স্নেহাশ্রু দ্বারা তারাবতীকে অভিষিক্ত করিতেছেন, বহুদিবসান্তে সাক্ষাৎ হওয়াতে অন্তঃকরণে আনন্দাবির্ভাবে উভয়ের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না, এই রূপে উভয়ে ক্ষণকাল মৌনাবলম্বী রহিলেন। পরে গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন “বৎসে! আর রোদনের প্রয়োজন নাই, আমি সর্ব্বদাই তোমার মঙ্গলচিন্তা করিতেছি, তোমাকে অভিসম্পাত করণাবধি আমি সুখী ছিলাম না, তোমাকে অকারণ শাপ প্রদান করিয়া আমিও মুনিশাপে অন্ধ হইয়া ছিলাম,

তোমার গর্ভজাত শ্রীমন্ত হইতে আমার অন্ধত্ব মুক্ত হইয়াছে; সেই হেতু আমি শ্রীমন্তের স্মরণাধীন জানিবে।” এই বলিয়া গন্ধর্ব্বরাজ আরও কহিলেন “বৎসে! মা কাত্যায়নীর প্রসাদে তুমি কখন ক্লেশ পাইবে না।” তারাবতী গদ গদ বচনে পিতাকে কহিতে লাগিলেন, “হে পিতঃ! আপনি কৃপানিধান, কৃপা করিয়া এ অধমা কন্যাকে যে দর্শন দিলেন তাহাতেই কৃতার্থ হইলাম, কিন্তু যে পর্য্যন্ত সেই গর্ভধারিণী জননীর শ্রীচরণ দর্শন না পাইব তদবধি আমার মনের বেদনা দূর হইবে না। হে পিতঃ! এই ক্ষণে আমার মাতা কেমন আছেন? এ দুঃখিনীকে কখন কি স্মরণ করিয়া থাকেন? এবং আমার সঙ্গিনীগণ তাঁহারা সকলেইত স্বচ্ছন্দে আছেন? যক্ষালয়ের ত কুশল? হে পিতঃ! তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ হইতেছে।” তখন গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন “বৎসে! তোমার গর্ভধারিণীরও অভিলাষ যে তুমি সত্বর গন্ধর্ব্বালয়ে গমন কর, কিন্তু আমার অভিপ্রায় এই যে শ্রীমন্ত সসাগরা ধরণীর একাধিপতি হইয়া সকল নরপতি গণের শিরোভূষণের ন্যায় শোভাধারণ পূর্ব্বক যশ ও কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া মেদিনীকে স্বর্গাপেক্ষা গৌরবান্বিতা করত পুত্র পৌত্রাদির সহিত কিছু কাল রাজ্যসুখ ভোগাবসানে গন্ধর্ব্বভবনে গমন করিলে আমি গন্ধর্ব্বরাজ্য শ্রীমন্তকে প্রদান করিয়া দেবদেব মহাদেবের আরাধনার নিমিত্ত



হিমালয়ে গমন করিব, অতএব হে বৎসে! তুমি কিছু দিনের জন্য মর্ত্তসুখ সম্ভোগ কর।” এই রূপ তারাবতীকে সান্ত্বনা করিয়া রাজকন্যার সহিত শ্রীমন্তের পরিণয় বিষয়ে সদুপদেশ দিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বালয়ে গমন করিলেন। পর দিবস প্রাতে ধনপতি মগধেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজের উপদেশানুসারে কহিলেন “মহারাজ! শুভ সম্বন্ধের বিষয়ে আমার কোনই আপত্তি নাই, তবে এই সন্দেহ করিতেছি আমি বণিক্ জাতি, মহারাজ ক্ষত্রিয়, অতএব ক্ষত্রিয়-কন্যা বণিক্‌পুত্রকে প্রদান করিলে অন্য ক্ষত্রিয় রাজগণ অবশ্যই বিপক্ষতাচরণ করিয়া মহারাজের অকলঙ্ককুলে কলঙ্ক ঘটাইতে পারে, অতএব সকল ক্ষত্রিয়গণের সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক শুভকর্ম্ম সম্পাদন করিলেই ভাল হয়। তজ্জন্য নিবেদন করিতেছি মহারাজ অগ্রে রাজধানীতে গমন করিয়া অধীনস্থ রাজগণকে নিমন্ত্রণ পত্রের দ্বারা আহ্বান করুন্। তাঁহারা সকলে উপস্থিত হইলে আমি শ্রীমন্তকে লইয়া মহারাজের ভবনে উপস্থিত হইব।” রাজা ধনপতির বাক্যে সম্মত হইয়া গমনোদ্যোগ-কালে পুনরায় ধনপতিকে কহিলেন “তুমি যাহা কহিয়াছ তাহা সকলি উত্তম, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজাগণ এবিষয়ে যদি অসম্মত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তবে আমি কি প্রকারে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিব।” তখন ধনপতি

কহিলেন "মহারাজ সে বিষয়ে আশঙ্কা করিবেন না, আমার শ্রীমন্তকে আশীর্ব্বাদ করুন্ শ্রীমন্ত একাই সকল সম্পন্ন করিবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা স্ব-ভবনে যাত্রা করিলেন। তদনন্তর রাজবাটীতে আসিয়া কর্ম্মচারিগণের দ্বারা নিমন্ত্রণের পত্র প্রস্তুত করিয়া দূতের দ্বারা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তৈলঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, দ্রাবিড়, মাঘধ, মগধ, ঔড্র, কাশী, কাঞ্চী, এবং অবন্তিকার রাজগণকে নিমন্ত্রণের পত্র প্রেরণ করিলেন, ক্রমে রাজারা নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইলেন।

এ দিকে ঔড্র দেশীয় রাজা দুর্জ্জয় সিংহ পত্র পাঠ করত ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "ওহে মন্ত্রিগণ? কি আশ্চর্য্য! মগধেশ্বর ক্ষত্রিয় হইয়া বণিক্ নন্দনকে আপন কন্যা প্রদান করিবেন তাহারি নিমন্ত্রণের পত্র আসিয়াছে, ইহাতে কি করা কর্ত্তব্য?" তখন মন্ত্রিগণ করযোড় পূর্ব্বক কহিলেন "মহারাজ! আপনি সম্রাট, যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন, আপনার তথায় গমন করা কর্ত্তব্য কি না তদ্বিষয়ে অন্যান্য রাজগণের সহিত পরামর্শ করিলেই ভাল হয়।" রাজা কহিলেন "মগধেশ্বরকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করাই কর্ত্তব্য এবং তাঁহার কন্যাকেও বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া অন্য কোন ক্ষত্রিয় পুত্রকে অর্পণ করা বিধেয়। নতুবা ক্ষত্রিয় জাতির ইহাতে অবমাননা হইবে। অতএব আমার অভিপ্রায়



এই সমস্ত নৃপতিগণের নিকট সমাচার প্রেরণ কর, যেন তাঁহারা সসৈন্যে যুদ্ধ সজ্জাতে সত্বর আগমন করেন।" মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ রাজাজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া সকল রাজগণকে পত্র লিখিলেন। রাজগণ পত্র প্রাপ্ত্যনন্তর অচির কাল মধ্যে সসৈন্যে রাজা দুর্জ্জয় সিংহের সহিত মিলিত হইয়া মগধরাজ্যে উপস্থিতি পূর্ব্বক শিবির স্থাপন করিয়া মগধেশ্বরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত মগধেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! দুর্জ্জয় সিংহ নানাদেশীয় রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া সসৈন্যে মগধদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, আপনার যদি স্বরাজ্য রক্ষা করিবার বাসনা থাকে তবে মহারাজ দুর্জ্জয় সিংহকে কর এবং কন্যা প্রদান করিয়া সন্ধি স্থাপন করুন্ নচেৎ কল্য প্রত্যূষে যুদ্ধ আরম্ভ হইবেক।" মগধেশ্বর এই কথা শ্রবণ মাত্র ভীত হইয়া শ্রীমন্তকে আহ্বান পূর্ব্বক দুর্জ্জয় সিংহের দূতোক্তি সমস্ত জ্ঞাত করাইলে, শ্রীমন্ত সেই দূতকে কহিলেন "যে তোমার রাজাকে কল্য প্রত্যূষে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে কহিবে।" এই বলিয়া দূতকে বিদায় করণানন্তর স্বভবনে আসিয়া গন্ধর্ব্বকিঙ্করগণকে স্মরণ করিবা মাত্র তাহারা তথায় উপস্থিত হইল। শ্রীমন্ত তাহাদিগকে কহিলেন, "কল্য আমার যে সকল বিপক্ষ যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইবে, তাহাদিগের মধ্যে ভূপতি

গণ ভিন্ন কেবল সৈন্য সামন্তের হস্ত পদাদি স্তম্ভন করিবে।” তদনন্তর মগধ সৈন্যাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন “কল্য প্রত্যূষে সকল সৈন্যকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করিয়া রণস্থলে উপস্থিত থাকিবে।” সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীমন্তের আজ্ঞামাত্রই সৈন্যগণ মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, সৈন্য গণ রাত্রি প্রভাত না হইতেই ষষ্টিসহস্র সুসজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তদনন্তর দুর্জ্জয়সিংহ রাজগণের সহিত চতুরঙ্গিণী সেনা বেষ্টিত হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বাগ্‌যুদ্ধ, তদনন্তর অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইলে মহা কোলাহল উত্থিত হইল, তখন শ্রীমন্ত অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সমরাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে মগধসৈন্যগণ ক্রমে পরাভূত হইতেছে, এমন সময় শ্রীমন্ত গন্ধর্ব্বগণকে স্মরণ করিবামাত্র তাহারা অলক্ষ্যরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া এ রূপ চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল যে বিপক্ষগণ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইল। সেই অবকাশে বিপক্ষগণের হস্তপদাদি স্তম্ভন ও অস্ত্রসকল হরণ করিয়া লইল। ক্ষণকাল বিলম্বে সকলে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া দণ্ডায়মান আছে, কিন্তু গতিশক্তি নাই। নরপতিগণ সৈন্যগণের এতদবস্থাবলোকনে নিরুপায় হইয়া অবস্থান করিতেছেন, ইতিমধ্যে ঔড্র দেশাধিপতি দুর্জ্জয়সিংহকে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করত শূন্যমার্গে লইয়া ঔড্রদেশস্থ কারাগারে স্থাপন করিয়া তত্রত্য কারাবদ্ধ ব্যক্তিগণকে মুক্ত করিয়া



দিল। এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া এবং রাজার এইরূপ দুর্গতি দর্শনে কারাগারস্থ রক্ষকগণ ভীত হইয়া মন্ত্রীর নিকট সংবাদ জানাইলে মন্ত্রীবর রাজপুত্রের সহিত কারাগারে আসিয়া ভূপতির ক্লেশদর্শনে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং লৌহ শৃঙ্খল চ্ছেদনের নিমিত্ত কর্ম্মকারকে আনাইয়া নিযুক্ত করিলে কর্ম্মকার শৃঙ্খলস্পর্শ করিবামাত্র তাহার হস্তদ্বয় ঐ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপে যে কোন ব্যক্তি শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টা করিয়াছিল তাহারা সকলে বদ্ধ হইলে নগরমধ্যে জনরব হইয়া উঠিল যে এদেশের সকল ব্যক্তিকেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতেছে, অতএব এস্থান হইতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য ইহা শ্রবণে প্রজাবর্গ পলায়ন করিতে লাগিল। মন্ত্রী এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া মনে করিলেন, এ সকল শ্রীমন্তের মহিমা ভিন্ন অন্য কিছু বোধ হয় না। এইক্ষণে রাজপুত্রের সহিত সেই মহাত্মা শ্রীমন্তের শরণাগত না হইলে মহারাজের উদ্ধারের উপায় নাই। রাজা দুর্জ্জয়সিংহ এই সকল মন্ত্রণা শ্রবণে সম্মত হইয়া মন্ত্রীর সহিত রাজকুমারকে শ্রীমন্তের নিকট যাইতে অনুমতি করিলেন। এদিগে রণক্ষেত্রে সৈন্যগণের দুরবস্থা দর্শনে ভূপতিগণ শ্রীমন্তের শরণাগত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন, এবং আপনাদিগকে অপকৃষ্ট বোধে শ্রীমন্তের নিকট করপ্রদানে স্বীকৃত হইলে শ্রীমন্ত হাস্য করিয়া কহিলেন,

"তোমাদের আর কোন চিন্তা নাই, এবং সৈন্যগণও স্বভাবস্থ হইবে। এক্ষণে সৈন্যগণকে বিদায় করিয়া এই দেশে কিছু দিন অবস্থান কর।" এই কথা বলিবামাত্র সৈন্যগণ যেরূপ অবস্থাতে আসিয়াছিল তাহাই হইলে ভূপতিগণ আপনাপন সৈন্যগণকে স্বদেশে প্রেরণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্তের জয় পতাকা উড্ডীন হইলে রাজা মগধেশ্বর আমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "অদ্য শ্রীমন্তের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হইবেক। অতএব তোমরা পরিণয়োপযোগি দ্রব্যাদি আয়োজন ও সভা প্রস্তুত করিয়া শ্রীমন্তের সহিত ধনপতিকে আনয়ন কর, এবং রাজগণকে সভাস্থ হইবার সংবাদ জানাও।" কর্ম্মচারিগণ মহারাজের আজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্রে সমস্ত প্রস্তুত করিল। প্রদোষ সময়ে ধনপতি শ্রীমন্তের সহিত রাজসভাতে উপস্থিত হইলেন। ভূপতিগণ সভাস্থ হইলে মগধেশ্বর আপন কন্যা ভুবনমোহিনীকে বেদ-বিধানানুসারে শ্রীমন্তকে অর্পণ করিলেন। শ্রীমন্ত রাজবালার সহিত বাসরগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ ধনপতিকে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক বিচিত্র ভবনে অবস্থান করাইলেন। ভূপতিগণকে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা ভোজন করাইয়া বিদায় করিলে রাজগণ আপনাপন বাসস্থানে গিয়া অবস্থান করিলেন।



পর দিবস প্রাতঃকালে শ্রীমন্ত গাত্রোত্থান করত প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে রাজনিকটে বাটীগমনের প্রার্থনা জানাইলে রাজা পুরোহিত ও অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া শুভক্ষণে শ্রীমন্তকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে ভূপতিগণ ঐ নবভূপতিকে কর প্রদান করণ মানসে সভাস্থ হইয়াছেন, এমন সময় দুর্জ্জয়সিংহের পুত্র চেত সিংহ মন্ত্রীর সহিত শ্রীমন্তের নিকট উপস্থিত হইয়া করযোড় পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "আমাদিগের মহারাজ দুর্জ্জয়সিংহকে রক্ষা করুন।" তখন শ্রীমন্ত কহিলেন, "আমি বণিক্‌জাতি, দুর্জ্জয়সিংহ ক্ষত্রিয়, মহাশৌর্য্যবীর্য্যশালী, তাঁহাকে রক্ষা করা আমার সাধ্য নহে। যদি আপনারা মহারাজ মগধেশ্বরের নিকট গললগ্নীকৃতবাস হইয়া এই ভূপতিগণ সমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে পরিত্রাণ পাইতে পারেন নচেৎ অন্য কোন উপায় নাই।" এই আজ্ঞা শ্রবণে চেতসিংহ কহিলেন "আমার পিতাকে যে ব্যক্তি স্পর্শ করে তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তিও সেই দশা প্রাপ্ত হয়, অতএব কি প্রকারে তাঁহাকে এখানে আনয়ন করা যায়।" এই বলিয়া শ্রীমন্তের পদতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্ত স্বভাবতঃ দয়ালু, চেতসিংহের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কহিলেন যে, "তুমি কিঞ্চিৎকাল অবস্থান কর, তোমার পিতা ক্ষণকাল মধ্যে এই সভাস্থ হইবেন।"

তদনন্তর শ্রীমন্ত গন্ধর্ব্ব-কিঙ্করগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা দুর্জ্জয়-সিংহকে শূন্যমার্গে আনয়ন করিয়া মগধেশ্বরের পদতলে সংস্থাপন কর।" গন্ধর্ব্ব-কিঙ্করগণ ক্ষণকালমধ্যে সেই শৃঙ্খলবদ্ধ রাজা দুর্জ্জয়-সিংহকে আনিয়া মগধেশ্বরের পদতলে সংস্থাপন করিল। ভূপতিগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে চকিত ও ভীত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্ত ভূপতিগণকে অভয় প্রদান করিয়া মগধেশ্বরকে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! এই ব্যক্তির নাম রাজা দুর্জ্জয়সিংহ, ইনিই এই সকল নরপতিগণের অধীশ্বর ছিলেন, ইনি অত্যন্ত অভিমানী, যদ্যপি ভ্রমবশতঃ আপানকার শ্রীচরণে কিঞ্চিৎ অপরাধী হইয়া থাকেন তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হয়, অনুমতি হইলে শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া সভামধ্যে সংস্থাপন করি।" শ্রীমন্তের বাক্যাবসানে মগধেশ্বর কহিলেন,"মান্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করা মহতের কার্য্য।" তদনন্তর শ্রীমন্ত ইঙ্গিত করিবামাত্র গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক দুর্জ্জয়সিংহ বন্ধন-মুক্ত হইয়া মগধেশ্বরের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মগধেশ্বর দুর্জ্জয়সিংহকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আপন পার্শ্বে বসাইয়া সকল রাজগণকে কহিতে লাগিলেন,"হে ভূপতিগণ! আমি এই মহাত্মা বণিক্‌পুত্র শ্রীমন্তকে আপন কন্যা প্রদান করিয়া যৌব-



রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি, অতএব তোমরা সকলে শ্রীমন্তের নিকটে কর প্রদান করিয়া স্বীয় স্বীয় রাজ্য ভোগ কর, অদ্যাবধি আমি রাজকার্য্যে বিরত হইলাম।" রাজগণ মগধেশ্বরের এই কথা স্বীকার করিয়া নব ভূপতির নিকটে কর প্রদান করিলেন। তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। পরিশেষে ভূপতিগণ যুবরাজের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে মহারাজ শ্রীমন্ত কহিলেন, "আপনারা আমাকর্ত্তৃক বিস্তর কষ্ট পাইয়াছেন, সে যাহা হউক অদ্য আপনাদিগকে আমার বাটীতে আগমন পূর্ব্বক স্নান ভোজন সম্পাদন করিতে হইবেক।" রাজগণ শ্রীমন্তের বাক্যে সম্মত হইলে যুবরাজ মহারাজ কিশোরীলাল সিংহের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরে যাইয়া রাজমহিষীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে অন্তঃপুর-চারিণীরা রাজকন্যা ভুবনমোহিনীকে সুসজ্জিতা করিয়া আনয়নপূর্ব্বক যথানিয়মে স্ত্রীআচারাদি সম্পাদন করিয়া বিদায় করিলে শ্রীমন্ত মনে করিলেন যে, রাজগণকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া যাইতে হইবে অতএব দৈব রথ আনয়ন করা কর্ত্তব্য। এই মনে স্থির করিয়া গন্ধর্ব্ব-কিঙ্করের প্রতি আদেশ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ রথ উপস্থিত হইলে সকল রাজগণের সমভিব্যাহারে সস্ত্রীক শ্রীমন্ত রথা-রোহণে বাটী যাত্রা করিলেন। রাজগণ দৈব বিচিত্র রথে আরোহণ করিয়া অতি আশ্চর্য্য হইয়া শ্রীমন্তের

নানা প্রশংসা করিতেছেন, এমন সময় রাজা দুর্জ্জয় সিংহ মনে করিলেন যে, এমন সুপাত্র আর কোথায় প্রাপ্ত হইব, অতএব আমার কন্যাও এই শ্রীমন্তকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ লাভ করি। এই মনে স্থির করিয়া রাজা দুর্জ্জয় সিংহ করযোড় পূর্ব্বক শ্রীমন্তের সমীপে স্বাভিপ্রায় জানাইলেন শ্রীমন্ত কহিলেন, "এবিষয়ে যে বক্তব্য তাহা আগামী কল্য কহিব।" এই সকল কথোপকথন হইতে হইতে রথ শ্রীমন্তের ভবনে উপস্থিত হইলে কুল-রীত্যনুসারে নববধূকে লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। এদিকে রামনাথ আগন্তুক রাজগণের সমুচিত সৎকার-কার্য্যে ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অন্তঃপুরে তারাবতীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। নলিনী ও প্রমদা* রাজকন্যাকে লইয়া নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। নৃপতিগণ আহারাদি সমাপন করিয়া শ্রীমন্তের ঐশ্বর্য্য ও আশ্চর্য্য কৌশল ও ঐন্দ্রজাল দর্শন করিয়া ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা অবসান হইলে শ্রীমন্ত গন্ধর্ব্বরাজকে স্মরণ করিয়া কহিলেন যে, "অদ্য রজনীযোগে রাজগণকে গন্ধর্ব্ব সভা দেখাইবার মানস করিয়াছি, আপনকার অনুমতি ভিন্ন কি প্রকারে হইতে পারে।" তখন গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, "ইহার আশ্চর্য্য কি," এই বলিয়া আপন ভৃত্যগণকে আহ্বান

* ইহাঁরই অপর নাম প্রমোদিনী।



পূর্ব্বক আদেশ করিলেন যে, "অদ্য রাত্রে এক প্রহরের মধ্যে গন্ধর্ব্বলোক হইতে আমার নাট্য সভা আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীমন্তের ভবনে সংস্থাপন কর এবং যক্ষ গন্ধর্ব্ব গণকে সভাস্থ হইবার নিমন্ত্রণ করিয়া অপ্সরা কিন্নরী দিগকে নৃত্য গীত করিতে আনয়ন কর, আর শ্রীমন্ত যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহা কদাচ উল্লঙ্ঘন করিও না।" এই রূপ অনুমতি প্রদান করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে কিঙ্করগণ অনুমত্যনুসারে গন্ধর্ব্বসভা আনয়ন করিয়া সংস্থাপন করিলে যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ সভাতে উপবিষ্ট হইলেন, কিন্নরীগণ নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। সভার শোভা বর্ণন করা মনুষ্যের সাধ্য নহে, যেহেতু দেবরাজ ইন্দ্র পরম্পরায় শুনিয়া সভা দর্শনার্থে আগমনানন্তর শোভা দর্শনে মোহিত হইয়া অব-স্থান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কিঙ্করগণ সভা প্রস্তু-তের সম্বাদ শ্রীমন্তের নিকট জানাইলে শ্রীমন্ত কিশোরীলাল সিংহের নিকট তাঁহাকে আনয়নার্থে দৈবরথ প্রেরণ করিলেন। মহারাজ সেই রথে শ্রীমন্তের ভবনে উপস্থিত হইয়া সমস্ত জ্ঞাত হইলেন। শ্রীমন্ত রাজগণকে সংবাদ জানাইলে ভূপতিগণ শ্রীমন্ত সন্নিধানে উপস্থিত হইবামাত্র শ্রীমন্ত কহিলেন, "আপনাদের দর্শনার্থে এক সভা প্রস্তুত হইয়াছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া সভার শোভা বৃদ্ধি করিতে আজ্ঞা হয়, এবং কতক-

গুলি রাজপরিচ্ছদ দৈবাধীন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা আপনারা গ্রহণ করিলে আমি সন্তুষ্ট হই।” ইহা কহিয়া ভূপতিগণকে পুরস্কার স্বরূপ রাজপরিচ্ছদ প্রদানে ভৃত্য-দিগের প্রতি কটাক্ষ করিবামাত্র ভৃত্যগণ মণিরত্নাদি জড়িত প্রভাযুক্ত কতকগুলি পরিচ্ছদ উপস্থিত করিল, ভূপতিগণ পরিচ্ছদ গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পর অবলোকন করিয়া মনে করিলেন যে, আমরা সকলে দেবদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি।

তদনন্তর মগধেশ্বরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ধনপতি শ্রীমন্তের সহিত সভাসমীপে উপস্থিত হইয়া সভার প্রভা দর্শন করিতে লাগিলেন। রাজগণ মনে করিলেন, আমরা কি স্বর্গে আসিয়াছি, অপ্রত্যক্ষ দেবগণ চর্ম্মচক্ষে প্রত্যক্ষ হইল। কি আশ্চর্য্য! কিন্তু অগ্নিময় জ্যোতির্মধ্যে কি প্রকারে প্রবেশ করিব। রাজগণের এরূপ ভাব দর্শন করিয়া শ্রীমন্ত কহিলেন, “এ অগ্নি নহে, সভার এবং গন্ধর্ব্ব যক্ষগণের তেজের দ্বারা অগ্নির ন্যায় বোধ হইতেছে, ইহাতে কোন আশঙ্কা নাই, আপনারা নির্ভয়ে সভা প্রবেশ করুন্।”

তদনন্তর শ্রীমন্ত রাজগণের সহিত সভা প্রবেশ করিলে সভাস্থ ব্যক্তিগণ দ্বারা পুরস্কৃত হইয়া মগধে-শ্বর ও ধনপতি উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীমন্ত তৎপার্শ্বে কিঞ্চিন্নিম্নাসনে উপবেশন করিলেন। অন্যান্য



রাজগণ যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলে অপ্সরাগণ নৃত্য গীত আরম্ভ করিল, তৎশ্রবণে দেবগণকে মুগ্ধ হইতে হয় সামান্য মনুষ্যগণের যে কি পর্য্যন্ত হইতে পারে তাহা বর্ণনা করা যায় না। দেবরাজ আকাশ হইতে শোভা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ধনপতি, রাজগণ ও শ্রীমন্ত ভিন্ন যত স্বর্গীয় সভ্যগণ উপস্থিত হইয়াছেন, সকলের নিমেষ-শূন্য নেত্র, ছায়া শূন্য দেহ, এবং পৃথিবীতে পাদসংযোগ হয় নাই। রাজারা ঐ সকল দৈবব্যাপার অবলোকন করিয়া মনে করিলেন আমরা ধন্য হইলাম। তদনন্তর রজনী শেষ হইলে সভা ভঙ্গ হইল এবং সকলেই নিজ নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে ঔড্রেশ্বরকে আহ্বান করিয়া শ্রীমন্ত কহিলেন “ আপনি কল্য যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাআমার অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু আমি আর বিবাহ করিব না, যদি আমার সহিত আপনকার কুটুম্বতা করণের নিতান্ত মনন হইয়া থাকে তবে আমার প্রথম পক্ষের শ্যালক কীর্ত্তিচন্দ্র রায়কে কন্যা প্রদান করিলে আমি পরম সুখী হইব। তিনিও সামান্য মনুষ্য নহেন, রামনগর নিবাসী ভদ্রসেন রায় মহাশয়ের পুত্র, তিনিও আমার বাটীতে উপস্থিত আছেন, অনুমতি হইলে আপনার নিকটে আনয়ন করি।” তখন শ্রীমন্ত ভৃত্যের

দ্বারা কীর্ত্তিচন্দ্রকে সভায় আনয়ন করিলে দুর্জ্জয়সিংহ কীর্ত্তিচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া শ্রীমন্তকে কহিলেন "যদ্যপি মহাশয় ভিন্ন পাত্রে কন্যা প্রদান করিতে হয়, তবে ইহাকেই দেওয়া কর্ত্তব্য" এই বলিয়া সম্বন্ধ স্থির করত মন্ত্রীকে কন্যা আনয়নার্থে প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রী অল্প দিবসের মধ্যে রাজকন্যাকে আনয়ন করিলে শুভলগ্নে রাজা দুর্জ্জয়সিংহ কীর্ত্তিচন্দ্রকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পরে শ্রীমন্ত নরপতিগণকে যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর বিদায় করিয়া রাম নাথকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করত পরম সুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্তের রাজ্য পালন সময়ে পৃথিবী শস্যশালিনী, গাভী সকল ক্ষীরবতী, জনপদ উপদ্রব রহিত, এবং প্রজাগণ ধর্ম্মপরায়ণ হইল। এইরূপে শ্রীমন্ত দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ ও সুখভোগ করিতে লাগিলেন। কিছু দিবস গত হইলে শ্রীমন্তের জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ব্ভের লক্ষণ হইল। ক্রমে দশম মাস পরিপূর্ণ হইলে পত্নীদ্বয়ের শুভক্ষণে সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত দুইটী পুত্রসন্তান জন্মিল! তখন সকলের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ধনপতি ও তারাবতী পৌত্র মুখাবলোকন করিয়া যে কি সুখী হইয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিলে সকলেই অনুভব করিতে পারেন। তদনন্তর জাতকর্ম্ম অন্নপ্রাশনাদি ক্রমে হইতে লাগিল,



বালকদ্বয় দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া পিতামাতার সুখ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এই রূপে পঞ্চম বর্ষ অতীত হইলে বিদ্যারম্ভ করাইয়া সুশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন! তদনন্তর শ্রীমন্তের পত্নীদ্বয়ের দুইটী কন্যা সন্ততি ও রামনাথের একটী পুত্র সন্তান হইল। তদনন্তর অল্প দিবসের মধ্যে শ্রীমন্তের পুত্রদ্বয় শিল্প সাহিত্য ও যুদ্ধবিদ্যার এবং রাজনীতি ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সকল বিদ্যার পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর তাহাদিগের পরিণয়োচিত সময় উপস্থিত হইলে শ্রীমন্ত পুত্র ও কন্যাগণের বিবাহ দিয়া পরম সুখে রাজ্যভোগ করণানন্তর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরবাহুকে রাজ্যার্পণ করিলেন। তখন তারাবতী ভগবতীর স্তব করিতে লাগিলেন।

দেখি তারাবতী সতী, সদা হর্ষযুতা অতি,
আনন্দে করেন দেবী পূজা।
বলেন্ দেবি পরাৎপরা, সংসারেতে সারাৎসারা,
দয়ায় করিলে পুত্রে রাজা॥
কে জানে মহিমা তব, কিঞ্চিৎ জানেন ভব,
আমি মূঢ়া ভকতিবিহীনা।
এই দয়া মম প্রতি, থাকে যেন মা পার্ব্বতি,
এদাসীরে না করিও ঘৃণা॥

ইতিমধ্যে গন্ধর্ব্বলোক হইতে এক দূত আসিয়া শ্রীমন্তকে কহিল "মহাশয়! গন্ধর্ব্বরাজ তপস্যার্থে

হিমাচলে গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব মহাশয় সবান্ধবে সপরিবারে তথায় উপস্থিত হইলে আপনাকে গন্ধর্ব্বরাজ্য অর্পণ করিবেন।” তখন শ্রীমন্ত একপক্ষ মধ্যে গন্ধর্ব্বরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া দূতকে বিদায় করণানন্তর মাতা পিতার ও মগধেশ্বরের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অধীনস্থ রাজগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন “এইক্ষণে আমি সপরিবারে গন্ধর্ব্বলোকে গমন করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ্য শাসন করিব,আপনারা আমাকে যেরূপ স্নেহ ও মান্য করিতেন এইক্ষণে আমার পুত্রের প্রতি তদ্রূপ আচরণ করিলে বোধ করি আপনারা পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন। রামনাথকে গন্ধর্ব্বমন্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, “তুমি এই ক্ষণে কিছুকাল পৃথিবীতে অবস্থান কর, প্রয়োজন মতে গন্ধর্ব্ববিদ্যাপ্রভাবে গন্ধর্ব্বলোকে গমন করিতে পারিবে।” তদনন্তর শ্রীমন্ত পুত্রদ্বয়কে আহ্বান, মস্তকাঘ্রাণ ও আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “তোমরা পরম সুখে রাজ্য শাসন করিবে এবং রাজা দুর্জ্জয় সিংহের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ প্রকাশ করিবে, এবং এই সকল রাজগণের সর্ব্বদা সম্মান রক্ষা করিবে। এই কথা কহিতে কহিতে স্বর্গ হইতে জ্যোতির্ম্ময় দৈবরথ উপস্থিত হইলে, শ্রীমন্ত কহিলেন, “আমি সকলের নিকট বিদায় প্রার্থনা করি। আপনাদিগের নিকট যদি কোন অপরাধ করিয়া



থাকি তাহা অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন।” শ্রীমন্তের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন, তখন ধনপতি, তারাবতী, মগধরাজদম্পতী ও শ্রীমন্ত পত্নীত্রয়ের সহিত সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে সকলে চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। ক্ষণকাল মধ্যে রথ অন্তর্হিত হইলে সকল লোক মহাশোকে কাতর হইয়া শ্রীমন্তের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

এই রূপে তারাবতী পতিপুত্র লয়ে।
সুখভোগ করে সতী স্বর্গেতে বসিয়ে॥
তারাবতী অদৃষ্টেতে লেখে চিত্রগুপ্ত।
এই ভাবে যাবে কাল, পুস্তক সমাপ্ত॥

গ্রন্থ বলতে হাঁসি পায়, না বল্লেও নয়,
পরিহাসচ্ছলে গ্রন্থ বল্লেও বলা যায়॥
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ যাহার কৃপায়।
প্রণাম সহস্র কোটি সেই রাঙ্গা পায়॥
হরি হরি হরি হরিবোল হরি।
নিরন্তর অন্তরেতে হরিনাম স্মরি।

কোথায় হরি কোথায় বোল নাহি তার ঠিক
কখন যে ঠিক থাকে কখন বেঠিক

মনে করি বলি হরি মন নয় ঠিক
মায়াতে মোহিত আছি কিসে হবে ঠিক

বারশত একাত্তর সন, গ্রন্থ লেখা হলো সমাপন,
ভাদ্র মাস দ্বিতীয় দিবসে
রাখী পূর্ণ মাসী তিথি, ধনিষ্ঠা নক্ষত্র তথি,
বুধবারে জানিবে বিশেষে।
বারশত অশীতি সংখ্যক, শনে হইল মুদ্রিত পুস্তক।
পৌষমাস পঞ্চম দিবস
অমাবস্যা তিথি তথি
জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র সঙ্গতি এবারেতে বার উশনস্ ॥

# নমোহরিহরায় নমঃ।

হরে হর নমস্তুভ্যং সর্ব্বাশাপরিপূরকঃ।
আশুতোষ হৃষীকেশ অকাত্মা পরমেশ্বরঃ ॥
গৌরীপতিঃ শ্রীপতিশ্চ ত্বন্নাম ভবদুর্লভং।
উমাকান্তো রমাকান্ত স্ত্রৈলোক্যৈকসুখপ্রদঃ ॥
সদাশিবঃ কেশকাত্মা পরমাত্মস্বরূপধৃক্।
শিবঃশম্ভুর্দীননাথঃ পিনাকী মুরলীধরঃ।
বৃষেশো গরুড়াধীশশ্চতুর্বর্গফলপ্রদঃ ॥
কৃত্তিবাসাঃপীতবাসা ভীতানাং ভয়নাশনঃ ॥
পঞ্চবক্ত্রৈকবক্ত্রশ্চ সর্ব্বকামার্থদায়কঃ।
শুক্লাচলবপুঃ শ্যামাচলকান্তির্নমোহস্তুতে ॥
মহাদেবঃ পরংব্রহ্ম ব্রহ্মানন্দপ্রদায়কঃ।
মৃত্যুঞ্জয়ো মৃত্যুহর স্ত্রিপুরারি র্জনার্দ্দনঃ ॥
সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি হরস্য কেশবস্যচ।
প্রাতরুত্থায় যোভক্ত্যা পঠেদ্বা পাঠয়েদপি ॥
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মসাযুজ্য মাপ্নুয়াৎ।
পূজাকালে জপান্তেচ পঠেৎ যঃ সুসমাহিতঃ ॥
সতু পূজাফলং সদ্যো জপস্য ফল মাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি শ্রীশ্রীহরিহর দ্বাদশ নাম স্তোত্রং সম্পূর্ণং।